থিওসফি

বা

তত্ত্ববিদ্যা।

সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্তসার, মুক্তি-মীমাংসা ষট্‌চক্র-নিরূপণ
প্রভৃতি আর্য্য তত্ত্ব-গ্রন্থের সহিত পাশ্চাত্য
থিওসফির সম্বন্ধ-বিচার ও
সামঞ্জস্য-নিরূপণ।

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাত্তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।

শ্রীজ্ঞানার্থি শর্ম্মা দ্বারা সঙ্কলিত।

১ নং রামকৃষ্ণ বাগচির লেন হইতে
শ্রীপরাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

সাধন যন্ত্র।

১২৯৩।

কলিকাতা, ১নং উমেশচন্দ্র দত্তের লেন,

সাধন যন্ত্রে

শ্রীবিনোদবিহারী মজুমদার দ্বারা মুদ্রিত।

সাধারণ মানব-ধারণার অতীত

মায়ামোহাদির বহির্ভূত,

ত্রিলোকগামী,

ত্রিকালদর্শী,

লব্ধমোক্ষ

মহাত্মা-

গণের

পবিত্র নামোদ্দেশে

এই পুস্তক ভক্তিসহকারে

উৎসর্গীকৃত

হইল।

কর্ণেল অলকট্ ও থিওসফি।

কিছুদিন হইতে কর্ণেল অলকটকে গালি দেওয়া একটা হুজুকের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। ছেলে, বুড়া, ইতর, ভদ্র, মাঠে, ঘাটে যে যেথানে সুবিধা পাইতেছে, সে সেই খানেই নির্দ্দোষ বৃদ্ধ বিদেশীয় বেচারীর মস্তকে অজস্র গালি বর্ষণ করিতেছে। সংবাদপত্রে, সমালোচনে, বক্তৃতায় এই গালিগালাজের আড়ম্বরটা বড়ই বাড়াবাড়ি হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, অলকট্ বেচারীর অপরাধ কি? অপরাধের মধ্যে দেখিতেছি, তিনি প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মকে সার ও শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন—এবং সেই কারণে সাতসমুদ্র তেরনদী পার, এই আর্য্যভূমে, এই অধঃপতিত ভারতে আসিয়া সেই পতিত ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের চেষ্টা করিতেছেন। তজ্জন্য তিনি এই সকল লোকের নিতান্ত চক্ষু-শূল হইয়া পড়িয়াছেন। তাই তাঁহাকে ঐ সকল বিপক্ষ সম্প্রদায়; বেঠিক (unpriciplied) বুজরুক (impostor) প্রভৃতি শব্দে অযথা অভিহিত করিতেছেন। করুন—তাহাতে তত ক্ষতি মনে করি না। কেন না ব্যবসাদারী ধর্ম্মের যুক্তি বা নির্দ্দেশ অধিক কাল স্থায়ী হয় না। তবে একটা ভয়ের কারণ এই যে, তাঁহাদের কথায় পাছে হিন্দুসন্তান আস্থা প্রদান করিয়া,

আপনার পায় আপনি কুঠারাঘাত করেন। তাই এ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

আমি অলকটের দলভুক্ত নহি। তবে তাঁহার সহিত ও তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্তসাধুবর্গের সহিত থিওসফি ("তত্ত্ব-বিদ্যা") —সম্বন্ধে কথাবার্ত্তায় আমার যে ধারণা জন্মিয়াছে তাহাতে থিওসফির প্রতি বা কর্ণেল অলকটের প্রতি তাচ্ছীল্য প্রদর্শনের কিছুমাত্র কারণ দেখি নাই।

কর্ণেল অলকট কখনই স্বার্থপরব্যক্তি নহেন। স্বদেশে তাঁহার সম্মুখে পার্থিব সৌভাগ্যের ও উন্নতির প্রশস্ত ক্ষেত্র বিরাজিত ছিল। কিন্তু তিনি এক হিন্দুধর্ম্ম-নির্দ্ধারিত যোগ ও মুক্তির সাধন উদ্দেশে, সে সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, দেশে বিদেশে কতই না বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছেন। স্বদেশে স্বধর্ম্মে থাকিলে তিনি যে সম্মান ও যে পদগৌরব উপভোগ করিতে পারিতেন—সে সম্মান ও সে গৌরবকে তুচ্ছ পদার্থের ন্যায় অগ্রাহ্য করিয়া, যিনি বৃদ্ধ দশায় স্বীয় জন্মভূমি, স্বীয় পরিবার ও বন্ধুবর্গকে ছাড়িয়া ভাসিতে ভাসিতে এদেশে আসিয়াছেন, তিনি কি স্বার্থপর? এখানে আসিয়া তিনি কি ফললাভ করিয়াছেন। আমাদের ২।৪ জন দেশীয় ব্যক্তির সমাদর। ইহা ব্যতীত বলুন দেখি, তিনি আর কি পুরস্কার লাভ করিয়াছেন? কিন্তু কর্ণেল অলকটের ন্যায় উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট, ইহা কি অতি অকিঞ্চিৎকর সম্পদ নহে? তবে কি করিয়া বলি যে তিনি স্বার্থপর?

অলকট বুজরুকও (impostor) নহেন। তিনি কখনই বলেন না যে "আমি শিক্ষা দিতে আসিয়াছি"—বরং সর্ব্বদাই

বলিয়া থাকেন যে "আর্য্য মহাত্মাগণের নিকট হইতে আমি, শিক্ষা লইতেই আসিয়াছি।" তবে তিনি মধ্যে মধ্যে যে সকল অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখাইয়া থাকেন, তাহাতে অনেকে তাঁহাকে প্রেতবাদী যাদুকর বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার দোষ কি ?

তিনি যে সকল অমানুষিক ক্রিয়াকাণ্ড দেখাইয়া থাকেন, তাহার দ্বার ত সকলেরই নিকট উন্মুক্ত। তাহার মধ্যে যদি কোন গোলযোগ থাকে তবে ইচ্ছা করিলে যিনি তিনি যখন তখন ধরিয়া সে বুজরুকি ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। কৈ—এ পর্য্যন্ত তাহা কি কেহ পারিয়াছেন? যিনি যখন অলকটের নিকট, অলৌকিক কাণ্ড দেখিবার প্রত্যাশায় গিয়াছেন, তখনই তিনি ঐ সকল প্রক্রিয়ার আভ্যন্তরিক রহস্য উদ্ভেদের অভিসন্ধিতে গিয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেক বৈজ্ঞানিক, অনেক দার্শনিক, অনেক বহুদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু কেহই ত এ পর্য্যন্ত কোন বুজরুকি বাহির করিতে পারিলেন না। আর বুজরুকিই বা কি ? অলকট যে সকল ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করেন, তাহা সাধারণের চক্ষে আপাততঃ অলৌকিক বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ তাহাতে অমানুষিকতা কিছুই নাই। সকলই বিজ্ঞান-সম্মত। সংক্ষেপে একটি মিসমেরিজমের উদাহরণ ধরুন। ইহা কি বিজ্ঞানসম্মত নহে ? যে কোন বৈজ্ঞানিককে, জিজ্ঞাসা করুন, তিনিই বোধ হয় এই সত্যের সারবত্তা স্বীকার করিবেন। আর অলকট নিজেও তাঁহার, অথবা মাদাম্ ব্লাভাদস্কির আশ্চর্য্য প্রক্রিয়াগুলিকে, কখনই বিজ্ঞা-নের বহির্ভূত অতিমানুষিক বলেন না। তবে কি কারণে

"বুজরুক" বলিয়া অতি অন্যায়রূপে তাঁহার প্রতি দোষা-রোপ করা হয়? শিক্ষিত হিন্দুর, এ সমস্ত গুরুতর ব্যাপারের নিগূঢ় মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, নিজ ধর্ম্ম ও জাতীয়তার গৌরব বর্দ্ধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নিজে না জানিয়া না শুনিয়া, অন্যায়রূপে নিজ হিতৈষীকে, বৈরী বা বুজরুক মনে করা, নিতান্ত অসারের কার্য্য। যাহা হউক ব্যক্তিগত চরিত্রের কথা আর অধিক বলিতে চাই না। সাবধান ব্যক্তির পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

অতঃপর থিওসফি সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। সাধারণের নিকট থিওসফি আজিও সম্পূর্ণ তমসাচ্ছন্ন। একেত থিওসফি ইংরাজি শব্দ, তাহাতে আবার উহার নেতা ইংরাজ—এবং উহার অনুচরগণও যে শ্রেণীর লোক, তাহাতে সাধারণ জনগণ সহসা তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইতে সাহস করেন না। কাজেই থিওসফি সাধারণের চক্ষে, আজিও প্রহেলিকাবৎ অস্ফুট। 'থিওসফিষ্ট' শব্দে কাহাকে অভিহিত করিলেই, তাঁহাকে সাধারণতঃ একরূপ নূতন পদ্ধতির লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। কিন্তু, তবে কি সুদীর্ঘ কেশ ধারণ অথবা পরিচ্ছদ পরিপাট্যে স্বাতন্ত্র অবলম্বন করিলেই, থিওসফির যোগী বলিয়া কাহাকেও ভক্তি ও ভয় সহকারে, সম্মান করিতে হইবে? অথবা তাঁহাকে সাধারণ লোকের অতীত মনে করিতে হইবে? সম্প্রতি দেখিতে পাওয়া যায় কতকগুলি অস্থিরমতি অসারহৃদয় নব্য যুবক থিওসফির দোহাই দিয়া এইরূপ সখের বাবরি চুল ধারণ করিয়া থিওসফির প্রতি সাধারণের অশ্রদ্ধা জন্মাইতেছে। সাধারণ

লোকে যদি ইহাদের মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেয়, তাহা হইলে, বোধ হয় তাহাতে থিওসফির কোন ক্ষতি হইবে না, বরং লাভই হইবে। থিওসফিষ্টদলের মধ্যে এরূপ কতকগুলি সারবান ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদের নিকট হইতে মানবসমাজ জগতের অতিমানুষিক ক্রিয়াকাণ্ডের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছেন এবং পরে আরও প্রাপ্ত হইতে পারেন। এই সকল সাধু পুরুষের সহিত যতদিন নিঃসঙ্কোচ সম্মিলন না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত থিওসফি সম্বন্ধে সাধারণের বিশেষ জ্ঞান, অস্পষ্টই রহিবে। তবে থিওসফি সম্বন্ধে সাধারণ হিন্দুর একরূপ স্থূল ধারণা থাকিলে বোধ হয় থিওসফির বিপক্ষে তাঁহারা বৈরীভাব অবলম্বন না করিয়া উহার স্বপক্ষে সাম্যভাবই ধারণ করিবেন। এই নিমিত্তই বাঙ্গালা ভাষায় এই গ্রন্থখানি প্রচারিত হইল। গ্রন্থকার থিওসফি সমাজভুক্ত নহেন; সুতরাং ইহাতে প্রশংসা থাকিতে পারে, কিন্তু অযথা পক্ষ সমর্থন বা স্তুতিবাদ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এই পুস্তক হইতে পাঠক তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ অভিমত লাভ করিতে পারেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, থিওসফি কি নিতান্তই ভ্রম বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন? বোধ হয় নিতান্ত অসার জড়বাদী (দেহবাদী বা Materialistic) চার্ব্বাক-শিষ্য ব্যতীত, এ নির্দ্দেশে কেহই অনুমোদন করিবেন না। যাঁহাদের ক্ষুদ্র বিশ্বাস, ক্ষুদ্র জ্ঞান এবং ক্ষুদ্র ধারণা, কেবল ক্ষুদ্র জড় জগতেই পর্য্যবসিত তাঁহারাই কেবল বলিবেন, থিওসফি ভ্রম ও কুসংস্কারপূর্ণ, অতি অসার পদার্থ। তদ্ব্যতীত যাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্র ভূত ও

ভবিষ্যৎ জীবনের চিন্তা আছে, যাঁহাদের অল্পমাত্রও আত্মদর্শনে সামর্থ্য আছে তাঁহারা কখনই বলিবেন না যে, জগৎ, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূত ব্যাপার বা দৃশ্য (Phenomenon) ব্যতীত, উহার অভ্যন্তরে আর কোন অসাধারণ ক্রিয়া-কাণ্ড নাই। পজিটিভিজম্ বা এগ্‌নষ্টিসিজম্ যতই নাস্তিকতাপূর্ণ হউক না কেন, এবং আমাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানলাভে যতই অক্ষম বলিয়া সাবধান করুক না কেন—মানব মন, মানবের সংস্কার কোন মতেই তাহাদের বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুসারে, প্রত্যক্ষ জগতের প্রত্যক্ষ কাণ্ডে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। প্রত্যক্ষীভূত ব্যাপারের উপরে ও অভ্যন্তরে যেন কিছু রহিয়াছে, ইহা আমাদের আধ্যাত্মিক কতকগুলি শক্তি, চুম্বকাকর্ষণের ন্যায় প্রতিনিয়ত তাহাদিগকে টানিয়া, ঘোর নিনাদে আমাদের অন্তরাত্মার নিকট ঘোষণা করিতেছে; এবং যখন মানবের চৈতন্য এই আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া যায়, তখনই সে চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠে; এবং যে এইরূপে জাগিয়া উঠে, সেই আত্মাই তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাকুল হইয়া ঘূরিতে থাকে। সেই তত্ত্বানুসন্ধানজনিত যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান, তাহারই ভিন্ন নাম তত্ত্ববিদ্যা অথবা থিওসফি। সরল কথায় ইহার চরম উদ্দেশ্য, আত্মজ্ঞান দ্বারা ঐহিক জ্ঞান লাভ এবং উভয়ের সম্মিলন দ্বারা মুক্তিলাভ।

ভূত ভারতের আর্য্য-ঋষিগণই, কেবল আধ্যাত্মিক জগতের এই সকল সুমহৎ তত্ত্ব জ্ঞাত ছিলেন। আর্য্যধর্ম্ম ব্যতীত জগতের আর কোন ধর্ম্মই, আধ্যাত্মিক জগতের এই সকল গূঢ়রহস্যের উদ্ভেদ সাধন করিতে পারে নাই। কেবল আর্য্য ঋষিগণই

আত্মদর্শন রূপ মহাযোগ বলে, আত্মার বাহ্য গুণ ব্যতীত, তাহার অভ্যন্তরে প্রকৃতির অভাবনীয় আভাস দর্শন করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা এই জড় জগৎকে "মায়া" (illusion) বলিয়া উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য কোন ধর্ম্ম বা দর্শন এতদূর উচ্চে উঠিতে পারে নাই। তাই তাহারা অভাবনীয় হিন্দু ধর্ম্মকে, প্রহেলিকাপূর্ণ অন্ধকার (mysterious dark) বলিয়া ঘৃণা করে। ক্যাণ্ট, লক্, মালিব্রান্স, দেকার্ট প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকগণ হইতে হ্যামিলটন, বেইন, স্পেনসার, কোমৎ প্রভৃতি আধুনিক দার্শনিকগণের মনোবিজ্ঞান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করুণ, তাহাদের সকলেরই একমাত্র মূল ভিত্তি, "অনুভূতি" (perception), "বুদ্ধি" (reason) ও সংস্কার (instinct) প্রভৃতি কয়েকটি শক্তির (faculty) বিচার, বিভাগ ও উপবিভাগ লইয়াই সংগঠিত। কিন্তু এই অনুভূতির অন্তরালে যে সকল আদি শক্তি কার্য্য করিতেছে তাহার তত্ত্ব অনুসন্ধান, কোন পাশ্চাত্য দর্শনই করিতে সক্ষম হয় নাই। এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়াই গোলযোগ দেখিয়া, তাহারা সকলে পশ্চাৎপদ হইয়াছে। এই খানে আসিয়াই প্রকৃতির মূল কাণ্ডকে অজ্ঞেয় (unknowable) বলিয়া পলায়ন করিয়াছে।

ধন্য কপিল পতঞ্জলির মস্তিষ্ক। এই মহাত্মাগণই, এই প্রাচীন আর্য ঋষিগণই কেবল সেই তিমিরাচ্ছন্ন প্রদেশে পদস্খলিত হন নাই। তীক্ষ্ণ যোগের আলোকে কেবল তাঁহারাই প্রকৃতির অতি নিগূঢ় রহস্যের উদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারাই জগৎকে শিক্ষা দিয়াছিলেন

যে, প্রকৃতির বহির্ভাগে যে সমস্ত জড়-জগৎ দেখা যাইতেছে কেবল তাহাতেই প্রকৃতির মহালীলা পর্য্যবসিত বা সীমাবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু তাহার অন্তরের অন্তস্তলে, মহান্ আধ্যাত্মিক জগতের এক প্রকাণ্ড যন্ত্র চলিতেছে এবং জড়-জগৎ তাহারই ছায়া বা স্ফুলিঙ্গ (emanation) মাত্র। সেই আধ্যাত্মিক যন্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিবার নিমিত্ত, মানব আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তি যেরূপে পরিচালনা করা আবশ্যক তাহার মর্ম্ম সেই মহাত্মাগণই জানিয়াছিলেন।

কর্ণেল অলকটের অপরাধ এই যে, তিনি সেই সকল আর্য্য মহাজন-নির্দ্ধারিত তত্ত্বের মহিমা অনুধাবন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত পথের পথিক হইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। তাই তাঁহার প্রতি ব্যবসায়িগণের এত আক্রোশ। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ব্যবসাদার ধর্ম্ম-প্রচারকগণের ঈর্ষাপরতন্ত্র কথায়, কখনই অধিকদিনের জন্য আস্থা থাকিবে না। তবে কথা এই যে, আজি কালি আমরা বড়ই হুজুকে হইয়া দাঁড়াইয়াছি এবং সেই জন্যই ভয় হয়, পাছে শঠের কপট প্ররোচনায় সাধারণ জনগণ, মহোদয় অলকটের প্রতি অন্যায় রূপে সন্দিহান ও বীতশ্রদ্ধ হয়েন।

ধর্ম্ম-তত্ত্ব

সহস্র চেষ্টা করিলেও মানব কেবলমাত্র বাহ্য জগৎ ও সংসার লইয়া সুখী হইতে পারে না। সেই জন্যই সাধারণতঃ সংসারী মনুষ্য, আঁধারে ঘুরিয়া বেড়ায়। এবং আত্মতত্ত্ব-হারা হইয়া—আপনাকে ভুলিয়া—ঘোর দুঃখে জীবন কাটায়।

এই অসহ্য দুঃখে ক্লান্ত হইয়া মানবাত্মা, যখন আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে, তখনই তাহার শোক, মোহ এবং বিচ্ছেদ-জনিত সাংসারিক যন্ত্রণাসমূহ তিরোহিত হয়, এবং তখনই তাহার দৃষ্টিপথে, অনন্ত সুখময় জগতের ছায়া পতিত হয়। এই অনন্ত আনন্দ-জগতের দর্শন লাভের অপর নামই জীবন-মুক্তি।

সন্দিহান নাস্তিক জীবনে, সে সুখ-জগতের ছায়া প্রতিভাত হইতে পারে না। সেই অনন্ত সুখ লাভের নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে, মানবকে নিষ্কাম ভাবে বিবেক এবং বৈরাগ্যের আশ্রয় লইয়া আত্ম-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

এই আত্ম-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, বৈরাগ্যের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সংসারকুহক অপনীত হয়। তদ্দ্বারা দেহ এবং প্রাণের আবরণ ভেদ করিয়া, সূক্ষ্ম-দৃষ্টি, অন্তরাত্মার প্রতি নিপতিত হয়। এই জ্ঞানযোগের পন্থা ক্রমে যথাযথরূপে প্রদর্শিত হইবে।

এখন কথা এই যে, বৈরাগ্য এবং সূক্ষ্ম জ্ঞানের আশ্রয় লইয়াও মানব, আত্মসন্দেহ এবং নাস্তিকতার হস্ত হইতে কেন পরিত্রাণ পায় না? অনেক মানব-আত্মা, সংসার-সংগ্রামে বিধ্বস্ত হইয়া, পার্থিবজীবন ও দেহকে অসার ও তুচ্ছ বলিয়া মনে করিতে পারে; কিন্তু সেই সঙ্গে, আত্মার ভূত ও ভবিষ্যৎ অবস্থার প্রতিবিম্ব কেন উপলব্ধি করিতে পারে না? ইহার কারণ কর্ম্মফল। যে আত্মা দেহধারণ করিয়া অনুশীলন দ্বারা মার্জ্জিত হয় নাই, সে আত্মার দৃষ্টি সূক্ষ্ম হইতে পারে নাই—সুতরাং সে আত্মার, ভূত ও ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি নাই। পক্ষান্তরে যে আত্মা পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা নির্ম্মলতা লাভ করিয়াছে, সেই আত্মাই আপনাকে অনুভব করিতে এবং আপনার ভূত ও ভবিষ্যৎ অবস্থা বুঝিতে পারে। এই আত্ম-সন্ধান এবং আত্ম-উপলব্ধিই প্রকৃত ধর্ম্ম। এই আত্ম-দর্শনরূপ ভিত্তির উপরি যে ধর্ম্ম গঠিত নহে, সে ধর্ম্ম, ধর্ম্মই নহে—সে কেবল ধর্ম্মের অসার আচ্ছাদন মাত্র।

প্রেম, ভক্তি, উপাসনা আদি ক্রিয়াকলাপ দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হইতে পারে। কিন্তু আত্ম-সন্ধান জনিত জ্ঞান, মূলে না থাকিলে, ধর্ম্মমন্দির বালুকা স্তূপের উপরি গঠিত

হইবে। উহা জ্ঞান, যুক্তি বা তর্কের আঘাত কখনই সহ্য করিতে পারিবে না। সুতরাং প্রকৃত ধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তি, আত্ম-দর্শনে সংস্থিত। একমাত্র তত্ত্ব বিদ্যাই সে সুদৃঢ় ভিত্তি নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম।

কেবলমাত্র বাহ্য উপাসনা, বা স্থূল দেহে কতিপয় নিয়মের প্রতিপালন মাত্র, ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্মের ভিত্তি, প্রকৃত পক্ষে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সংস্থিত। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞানে অধিকার না জন্মিলে ধর্ম্মের সাধন হইতে পারে না। সাধারণ দৃষ্টি, এই আধ্যাত্মিক রহস্য উদ্ভেদে সমর্থ হয় না। এই নিমিত্ত যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মের স্বরূপ অবগত হইতে বাসনা করেন তাঁহাদিগকে স্থূল-দৃষ্টি-গ্রাহ্য মায়াময় জগৎ ছাড়িয়া, আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করিতে হইবে। এবং সেই আধ্যাত্মিক জগতের প্রবেশ পথ, প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের প্রদর্শিত পন্থা ব্যতীত আর কুত্রাপি নাই। জগতের অপর সমুদয় ধর্ম্মের দৃষ্টি, স্থূল। তাহারা কেহই জড় জগতের অতীত সীমায় পদার্পণ করিতে পারে নাই, এক আর্য্যধর্ম্মই বাহ্য জগতের অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মিক জগতের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছে।

এ সকলই অতি সারবান ও যথার্থ কথা। ইহা অজ্ঞান তামস সম্ভূত বাক্য নহে। এই সকল তত্ত্বের কথা প্রবল বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত।

বর্ত্তমান কালে মানব ক্ষুদ্র জড়জগতে সীমাবদ্ধ। জড় জগতের সীমা ছাড়াইয়া তদূর্দ্ধে উঠিবার সামর্থ্য তাহার নাই। সুতরাং সে প্রাচীন যোগিগণ-প্রদর্শিত পন্থাকে, গাঢ় কুহকাচ্ছন্ন বলিয়া মনে করে, এবং তাহার অন্তরাত্মা, ধর্ম্মের নিমিত্ত

যতই তৃষাতুর হউক না কেন, সে যত দিন এই মায়াময় সংসারের মোহে জড়ীভূত থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত, আধ্যাত্মিক জগতের ধর্ম্মালোক দেখিতে পায় না। এই নিমিত্তই এক্ষণে মানবের এত দুঃখ এত দুর্দ্দশা।

মানবের এই দুঃখ দূর করিবার উদ্দেশ্যে "থিয়সফি"র আবির্ভাব। থিওসফি কখনই বিজ্ঞানের বৈরী নহে। বিজ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের সম্মিলন সাধনই থিয়সফির উদ্দেশ্য ক্ষুদ্র বুদ্ধি, ক্ষুদ্র জ্ঞান তাহা বুঝিতে পারে না। যদি কুসংস্কার দূরীভূত করা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হয়, তবে বিজ্ঞান যে তত্ত্ববিদ্যার পরম বন্ধু, তাহাতে আর অনুমাত্র সংশয় নাই।

ইহা সকল প্রধান বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক এক বাক্যে স্বীকার করিবেন, যে সমুদায় বিজ্ঞান এবং দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মহাসত্যের আবিষ্ক্রিয়া। তত্ত্ব-বিদ্যারও তাহাই উদ্দেশ্য। তবে স্থূল দর্শন এবং স্থূল বিজ্ঞান, স্থূল জগতের পন্থা অবলম্বন করিয়া, সে পথে যাইতে চেষ্টা করা নিষ্ফল হয়। পক্ষান্তরে তত্ত্ববিদ্যা, আধ্যাত্মিক জগতের পন্থা অবলম্বন করিয়া, সে পথে যাইতে কৃতকার্য্য হয়, এই মাত্র প্রভেদ।

এক্ষণে কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে, যে, রসায়ন, বা বিবর্ত্তন বিদ্যা কখনই আধ্যাত্মিক শক্তির অবচ্ছেদ সাধন করিতে পারে না। আবার এই আধ্যাত্মিক শক্তির অবচ্ছেদন ব্যতীত অন্তর্জগতের জ্ঞান উদ্ভূত হয় নাই। এবং এই অন্ত-র্জগতের জ্ঞান বা আধ্যাত্মিক বিদ্যা ব্যতীত কখনই পরমতত্ত্ব

divine knowledge লাভ হয় না। আমরা আলোচনার দ্বারা পর্য্যায়ক্রমে এই সকল বাক্যের যাথার্থ্য এবং সারবত্তা প্রতিপাদন করিব। পূর্ব্বেও মুখবন্ধে ইঙ্গিতে এই গুরুতর তত্ত্বের আভাস প্রদান করা হইয়াছে। ভরসা করি উহা দ্বারাই বিজ্ঞ পাঠকগণ তত্ত্ববিদ্যার গুরুত্ব ও মূল্য কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত এই অতি অমূল্য তত্ত্ববিদ্যা বা থিওসফির ইতিবৃত্ত ও তাহার উদ্দেশ্য এখানে সংক্ষেপে প্রদান করা আবশ্যক।

থিওসফি বলিয়া একটা স্বতন্ত্র সমাজ এই আর্য্যভূমে স্থাপিত করিবার আবশ্যক কি—এই প্রশ্ন হিন্দুর মনে স্বতই উদ্ভূত হইতে পারে। ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, অধঃপতিত ভারত-ভূমে এরূপ সমাজের নিতান্তই প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং সেই অভাব পূরণার্থই ইহার আবির্ভাব। ইহা ক্ষুদ্র মানবের কার্য্য নহে। ইহার পশ্চাতে মহাসাধনার হস্ত নিশ্চয়ই আছে। নতুবা ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে, যে এক জন খৃষ্ট-শিষ্য, উদাসীনের বেশে স্থবির দশায়, পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আসিয়া আর্য্য সন্তানের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া তাহার লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্দীপন করিবার চেষ্টা করিবেন?

থিওসফির আবির্ভাব-সম্বন্ধে কর্ণেল অলকটের নিজ মুখব্যক্ত পূর্ব্ববৃত্তান্ত এইরূপ। ইহাই থিওসফির ইতিহাস। জ্বলন্ত অক্ষরে ইহা ধর্ম্মজগতের বক্ষে লিখিত রহিয়াছে।

১৮৭৪খৃঃ অব্দে আমার সহিত মাদাম ব্লাভাটস্কির প্রথম সাক্ষাৎ হয়। আমি প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর ধরিয়া মনোবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছিলাম। বাল্যকাল হইতে, মানব-প্রকৃতির গুপ্ত রহস্য উদ্ভেদ সাধনার্থ আমি কৌতূহলপরবশ ছিলাম, এবং অন্য কোন তত্ত্বই আমার এতদূর মানসিক আবেগ উত্থিত করিতে পারে নাই। যেখানে এই তত্ত্বের আলোক দেখিতে পাইতাম সেই দিকেই প্রধাবিত হইতাম। মানবের ঐহিক তত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত আমি কিছু কাল রসায়ন, শরীরতত্ত্ব প্রভৃতি অধ্যয়ন করি। এবং মন ও চিন্তার প্রকৃতি জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নানাবিধ তত্ত্ব আলোচনা করি। বাল্যকাল হইতে আমার মনের গতি এইরূপ ছিল; এবং স্বদেশার্পিত গুরুভার কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিলেও কেবলমাত্র সাংসারিক বা পার্থিব কার্য্যে আমার চিত্ত কখনই একেবারে নিমগ্ন হয় নাই।

পূর্ব্বোক্ত বৎসরে উইলিয়ম এডি নামক জনৈক অশিক্ষিত কৃষকের ভবনে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেই ব্যক্তি ঐ সময়ে ভৌতিক ব্যাপারের কার্য্যের মধ্যবর্ত্তী (medium) হইয়া যে সমস্ত প্রক্রিয়া ও কার্য্য করিয়াছিল আমি তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছিলাম। প্রায় তিন মাসের মধ্যে ৫০০ ভৌতিক দৃশ্য দেখিতে পাই; আমার বিবেচনায় ঐ সমস্ত প্রক্রিয়ায় কোনরূপ প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা ছিল না। এই সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া আমি নিউইয়র্ক নগরের কোন দৈনিক সংবাদ পত্রে প্রকাশ করি। মাদাম

ব্লাভাটস্কির সহিত আমার এই স্থলে পরিচয় হয় এবং রুচির সমতা বশতঃ আমাদের উভয়ের পরিচয় ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। ভারতীয় মহাত্মাগণ তাঁহাদের চেলাগণ অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত ও অভিজ্ঞ, আবার আমি যে সকল ব্যক্তির নিকট হইতে মানব প্রকৃতির রহস্য-সন্ধানের আশা করিয়াছিলাম তাহাদিগের অপেক্ষা সেই চেলাগণ অনেকাংশে উন্নত এবং অভিজ্ঞ, মাদাম ব্লাভাটস্কির সহিত কথোপকথনে আমি ইহা অবগত হই। ক্রমে ক্রমে উক্ত মহোদয়া আমার সার গ্রহণের সামর্থ্য অনুসারে আমার নিকট তাঁহার সত্য ভাণ্ডারের জ্যোতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদ্দ্বারা আমার মায়া এবং মোহজনিত সংস্কারসমূহ ক্রমশঃ অপনীত হইতে লাগিল। এই সঙ্গে সঙ্গে যে সকল অলৌকিক অদৃশ্য গুরুগণ, মহোদয়া ব্লাভাটস্কিকে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাঁহাদিগের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হইতে লাগিল, ও তাঁহাদের সহিত সহবাসের নিমিত্ত আমার নিরতিশয় ব্যগ্রতা জন্মিতে লাগিল। ভাবিলাম যদি দুরদৃষ্টবশতঃ তাহাতে বঞ্চিত হই তবে যে দেশ সেই মহাপুরুষগণের অবস্থিতি দ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়া রহিয়াছে এবং যে দেশের অধিবাসিগণ সেই সকল জগদারাধ্য মহোদয়ের বিশুদ্ধ অবস্থিতিতে ধন্য হইয়াছে, সেই দেশে যাইয়া জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিব।

অবশেষে আমার সৌভাগ্য পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল। এতদিনে আমার শুভগ্রহের উদয় হইল। অন্তরাত্মা ব্যাকুল

হইয়া যাহা অন্বেষণ করিতেছিল, মন প্রাণ ব্যগ্রভাবে যাহার জন্য লালায়িত হইয়াছিল সৌভাগ্যক্রমে এতদিন পরে তাহারই সহিত সম্মিলন সংঘটিত হইল। নিউ-ইয়র্কস্থ গৃহে বসিয়া আছি, এমন সময়ে সেই জগৎ-গুরু মহাত্মাগণের জনৈক, মায়াবীরূপে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন।

পাছে স্বপ্নের মোহে অভিভূত হইয়া আত্ম-বঞ্চিত হইয়াছি, এই ভ্রমে পতিত হই, এই নিমিত্ত সেই মহাত্মার নিকট প্রসাদ স্বরূপ কিছু চিহ্ন যাচ্ঞা করিলাম। মহাত্মা কৃপা করিয়া একটী শিরস্ত্রাণ প্রদান করিয়া অন্তর্ধান হইলেন। তাঁহার প্রদত্ত সেই উষ্ণীষ অদ্যাপি আমার নিকট রহিয়াছে। তাহাতে একটী বিচিত্র স্বাক্ষর চিহ্ন অঙ্কিত আছে। যে স্বাক্ষর সম্বলিত লিপি তিনি আমা-দিগকে সর্ব্বদা প্রেরণ করেন সেই স্বাক্ষর অবিকল তাহারই অনুরূপ।

তাঁহার কথা বার্ত্তায় আমার মানস, পর্ব্বত, নদী, সমুদ্রের বাধা অতিক্রম করিয়া আর্য্যভূমের নিমিত্ত প্রধাবিত হইল। সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমার হৃদয়ে একটী মহৎ উদ্দেশ্য জাগরিত রহিয়াছে, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনই আমার সমুদয় অনুশীলন ও জীবনের সার। সে উদ্দেশ্য একমাত্র আর্য্য-জ্ঞান লাভ এবং সেই অমূল্য জ্ঞানের বিকাশ সাধন।

এই ক্ষণ হইতে আমি সময় স্রোতের প্রতি লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমে দিন মাস বৎসর গত হইল।

তত্ত্ব-বিদ্যা।

অবশেষে কামনা পূর্ণ হইল। বাসনার বিষয়ীভূত ধন, লাভ করিলাম।

১৮৭৫ সালের নভেম্বর মাসে "Theosophical Society" (তত্ত্ববোধনী সভা) সংস্থাপন করিলাম; কিছু দিবসের মধ্যে নিজ সাংসারিক কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া, বন্ধুবান্ধবের নিকট হইতে চিরদিনের নিমিত্ত বিদায় হইয়া জগৎপূজ্য এই ভারতের পুণ্য ভূমিতে আসিবার জন্য যাত্রা করিলাম।"

এইরূপে থিওসফির আবির্ভাব। ইহাই থিওসফির সংক্ষিপ্ত আদি ইতিহাস। দিন দিন ইহার যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি তাহাতে কোন্ দূরদর্শী ব্যক্তি না আশা করিবেন যে, ইহাই একদিন ধর্ম্ম ও জ্ঞান-জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিবে?

পক্ষান্তরে থিওসফির উদ্দেশ্যসমূহ কিরূপ বিশ্বব্যাপী ও সর্ব্বজনীন, একবার ভাবিয়া দেখুন।

ইহার প্রথম উদ্দেশ্য;—জাতি, বর্ণ, ও ধর্ম্মের বৈষম্য বিদূরিত করিয়া মানবসমাজে ভ্রাতৃ-ভাব সংস্থাপন।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য;—আর্য্য ও অপর প্রাচ্য ভাষা, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের আলোচনার উৎকর্ষ সাধন।

তৃতীয় উদ্দেশ্য;—মানবের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তি ও গুপ্ত প্রাকৃতিক রহস্যের তত্ত্বান্বেষণ।

এই সমুদয় মহৎ উদ্দেশ্য সুচারুরূপে সংসাধনের নিমিত্ত, প্রত্যেক সহৃদয়, প্রত্যেক দার্শনিক, প্রত্যেক ভারতহিতৈষীর সাহায্য ও সহানুভূতি থিওসফিকাল সমাজের একান্ত প্রার্থিত। আর যাঁহারা সংসারের শূন্যগর্ভ চাকচিক্য ও

অসার আমোদে বিতৃষ্ণ হইয়া উচ্চতর প্রকৃত জ্ঞান বিকাশের আকাঙ্ক্ষা করেন এবং তৎপ্রাপ্তির আশয়ে সর্ব্ব প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত তাঁহাদিগের সহযোগিতাও ইহার নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

এই সমাজ কোন বিশেষ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত নহে। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-মতাবলম্বী ব্যক্তি ইহার অন্তর্নিবিষ্ট। তবে সমাজভুক্ত সভ্য মাত্রেই, পরস্পরের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যক্তিগত বিশ্বাস লইয়া কেহ কোন রূপ আপত্তি উত্থাপন না করেন, ইহাই সমাজের অভিপ্রেত। যাঁহারা কেবলমাত্র এই সভার সুমহান্ উদার উদ্দেশ্যের হিত-কামনা করেন এবং যাঁহারা প্রাচীন জ্ঞান-ভাণ্ডারের একমাত্র প্রবেশদ্বার, প্রাচ্য দর্শনের সারবত্তা অনুভব করিয়া তাহার অধ্যয়নে আজীবন অতিবাহিত করিতে প্রস্তুত তাঁহারাও এই সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন।

থিওসফি-সমাজভুক্ত হইতে হইলে উক্ত সমাজভুক্ত দুই জন সভ্যের অনুমোদন প্রাপ্তি আবশ্যক। আর প্রত্যেক সভ্যকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে যে সভা কর্ত্তৃক নিরূপিত কতিপয় সাংকেতিক বাক্য এবং নিদর্শনচিহ্ন অপর কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে পারিবে না। (এই রূপ সাংকেতিক বাক্য এবং নিদর্শন চিহ্ন কেবল মাত্র স্বসমাজভুক্ত ব্যক্তি নির্দ্দেশের উপায়ঃ)

স্ত্রী পুরুষ উভয় শ্রেণীস্থ লোক এই সমাজভুক্ত হইতে পারেন। এই সমাজভুক্ত হইতে হইলে ইংরাজি ভাষাজ্ঞান যে অবশ্যলব্ধব্য তাহা নহে।

এপর্য্যন্ত সভ্য জগতের সর্ব্বদেশীয় যে সমস্ত সুবিখ্যাত মহোদয়গণ এই সমাজভুক্ত হইয়া ইহার উন্নতি কামনা করিতেছেন পাঠকের অবগতির নিমিত্ত তাঁহাদিগের নামের তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

পরম-তত্ত্ব।

জগতের অপর সমুদয় তত্ত্ব ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়। যে বিদ্যা বা জ্ঞান আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সন্ধান না পায় তাহা পরমতত্ত্বের বহির্ভূত স্থূল দৈহিক তত্ত্ব মাত্র। সে তত্ত্বে যোগ সাধন বা মোক্ষ লাভ হয় না। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বা আত্মদর্শন জনিত জ্ঞানই মুক্তি লাভের এক মাত্র পন্থা।

এই জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত আত্ম-দর্শন, আত্ম-পরীক্ষা প্রথমতঃ প্রয়োজনীয়। তদ্দ্বারা সমুদয় মায়ামোহ তিরোহিত হইয়া এই জ্ঞান স্বতই উদ্ভূত হইবে যে, এই স্থূল দেহ ব্যতীত মানবের অপর ছয় প্রকার আকার আছে অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ মানবের আকার সপ্ত প্রকার। যথাঃ—

(১)—স্থূল শরীর (The material body)
(২)—লিঙ্গ শরীর, (Astral body)
(৩)—জীব (The life principle)
(৪)—কামরূপ, মায়াবী রূপ (Animal soul)
(৫)—মানস (The physical Intelligence)
(৬)—বুদ্ধি (The spiritual Intelligence)
(৭)—আত্মা (Spirit)

এই সমুদয় সপ্রকাশ অথবা গুপ্ত আকারে মানবের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা ক্রমে ইহাদের বিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। মানবের এই সকল প্রকৃতির সহিত বাহ্য জগতের সম্বন্ধ সংস্থাপন ও সম্মিলনের নিমিত্ত ইহাদের স্ফুরণ আবশ্যক। এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেই মানব, প্রাকৃতিক রহস্য উদ্ভেদ করিতে সক্ষম। কিন্তু ইহার সংসাধন জগতে অতি অল্প লোকের ভাগ্যে এক জীবনে ঘটিয়া থাকে।

বিভাগ দ্বারা মানবের এই সপ্তোপাদানের প্রত্যেকটিকে এক একটি করিয়া প্রদর্শন করা যায় না। তবে ইহাদের সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা প্রাপ্তির নিমিত্ত এই জ্ঞান আবশ্যক যে, ইহারা প্রকৃতির অন্তর্নিহিত অনন্ত শক্তির বিভিন্ন প্রকার ভেদ মাত্র। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকগণের যুক্তি, তত্ত্ব-বিদ্যার যুক্তি হইতে অধিক পৃথক নহে। যে হার্বার্টস্পেনসার বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকগণের শিরোভূষণ, তাঁহার মত, এই নির্দ্দেশের বিভিন্ন আকৃতি মাত্র। স্পেনসার নির্দ্দেশ করেন যে, শক্তিই সকলের মূলাধার। জড় এবং জড়ের গতি এই শক্তির প্রকার ভেদ মাত্র ; স্থান এবং কাল এই অনন্ত শক্তির অবস্থা ভেদ মাত্র (Matter and motion as we know them, are differently conditioned manifestations of Force. Space and Jime, as we know them, are disclosed along with these different manifestations of Force as the conditions under which

they are presented. *First Principle*) আবার পণ্ডিত প্রবর ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদ (theory of evolution) তত্ত্ব-বিদ্যার পক্ষপাতী। বিবর্ত্তনবাদের নির্দ্দেশ এই যে, জীবজগৎ ক্রমিক বিবর্ত্তন দ্বারা উন্নতি লাভ করিয়া চরমে এই মানব-আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। তত্ত্ব বিদ্যা যে বিবর্ত্তন-বাদের কেবল মাত্র এই একদেশ-দর্শী ভাব স্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত, তাহা নহে—কিন্তু দৈহিক বিবর্ত্তন ব্যতীত জীবের আধ্যাত্মিক বিবর্ত্তনও ইহার প্রধান নির্দ্ধারিত স্বীকার্য্য। তত্ত্ব বিদ্যা স্বীকার করে যে, আত্মার বাস্তব অংশ (material portion) ব্যতীত অপর চিদংশ (spiritual portion) অক্ষয় ও অমর। ইহা নানা দেহে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ও তাহা হইতে স্বীয় স্বীয় প্রাকৃতিক জ্ঞান লাভ ও কর্ম্ম অনুসারে উন্নতি সাধন করে। জগতে মানবের বিবর্ত্তন সম্বন্ধে তত্ত্ব বিদ্যার যুক্তি, বরং বর্ত্তমান বিবর্ত্তন-বাদের যুক্তি অপেক্ষাও অধিক ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

কেবল মাত্র এই পৃথিবীর কার্য্য-শক্তি দ্বারা মানবের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই। মানবের বিবর্ত্তনের নিমিত্ত অপর অনেক ভৌতিক ও জড় জগতের কার্য্যের আবশ্যক হইয়াছে। ইহ জীবনের পরে অনন্ত নরক বা অনন্ত স্বর্গের নির্দ্দেশও সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। মানব এই জীবনে, পূর্ব্ব প্রারম্ভ ব্যতীত, দৈবাৎ জন্মগ্রহণ করিয়া কেবল ৫০।৬০ বৎসর মাত্র কার্য্য করিয়াই, সেই কার্য্য অনুসারে চিরনরক বা চির-স্বর্গ ভোগ করিবে, ইহা অপেক্ষা মানব-আত্মা সম্বন্ধে অন্য কোন ভ্রমাত্মক নির্দ্দেশ আছে কি না বলা যায়

না। ইহা অপেক্ষা বরং জড়ের ন্যায় "মানবের" ধ্বংস কথঞ্চিৎ যুক্তিসঙ্গত নির্দ্দেশ হইলেও হইতে পারে।

এই পৃথিবীর জীবনী এবং বিবর্ত্তনী শক্তি (যাহা কেবল মাত্র নির্জীব জড় জগতের কার্য্য নহে) অপর গ্রহের জীবনী ও বিবর্ত্তনী শক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট। এই সমস্ত শক্তিরই মূল সেই অনন্ত শক্তি। সুতরাং মানব যখন এই শক্তিসমূহের সংঘর্ষণ সমুদ্ভূত তখন মানবও সেই অনন্ত শক্তির রূপান্তর মাত্র। ইহা ক্রমে প্রতীত হইবে।

প্রথমতঃ মানবের স্থূল দেহতত্ত্ব বিচার করিয়া দেখুন। এই দেহ, আর্য্য ঋষিগণের আধ্যাত্মিক মতে, পঞ্চ উপাদানে নির্ম্মিত, যথা;—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম। ইহাদের মধ্যে মহাকালের ন্যায় ব্যোম (আকাশ) অনন্ত-ব্যাপী অসীম। যদিও স্থূল দৃষ্টিতে আকাশ পদার্থ নহে, কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে, উহা অনন্ত শক্তির এবং সেই শক্তি-জনিত কার্য্যের আধার, সুতরাং মানব-দেহেরও আধার। আকাশের প্রকৃতি অনুসারে উহা যেমন সর্ব্বত্রই বিরাজিত সেইরূপ মানবেও বিরাজিত। এক্ষণে আকাশের স্বরূপ আরও একটু বিশদরূপে বুঝা আবশ্যক। আধুনিক অনেক বিজ্ঞানবিৎগণের ধারণা এই যে শূন্যই আকাশ—অর্থাৎ আকাশ কিছুই নহে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আকাশ, শক্তির নির্গুণ (negative) আকৃতি। উহা যে একবারে কিছুই নহে, ইহা স্থূল দৃষ্টির ভ্রান্ত ধারণা। এই দৈহিক মায়াজনিত ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হইলে আকাশের স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়, তখন আর উহাকে একেবারে কিছুই নয় বলিয়া

অগ্রাহ্য করা যায় না। তখন উহাকে অনন্ত শক্তির নিগুর্ণ (negative) আকৃতি বলিয়া বিশ্বাস জন্মিবে এবং উহাকে জীব দেহের উপাদান বলিয়া প্রতীতি হইবে। ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ আদি উপাদান চতুষ্টয়ের বস্তুত্ব সম্বন্ধে কোন রূপ মতভেদ নাই। সুতরাং উহাদের সমধিক আলোচনা অনাবশ্যক।

অতঃপর এই পঞ্চ উপাদান নির্ম্মিত দেহকে, আপনা (আত্মা) হইতে পৃথক ভাবিতে হইবে। এই চিন্তনের নিমিত্ত যোগ বলের বা অপর কোন উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন নাই। সাধারণ মনোবিজ্ঞানের স্থূল নিয়ম জ্ঞান ও কিয়ৎ পরিমাণ চিন্তা শক্তি থাকিলেই এই দেহ হইতে আত্মার বিচ্ছেদ ভাব, ধারণা করিতে পারা যাইবে। এবং সেই ভাব জন্মিলে জড় দেহের, সহিত জড় প্রকৃতির অন্বয়-সম্ভূত মানসিক গুণগুলির তত্ত্ব অবধারিত হইবে। তখন বুঝা যাইবে যে, মানস সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ ভ্রম-সঙ্কুল। লক্ হইতে বেইন পর্য্যন্ত সকল দার্শনিক মনকে অনুভূতি শক্তি (power of perception) বা অনুভূতির আধার বলেন, তাঁহাদের মতে মানস হইতে আত্মার আর কোন রূপ পৃথক সত্ত্বা নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মানস, নিগুর্ণ আত্মা হইতে বিভিন্ন, উহা দৈহিক শক্তি-সমূহের একত্র সমাবেশ জনিত ফল। ঐ শক্তিসমূহের সবিশেষ আলোচনায় এই সত্যের সারবত্তাই উপলব্ধ হইবে।

যেরূপ চুম্বকাকর্ষণ, কৈশিকার্ষণ, প্রভৃতি কার্য্য জড় জগতের আকর্ষণ গুণ, সেই রূপ কাম, স্নেহ, আত্ম-প্রেম

প্রভৃতি গুণ, বহির্জগতের প্রতি বিশেষ বিশেষ মানসিক আকর্ষণ মাত্র। আবার জড় দেহের বিশ্লেষণ শক্তির ন্যায়, ভয় ক্রোধ প্রভৃতি মানসিক গুণ সমূহ, মনের বিশ্লেষণ গুণ।

ক্রমাভিব্যক্তি (theory of evolution) মতে, কামকে লিঙ্গনির্ব্বাচনী শক্তি (Sexual selection) বলিয়া নির্দ্দেশ করে। তত্ত্ববিদ্যাকে এ যুক্তির গুরুত্ব স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ অপত্যস্নেহ বা সহবাস-জনিত স্নেহ বাহ্য জগতের প্রতি মনের আকর্ষণীশক্তি বিশেষ। যখন সন্তানের প্রতি জনক জননীর অথবা আত্মীয়বর্গের, বা প্রতি-বাসীর প্রতি আত্মীয়বর্গের এবং প্রতিবেশীর চিত্ত প্রধাবিত হয়, তখন এই মানসিক কার্য্যে আকর্ষণীশক্তি বিশদরূপে পরিলক্ষিত হয়। আবার নিজের প্রতি মনের আবেগ ও তজ্জনিত ঔৎসুক্য, এইরূপ মানসিক আকর্ষণ মাত্র। এই সকল মানসিক আকর্ষণী শক্তির কার্য্যে আধ্যাত্মিক কোন গুণ প্রকাশিত হয় না। ইহারা জড়জগতের কার্য্যপ্রণালী হইতে কিছু উন্নতশ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট।

সংক্ষেপে মানসিক শক্তির যে ব্যাখ্যান করা হইল তদ্দ্বারা উপলব্ধি হইবে যে স্থূলশরীরের ন্যায়, মানস ও আত্মা হইতে পৃথক। এইরূপ লিঙ্গশরীর, জীব, কাম-রূপ এবং বুদ্ধি প্রভৃতি মানবীয় গুণ বা স্বরূপতত্ত্ব, সেই আত্মা হইতে পৃথক। পূর্ব্ব কথিত স্বরূপের মধ্যে (১) স্থূলশরীর, (২) কামরূপ বা মায়াবীরূপ এবং (৩) আত্মার সমাবেশে মানবের ত্রয়ত্ব। এই ত্রয়ত্বের মধ্যবর্ত্তী স্বরূপ,

অর্থাৎ মায়াবী রূপের অনুসন্ধান ও নির্দ্দেশ, তত্ত্ব-বিদ্যার মহৎ উদ্দেশ্য। এই স্বরূপের লক্ষণ ক্রমে সবিশেষ বিবৃত হইবে। এক্ষণে লিঙ্গশরীর, জীব এবং বুদ্ধি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করা আবশ্যক।

আত্মার সূক্ষ্ম দেহের নাম লিঙ্গশরীর। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে চিদংশ ব্যতীত আত্মার বাস্তব অংশ (material portion) আছে। এই বাস্তব অংশ ডিম্বের আচ্ছাদনীর ন্যায় চিদাত্মাকে দৈহিক শরীর মধ্যে পরিবেষ্টন করিয়া থাকে। দেহের ন্যায় বিনাশ কালে উহাও ভৌতিক জগতে বিলীন হইয়া যায়। ইহাকে আবার জড়দেহের মৌলিক আকৃতি বলা যাইতে পারে। সাধারণের যে প্রেত-দর্শন সংঘটিত হয় তাহা এই শরীরের আবির্ভাব জনিত। ভৌতিক অবস্থায় এই শরীরের আবির্ভাব প্রয়োজন। কিন্তু এই শরীর স্থূল দেহ হইতে বহির্গত হইয়া শারিরীক অবস্থার ব্যতিক্রম বশতঃ তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। জীব (জীবাত্মা) বস্তু নহে, শক্তির রূপ-ভেদ মাত্র। উহা জড়ের সহিত অন্বিত হইয়া জড়দেহে জীবনী শক্তির উদ্ভব করে। যথাকালে এই শক্তির আবির্ভাব না হইলে প্রসূতীর গর্ভস্থ বীর্য্য, জীবন্ত ভাব পাইতে পারে না। ফলতঃ উহা আবার জড় বস্তুর গুণ নহে। স্থূল দৃষ্টিতে উহাকে জড় শক্তির বিভিন্ন আকার (matter in its aspect as force) বলিয়া বোধ হয়। উল্লিখিত মানবের তিন প্রকার আকৃতি যথা স্থূল দেহ, লিঙ্গশরীর এবং জীব (নশ্বর), এবং নশ্বর পদার্থের ন্যায় উহাদের জন্ম মরণ সংঘটিত হয়।

বুদ্ধি চিদাত্মার বাহক মাত্র। উহা মানবের পূর্ণ বিকাশ অর্থাৎ সপ্তম স্বরূপ প্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্ব্ব দ্বার; একথা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অনুশীলন ব্যতীত সাধারণ বোধের অতীত। সুতরাং এস্থলে অগ্রে তাহার অবতারণা করা আবশ্যক। তজ্জন্য বৈদান্তিক নির্দ্দেশ অবলম্বন করিয়া আত্মজ্ঞানের পন্থা প্রদর্শিত হইল।

বৈদান্তিক মত।

আত্মিক-জ্ঞান-লাভ ও নির্গুণ শক্তির তত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত আর্য্য মহাত্মাগণ যে যে পন্থা ও বিধি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা এইস্থলে ব্যক্ত করা যাইতেছে। অধ্যাত্ম-শক্তির ক্রমোন্নতির জন্য মানবের পর্য্যায়ক্রমে সেই সকল পন্থা ও বিধি অবলম্বন করা আবশ্যক।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রথম সোপান, আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্ রূপে ধারণা করা। আত্ম-চিন্তা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে এই দেহ আত্মার

---

* আত্মদর্শনের নিমিত্ত হিন্দুদর্শনের মধ্যে বৈদান্তিক মত অতি উচ্চ। এস্থলে সংক্ষেপে উহা বিবৃত হইল। বেদান্তসার হইতে সংগৃহীত।

আবরণ বা পরিচ্ছদ মাত্র। আত্মার সহিত এই স্থূল দেহের কোন সম্বন্ধ নাই, দেহের বিনাশে, আত্মার বিনাশ সংঘটিত হয় না। ক্রমে ঐকান্তিক চিন্তা ও আলোচনা দ্বারা এই রূপ ধারণা জন্মিলে তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত পূর্ব্বে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, এবং শ্রদ্ধা প্রভৃতি বৌদ্ধিক গুণ-সমূহের অনুশীলন করিতে হইবে। নিম্নে ইহাদের বেদান্তনির্দ্দিষ্ট লক্ষণ প্রদত্ত হইল।

ঈশ্বর-বিষয়ক শ্রবণ, মনন, এবং নিদিধ্যাসন ব্যতীত বাহ্য বিষয় হইতে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহের নাম, শম। শ্রবণ আদি ভিন্ন বাহ্য জগৎ হইতে বহিরিন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি, দম। তদতিরিক্ত পদার্থ হইতে নিবর্ত্তিত বাহেন্দ্রিয়ের দমন, অথবা বিধি-পূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের পরিত্যাগ, উপরতি। শীত, উষ্ণ-আদি ভৌতিক ক্রিয়ার সহনের নাম তিতিক্ষা। ঈশ্বর-বিষয়ক কীর্ত্তন, শ্রবণ বা সেই রূপ কোন বিষয়ে নিগৃহীত মনের একাগ্রতা, সমাধান। মহাজন-বাক্যে আস্থাদান এবং বিশ্বাস, শ্রদ্ধা। এই আধ্যাত্মিক গুণ সকলের অনুশীলনের উদ্দেশ্য এবং বিষয়, জীব ও ব্রহ্মের একতা এবং সম্বন্ধ সংস্থাপন, যথা—

বিষয়? জীবব্রহ্মৈক্যং শুদ্ধচৈতন্যং প্রমেয়ং, তত্রৈব বেদান্তানাং তাৎপর্য্যাৎ। সম্বন্ধস্তু? তদৈক্যপ্রমেয়স্য তৎ-প্রতিপাদকোপনিষৎ প্রমাণস্য চ বোধ্যবোধকভাব লক্ষণঃ।

প্রয়োজনন্তু? তদৈক্যপ্রমেয়গতা জ্ঞাননিবৃত্তি, তৎ-স্বরূপানন্দাবাপ্তিশ্চ।

বেদান্ত সার।

জীব-চৈতন্য ও ব্রহ্ম-চৈতন্যের ঐক্যরূপ শুদ্ধ-চৈতন্য প্রমেয়ই, বিষয়। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ প্রমেয়ের সহিত তৎ-প্রতিপাদক উপনিষৎ প্রমাণের বোধ্যবোধক ভাবই, সম্বন্ধ। ঐক্যপ্রমেয়-বিষয়ক অজ্ঞান, নিবৃত্তি; এবং তৎফলস্বরূপ আনন্দ-প্রাপ্তি, প্রয়োজন। এতদ্বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ যথা,—আত্মজ্ঞানী শোক হইতে পরিত্রাণ পান, যিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন তিনি ব্রহ্মই হয়েন।

জ্ঞান এবং অজ্ঞানের লক্ষণ এইরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। রজ্জু কখনই সর্প নহে, কিন্তু যেমন তাহাতে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, সেই রূপ বস্তুতে, অবস্তুর ভ্রম রূপ যে অজ্ঞান তাহার নাম অধ্যারোপ।

নিত্য, জ্ঞান, আনন্দ-স্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই, বস্তু। অপর অজ্ঞানাদি সমুদয় জড় পদার্থ, অবস্তু।

সৎ বা অসৎ হইতে ভিন্ন, সত্ত্ব, রজঃ, তম, এই ত্রিগুণময়, জ্ঞানের বিরোধী ভাবরূপ কোন পদার্থ, অজ্ঞান। এ সম্বন্ধে অনুভব প্রমাণ যথা "আমি অজ্ঞ, আমাকে আমি জানি না"। আর শ্রুতির প্রমাণ যথা "দীপ্তিমান্ আত্মার শক্তি প্রকৃতি, সত্ত্বাদি স্বীয় গুণ দ্বারা 'বেষ্টিত":—

অহমজ্ঞইত্যাদ্যনুভবাৎ, দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিত্যাদিশ্রুতেশ্চ"।

এইরূপ ভেদাভেদ জনিত অজ্ঞানকে সমষ্টি অভিপ্রায়ে এক এবং ব্যষ্টি অভিপ্রায়ে অনেক, এইরূপ ব্যবহার করা যায়, যেমন বৃক্ষ সকলের সমষ্টি অভিপ্রায়ে অরণ্যকে এক বলা যায়। অথবা যেরূপ জলকণা সমূহের সমষ্টি অভিপ্রায়ে

জলাশয়কে এক কহা যায়, সেইরূপ নানাভাবে বিরাজিত জীব সকলের অজ্ঞানকে, সমষ্টি অভিপ্রায়ে এক বলা যায়। এ সম্বন্ধে শ্রুতি প্রমাণ যথাঃ—"জন্মরহিত, সত্ত্ব, রজঃ, তমগুণময়, একই অজ্ঞান"। এই অজ্ঞান-সমষ্টিতে উপহিত-চৈতন্যকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা ইত্যাদি গুণ-বিশিষ্ট অব্যক্ত, অন্তর্যামী, জগৎকারণ, এবং ঈশ্বর এই সকল শব্দের দ্বারাই নির্দ্দেশ করা যায়। সকল অজ্ঞানের প্রকাশক বশতঃ তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

ঈশ্বরের উপাধি-রূপ এই অজ্ঞান সমষ্টি অখিল প্রপঞ্চের হেতু বলিয়া, কারণ শরীর; আনন্দ-প্রচুর ও কোশের ন্যায় আচ্ছাদকস্বরূপ বলিয়া, আনন্দময় কোশ, এবং সকল ইন্দ্রিয়াদির উপরম স্থান হেতু, সুষুপ্তি। অতএব ঐ অজ্ঞান-সমষ্টি কি স্থূল কি সূক্ষ্ম, প্রপঞ্চ মাত্রেরই লয় স্থান বলিয়া অভিহিত।

প্রত্যেক ও সমুদয় জীবব্যাপী নিবন্ধন, মায়া ব্যষ্টি এবং সমষ্টি শব্দে অভিহিত। এই অজ্ঞানের ব্যষ্টি, অপকৃষ্ট উপাধি সুতরাং তমোমিশ্রিত সত্ত্ব প্রধান। এই ব্যষ্টি অজ্ঞান দ্বারা উপহিত চৈতন্যকে অল্পজ্ঞত্ব অনীশ্বরত্বাদি গুণবিশিষ্ট প্রাজ্ঞ কহা যায়। তিনি পৃথক্ পৃথক্ ব্যষ্টি অজ্ঞানের অবভাসক বলিয়া প্রাজ্ঞ, এবং শমল, সত্ত্ব প্রধান, অস্পষ্ট উপাধিক দ্বারা উপহিত বলিয়া অনতিপ্রকাশক।

এই ব্যষ্টি অজ্ঞানকে, অহঙ্কারাদির কারণ বশতঃ, কারণ শরীর, আনন্দ প্রচুর হেতু ও কোশের ন্যায় আচ্ছাদক নিবন্ধন আনন্দময় কোশ, ইন্দ্রিয়াদি সকলের উপরম স্থান হেতু সুষুপ্তি, অতএব স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের লয়স্থান কহা যায়।

সেই সুযুপ্তি কালে এই ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ উভয়ে চৈতন্য সম্ভূত অতি সূক্ষ্ম অজ্ঞান বৃত্তি দ্বারা আনন্দ অনুভব করেন। এবিষয়ে প্রমাণ যথা—"চৈতন্যের প্রকাশ দ্বারা আনন্দের ভোক্তা প্রাজ্ঞ"——"আনন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞঃ"। আর পরামর্শ প্রমাণ যথা—"আমি সুখে শয়ান ছিলাম মাত্র, তৎকালে কিছুই জানি নাই।' যেমন বৃক্ষের সমষ্টি বনের সহিত, বনের ব্যষ্টি বৃক্ষের অভেদ, এবং জলের সমষ্টি জলাশয়ের সহিত, জলাশয়ের ব্যষ্টি জল অভিন্ন, সেইরূপ এই অজ্ঞান সমষ্টি হইতে অজ্ঞান ব্যষ্টি ভিন্ন নহে।

এই অজ্ঞান সমষ্টিরূপ উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্য যে ঈশ্বর, তাহার সহিত ব্যষ্টি অজ্ঞান দ্বারা উপহিত চৈতন্য প্রাজ্ঞ ব্যতীত অপর কিছুই নহে; যেমন বৃক্ষসমষ্টিরূপ বনস্থ আকাশের সহিত বন-ব্যষ্টি বৃক্ষস্থিত আকাশের প্রভেদ নাই।

বন বা তত্রস্থ আকাশ এবং বৃক্ষ বা তদন্তর্বর্ত্তী আকাশ এবং জলাশয় বা তদগত প্রতিবিম্বস্থ আকাশাদির আশ্রয়স্বরূপ অনুপহিত মহাকাশের ন্যায় এই সমষ্টি, ব্যষ্টি-অজ্ঞান ও তদুপহিত চৈতন্য সমূহের আধারভূত যে অনুপহিত চৈতন্য, তাহাকে ব্রহ্ম-চৈতন্য বলা যায়। এতদ্বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ যথা,—"মঙ্গল স্বরূপ অদ্বিতীয় চৈতন্যকে চতুর্থ বলিয়া স্বীকার করি; তিনি আত্মা, তিনিই বিজ্ঞেয়ঃ—

"শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে"

যেরূপ অগ্নি, উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড হইতে অভিন্ন এবং তাহার লক্ষ্য লৌহপিণ্ড হইতে ভিন্ন বলা যায়, সেইরূপ এই সমষ্টি, ব্যষ্টি-অজ্ঞান ও তদুপহিত চৈতন্যের

সহিত অভিন্ন রূপ এই তুরীয় চৈতন্য ' "তত্ত্বমসি " ইত্যাদি মহাবাক্যের বাচ্য। আবরণ ও বিক্ষেপ নামে পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞানের দুই শক্তি আছে। যেমন মানবের দৃষ্টির আচ্ছাদক অল্পস্থান ব্যাপী মেঘমণ্ডলকে, অধিকতর বিস্তীর্ণ সূর্য্যের ও আচ্ছাদন বলা যায়, সেইরূপ অবিবেকী মনুষ্যের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানাচ্ছাদক হইলেও তাহার ঐ অজ্ঞানতাকে সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মেরও আচ্ছাদক আবরণ শক্তি বলিতে হইবে। এ সম্বন্ধে প্রমাণ যথা "যেমন অবিবেকী ব্যক্তি স্বয়ং মেঘাবৃত-নয়ন হইয়া বলে যে সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অপ্রকাশ রহিয়াছে, সেইরূপ মূঢ় ব্যক্তির দৃষ্টিতে যিনি বদ্ধরূপে (ক্ষণে) প্রকাশ পান, সেই নিত্য-জ্ঞান স্বরূপ আত্মা আমি"। এক্ষণে আত্ম-দর্শনের নিমিত্ত এই বাক্যটীর আরও পরিস্ফুটন আবশ্যক। সংসার মোহে আবদ্ধ মন, নিজ আত্মার বিষয় অতি অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া থাকে। আপনার স্বরূপ কি, আপনি দেহের কোন স্থানে কিরূপে বিদ্যমান আছি এই সকল গবেষণার অপর নাম আত্ম-সন্ধান। কিন্তু আত্মদর্শনের এবং আত্ম-সন্ধানের নিমিত্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় এই আধ্যাত্মিক গবেষণা সাংসারিক লোকের প্রায় ঘটিয়া উঠে না, এই নিমিত্ত পুনরায় উল্লিখিত হইতেছে যে যাঁহারা আধ্যা-ত্মিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের সর্ব্ব প্রথমে অনন্যমনে এই আত্মিক গবেষণার আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

যেমন ভ্রান্তিবশতঃ রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইতে পারে সেই রূপ আবরণ শক্তি কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত আত্মার স্বরূপ জ্ঞান

না হইয়া তাহার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব এবং সুখ দুঃখ মোহাত্মক প্রপঞ্চে সংসারিত্ব সংঘটিত হইতেছে। যেমন রজ্জু বিষয়ক মোহ, নিজ শক্তির দ্বারা রজ্জুতে সর্পের ভাব দেখায়, সেই রূপ অজ্ঞানাবৃত আত্মাতে যে শক্তির দ্বারা আকাশাদি প্রপঞ্চ ভ্রম উৎপাদন করে সেই শক্তি বিক্ষেপ শক্তি।

এইরূপে চৈতন্যের বিমল এবং সমল উভয় প্রকৃতির সংমিলনের তত্ত্ব পর্য্যালোচনায়, জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে তত্ত্ব বিদ্যার নির্দ্দেশ এইরূপ। ঊর্ণনাভ যেমন নিজেই স্বীয় কার্য্য—তন্তুর মুখ্য কারণ। উক্ত শক্তিদ্বয় বিশিষ্ট অজ্ঞান দ্বারা আবৃত চৈতন্য ও নিজে প্রধানতঃ প্রপঞ্চের হেতু এবং তাহার উপাধি (বা নাম) রূপ অজ্ঞান, প্রধানতঃ উপাদানের হেতু। তম প্রধান উক্ত বিক্ষেপ শক্তি বিশিষ্ট অজ্ঞান দ্বারা আবৃত চৈতন্য হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী ক্রমাভি-ব্যক্ত হইয়াছে। সেই আকাশাদি উপাদানে যখন জড়তার আধিক্য হয়, তখনই তাহারা তমপ্রধান হইয়া উঠে। এই জড়তা কারণের তারতম্য অনুসারে ঐ সকল উপাদান সত্ত্বরজস্তমগুণাত্মক হয়। এবং অবস্থানুসারে আকাশাদিকে সূক্ষ্মভূত, মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, এবং অপঞ্চী-কৃত, কহা যায়। এই সমুদয় সূক্ষ্মভূত হইতে আবার সূক্ষ্ম শরীর ও ক্রমে স্থূলভূত সকল উৎপন্ন হয়।

সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গশরীরের নাম সূক্ষ্ম শরীর। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, বুদ্ধি এবং মন লইয়া উক্ত সপ্তদশ অবয়ব। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, এবং

ঘ্রাণ লইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ। এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় পৃথক্ পৃথক্ আকাশের সাত্ত্বিক অংশ হইতে উৎপন্ন হয়, যথা আকাশের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সত্ত্বাংশ হইতে ত্বক্, তেজের সত্ত্বাংশ হইতে চক্ষু, জলের সত্ত্বাংশ হইতে জিহ্বা, এবং পৃথিবীর সত্ত্বাংশ হইতে ঘ্রাণ উৎপন্ন। নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তি, বুদ্ধি। সংকল্প, বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তি, মন; চিত্ত ও অহঙ্কার এ উভয়ই বুদ্ধি ও মনের অন্তর্গত দুই বৃত্তি মাত্র। অনুসন্ধানাত্মক অন্তকরণ বৃত্তি চিত্ত এবং অভিমানাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি, অহঙ্কার। মন ও বুদ্ধি মিশ্রিত আকাশাদি পঞ্চ ভূতের সাত্ত্বিক অংশ হইতে উৎপন্ন। এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বুদ্ধি এবং মন, প্রকাশ স্বভাবপ্রযুক্ত সাত্ত্বিক অংশের কার্য্য। জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের সহিত মিলিত উক্ত বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময় কোশ বলা যায়। কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, সুখিত্ব, দুঃখিত্ব আদি অভিমানবিশিষ্ট, ইহ-লোক ও পরলোকগামী বিজ্ঞানময় কোশই ব্যবহারিক জীব শব্দে উক্ত হয়। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত মনকে মনোময় কোশ কহা যায়। বাক্, পাণি পাদ, পায়ু এবং উপস্থ লইয়া পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়। এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পৃথক্ পৃথক্ আকশাদির রজঃ অংশ হইতে উৎপন্ন হয়। যথা, আকাশের রজঃ অংশ হইতে বাক্য, বায়ুর রজঃ অংশ হইতে পাণি, তেজের রজঃ অংশ হইতে পাদ, জলের রজঃ অংশ হইতে পায়ু এবং পৃথিবীর রজঃ অংশ হইতে উপস্থ।

প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান এবং সমান——পঞ্চবায়ুর নাম। উর্দ্ধে গমনশীল নাসাগ্রস্থায়ী বায়ু, প্রাণ। অধোগমন-

শার্গী আদি স্থানে অবস্থিত বায়ু, অপান। সর্ব্ব নাড়ীতে গমনশীল সমস্ত শরীরস্থায়ী বায়ু, ব্যান। ঊর্দ্ধ-গমনশীল কণ্ঠ-স্থায়ী উৎক্রমণ বায়ু, উদান। ভুক্ত পীত অন্ন জলাদির সমীকরণকারী বায়ু, সমান। পরিপাক করণ অর্থাৎ রস, রুধির শুক্র পুরীষাদীকরণই সমীকরণ।

সাংখ্য মতাবলম্বী আচার্য্যেরা কহেন যে নাগ, কূকর, দেবদত্ত, এবং ধনঞ্জয় নামক আরও পঞ্চ বায়ু আছে। উদ্গীরণকারী বায়ুর নাম নাগ। চক্ষুরুন্মিলনকারী বায়ু, কর্ম্ম। ক্ষুধাজনক বায়ু কূকর। হাপিকাজনক বায়ু, দেবদত্ত। এবং পুষ্টিকারক বয়ুর নাম ধনঞ্জয়। কিন্তু বৈদান্তিক আচার্য্যগণের মতে এই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু নাগাদি পঞ্চ বায়ুর অন্তর্নিবিষ্ট।

এই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু মিশ্রিত আকাশাদি পঞ্চভূতের রজঃ অংশ হইতে উৎপন্ন হয়। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিশ্রিত এই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু প্রাণময় কোশ নামে কথিত। গমনাগমনাদি ক্রিয়া স্বভাব প্রযুক্ত এই প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুকে রজঃ অংশের কার্য্য কহা যায়। এই পঞ্চ কোশের মধ্যে জ্ঞান শক্তিবিশিষ্ট বিজ্ঞানময় কোশ, কর্ত্তা স্বরূপ। ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট মনোময় কোশ, করণরূপ। ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট প্রাণময় কোশ, কার্য্যরূপ। এই কোশত্রয়ের যথাযোগ্য এইরূপ বিভাগ বর্ণিত হইয়াছে। সম্মিলিত এই কোশত্রয়কে সূক্ষ্ম-শরীর কহা যায়। এই সূক্ষ্ম শরীর সমষ্টিরূপ উপাধি দ্বারা উপহিত চৈতন্যকে সূত্রাত্মা, হিরণ্যগর্ভ, বা প্রাণ (vitality) বলা যায়। যে হেতু তিনি সূত্রের ন্যায় সর্ব্ব বস্তুতে

অনুস্যূত এবং জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া, শক্তিবিশিষ্ট অপঞ্চীকৃত, পঞ্চ মহাভূতাভিমানী; হিরণ্যগর্ভের উপাধিরূপ এই সূক্ষ্ম-শরীর সমষ্টিকে, স্থূল প্রপঞ্চ অপেক্ষা সূক্ষ্ম হেতু সূক্ষ্মশরীর ও কোশত্রয় বলা যায়, এবং জাগ্রত বাসনাত্মক হেতু স্বপ্ন ও স্থূল প্রপঞ্চের লয়স্থানও কহা যায়। এই সূক্ষ্মশরীর ব্যষ্টি রূপ উপাধি দ্বারা উপহিত চৈতন্য তৈজস শব্দে বাচ্য। যেহেতু তাহার নাম তেজোময় অন্তঃকরণ। তৈজসের উপাধিরূপ ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীরকে স্থূলশরীর অপেক্ষা অতি সূক্ষ্মহেতু সূক্ষ্মশরীর বলা যায়। এবং জাগ্রীত্ বাসনাত্মক হেতু স্বপ্ন ও স্থূলশরীরের লয়স্থল কহা যায়। এই হিরণ্যগর্ভ ও তৈজস উভয়ে সুষুপ্তি-কালে সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি দ্বারা সূক্ষ্ম বিষয় অনুভব করেন।

এস্থলেও সূক্ষ্মশরীর সমষ্টি ও তদ্ব্যষ্টি পরস্পর অভিন্ন, এবং তদুপহিত হিরণ্যগর্ভ ও তৈজসেরও পরস্পর অভেদ, যেমন বনে বৃক্ষের অভেদ ও বনাবচ্ছিন্ন আকাশে বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশের ভেদ নাই এবং জলাশয়ে জলের ভেদ নাই ও জলগত প্রতিবিম্বিত আকাশের সহিত জলাশয় গত প্রতি-বিম্বিত আকাশ অভিন্ন।

সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি ও ক্রমাভিব্যক্তি সম্বন্ধে আর্য্য মহাত্মাগণ এইরূপ অভিমত প্রদান করিয়া গিয়াছেন। অতঃপর স্থূল ভূত সম্বন্ধে তাঁহাদের মত সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

পঞ্চীকৃতের নাম স্থূলভূত। এই পঞ্চীকরণ প্রণালী, যথা, আকাশাদি পঞ্চভূতের মধ্যে প্রত্যেক ভূতকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, সেই দশ ভাগের মধ্যে প্রত্যেক

পঞ্চভূতের প্রত্যেক প্রাথমিক পঞ্চ ভাগকে সমান চারি অংশে বিভাগ করিয়া, সেই প্রত্যেক চারি অংশ স্বকীয় দ্বিতীয়ার্দ্ধভাগ পরিত্যাগ করিয়া ইতর চারি অংশে বিভাগ করিয়া সেই প্রত্যেক চারি ভূতের দ্বিতীয়ার্দ্ধ ভাগের সহিত মিশ্রিত করণ।

পঞ্চভূত পঞ্চাত্মকরূপে সমান হইলেও প্রত্যেকটীতে পৃথক্ পৃথক্ আকাশাদি ব্যবহার হয়। এতদ্বিষয়ে ন্যায় প্রমাণ যথা—"বিশেষ হেতু অর্থাৎ স্বীয় স্বীয় অংশের আধিক্য হেতু তন্নাম খ্যাত"।

সেই পঞ্চীকরণ কালে আকাশে শব্দগুণ অভিব্যক্ত হয়, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ; অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ; জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ অভিব্যক্ত হয়। এই সকল পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে, পরস্পর উপর্য্যুপরি সংস্থাপিত ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্গলোক, মহলোক, জনলোক, তপলোক, সত্যলোক, এবং পরস্পর অধোঽধঃ, বিদ্যমান, অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল, পাতাললোক ও ব্রহ্মাণ্ড এবং চতুর্ব্বিধ স্থূল শরীর আর তাহাদিগের ভোগোপযুক্ত অন্নপানাদি সকল উৎপন্ন হইয়াছে। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ এই চারি প্রকার স্থূলশরীর। জরায়ু হইতে জাত মনুষ্য পশু প্রভৃতি জরায়ুজ জীব। অণ্ড হইতে উৎপন্ন পক্ষী সর্পাদি অণ্ডজ জীব। ক্লেদাদি হইতে জনিত যূকমশকাদি, স্বেদজ জীব। এবং ভূমি হইতে উদ্ভূত তৃণ বৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জ জীব।

এই স্থূল শরীর সমষ্টিতে উপহিত চৈতন্য বৈশ্বানর ও বিরাট শব্দে উক্ত হয়েন, যেহেতু তিনিই সর্ব্বদেহাভিমানী ও বিবিধ প্রকারে বিরাজমান। এই সমষ্টি, স্থূল শরীর ও অন্নের বিকার হেতু অন্নময় কোশ এবং স্থূল ভোগের আয়তন হেতু জাগ্রৎ শব্দের বাচ্য। এই স্থূল শরীর ব্যষ্টিতে উপহিত চৈতন্যকে বিশ্ব বলা যায়, যেহেতু তিনি সূক্ষ্ম শরীরে অভিমান পরিত্যাগ না করিয়া স্থূল শরীরে প্রবিষ্ট। এই ব্যষ্টিকে স্থূল শরীর ও অন্নের বিকার হেতু অন্নময় কোশ, এবং স্থূল ভোগের আয়তন হেতু জাগ্রৎ শব্দে কহা যায়। জাগ্রত্ কালে এই বিশ্ব বৈশ্বানর উভয়ে দিক্, বায়ু, অর্ক, বরুণ, অশ্বিনীকুমার কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা ক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ প্রকার বাহ্য-বিষয় সকল অনুভব করেন। অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম, প্রজাপতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া বাক্, পাণি, পাদ, বায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা ক্রমে বচন, গ্রহণ, গমন, ত্যাগ, আনন্দ এই পঞ্চ বাহ্য বিষয় অনুভব করেন। চন্দ্র, ব্রহ্মা, শঙ্কর, বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত এই চারিটি অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারা ক্রমে সংকল্প, বিকল্প, নিশ্চয়, অহঙ্কার্য্য, চৈত্য এই সকল স্থূল বিষয় অনুভব করেন। এই প্রকারে পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে স্থূল প্রপঞ্চের উৎপত্তি হয়। এই স্থূল সূক্ষ্ম কারণ সমুদায় প্রপঞ্চের সমষ্টি এক মহৎ প্রপঞ্চ। যেমন সমুদায় বনাবচ্ছিন্ন আকাশ বা সমুদায় জলাশয়গত প্রতিবিম্বিত আকাশ একই, তদ্রূপ সেই মহৎ প্রপঞ্চ দ্বারা উপহিত বৈশ্বানর, বিশ্ব, হিরণ্যগর্ভ, তৈজস, ঈশ্বর, প্রাজ্ঞ একই চৈতন্য, ভিন্না-

কারে সংস্থিত। উক্ত মহৎ প্রপঞ্চের সহিত অবিবিক্তরূপে সেই তদুপহিত চৈতন্য "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের বাচ্য এবং বিবিক্তরূপে মহাবাক্যের লক্ষ্য হন।

পূর্ব্বে বস্তুরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্যে অবস্তুর আরোপ রূপ অধ্যারোপ-ন্যায় সামান্য ভাবে প্রদর্শিত হইল। অতঃপর জীব-চৈতন্যে বিশেষ অধ্যারোপ অর্থাৎ কোন্ কোন্ মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ কি কি পদার্থকে জীবাত্মা কহেন তাহা বর্ণিত হইতেছে। এই ব্যাবৃত্তি দ্বারা আত্মার স্বরূপ কথঞ্চিৎ উপলব্ধ হইবে।

অতি অজ্ঞ ব্যক্তিরা পুত্রকে আত্মা কহে, এবং তন্নিমিত্ত এই শ্রুতি প্রমাণ প্রয়োগ করে "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" "আত্মাই পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যেহেতু আপনার প্রতি যে প্রকার প্রেম, পুত্রের প্রতি ও সেই রূপ প্রেম দৃষ্ট হয়" এবং "পুত্রের পুষ্টি হইলে বা পুত্র নষ্ট হইলে আমিই পুষ্ট হইতেছি বা নষ্ট হইতেছি" এই রূপ ভাব অনুভূত হয়। কোন কোন চার্ব্বাক স্বীয় স্থূল শরীর-কেই আত্মা কহে, এবং তাহাতে এই শ্রুতি প্রমাণ দেয় যে "অন্ন রসের বিকার পুরুষই আত্মা" ও এই তর্ক প্রয়োগ করে যে পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াও প্রজ্জলিত গৃহ হইতে আপনার পলায়ন দৃষ্ট হয়" "আর আমি স্থূল অথবা কৃশ" ইত্যাদি ভাব অনুভূত হয়। অপর চার্ব্বাকে, ইন্দ্রিয়গণকে আত্মা কহে এবং তাহাতে এই শ্রুতি প্রমাণ দেয় যে "ইন্দ্রিয়গণের অভাবে শরীর অচল হয়" এবং "আমি অন্ধ, আমি বধির", ইত্যাদি ভাব অনুভূত হয়। আবার কোন চার্ব্বাক প্রাণকে আত্মা কহে

এবং তাহাতে এই শ্রুতি প্রমাণ দেয় যে "প্রাণময় অন্তরাত্মা শরীরাদি হইতে পৃথক্ এবং প্রাণের অভাবে ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়ার অভাব হয়" এবং "আমি ক্ষুধিত ও আমি পিপাসার্ত্ত" এইরূপ ভাব অনুভূত হয়। অধম চার্ব্বাক মনকে আত্মা কহে, এবং তাহাতে এই শ্রুতি প্রমাণ প্রয়োগ করে যে "মনোময় অন্তরাত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণ হইতে বিভিন্ন।—মন নিস্তব্ধ হইলে প্রাণাদির অভাব হয় আর এই রূপ অনুভূত হয় যে আমি সংকল্প বিশিষ্ট এবং আমি বিকল্প বিশিষ্ট'। অপর কোন কোন নিরীশ্বর-বাদী বুদ্ধিকে আত্মা কহে এবং তাহাতে এই শ্রুতি প্রমাণ দেয় যে বিজ্ঞানময় অন্তরাত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন হইতে পৃথক্ এবং তন্নিমিত্ত এই যুক্তি প্রয়োগ করে যে "কর্ত্তার অভাবে করণের অভাব হয়।" আর "কর্ত্তার অভাবে করণ-শক্তির অভাব হয় এইরূপ অনুভব হয়।" প্রভাকর ও তার্কিক উভয়ে অজ্ঞানকে আত্মা কহে, এবং তাহাতে এই শ্রুতি প্রমাণ দেয় যে "আনন্দময় অন্তরাত্মা শরীরাদি হইতে পৃথক" এবং এই যুক্তি অনুসারে কহে যে "সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানে বুদ্ধ্যাদিরও লয় দৃষ্ট হয়," আর "আমি অজ্ঞ অথবা আমি জ্ঞানী" এইরূপ ভাব অনুভূত হয়। ভট্ট-মত ন্যায়িগণ অজ্ঞান দ্বারা উপহিত চৈতন্যকে আত্মা কহে, এবং তন্নিমিত্ত এই শ্রুতি প্রমাণ প্রয়োগ করে যে, "প্রজ্ঞান ঘন স্বরূপ আনন্দময়ই আত্মা।" এই যুক্তি বলে কহে, যে সুষুপ্তিকালে সমুদয় লীন হইলে অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যের স্বপ্রকাশ উপলব্ধি হয়; এবং "আমি আমাকে জানি না" এইরূপ ধারণা অনুভূত হয়, অপর কোন নাস্তিক মতাবলম্বী শূন্যকে আত্মা কহে, এবং তাহাতে এই শ্রুতি প্রমাণ

প্রয়োগ করে যে "এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎ ছিল" এবং এই যুক্তি অনুসারে বলে যে "সুষুপ্তিকালে সকলেরই অভাব হয়" আর এই রূপ অনুভূত হয় "শয়ন করিয়া সুষুপ্তি কালে আমার অভাব হইয়া ছিল" সুষুপ্তি হইতে উত্থিত ব্যক্তির এই প্রকারে আপনার অভাব রূপ স্মৃতি উপলব্ধ হয়।

ফলতঃ আত্ম জ্ঞান এবং আত্ম-উপলব্ধি সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ মতাবলম্বিগণের নির্দ্দেশ ভ্রমাত্মক। বেদান্ত-বেত্তাদিগের মতে স্থূলাদি শূন্য পর্য্যন্ত জড়ের ভাসক নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্যস্বরূপ প্রত্যেক চৈতন্যই আত্মা এবং বস্তু। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে, পরে ভ্রম নাশে সর্প-জ্ঞানের উচ্ছেদ হইয়া কেবল মাত্র রজ্জুই উপলব্ধ হয় সেই রূপ বস্তু বিবর্ত্ত অবস্তুর অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বস্তুতে অবস্তুরূপ অজ্ঞানাদি জড় প্রপঞ্চ যে ভ্রম তাহার বিনাশ হইলে পরিশেষে ব্রহ্ম মাত্রেরই অবস্থান থাকে। এই "কারণ" বিষয়ে প্রমাণ যথা—"স্বরূপের ব্যতিক্রম হইয়া যে কারণ, কার্য্য উৎপন্ন করে তাহার নাম বিকারী বা পরিণামী উপাদান কারণ,—যেমন দুগ্ধ, দধির প্রতি পরিণামী কারণ। এবং স্বরূপের প্রকারান্তর না করিয়া যে কারণ কার্য্য উৎপন্ন করে তাহার নাম বিবর্ত্ত উপাদান কারণ। যেমন রজ্জু সর্পের প্রতি বিবর্ত্ত কারণ। ভ্রান্তি বা মোহ বিদূরিত হইলে যে রূপে এই প্রপঞ্চ সকল পরস্পর স্ব স্ব কারণে লীন হইয়া, অবশেষে ব্রহ্ম মাত্র রূপে অবস্থিত হয়, তাহা ব্যক্ত হইতেছে। এই তত্ত্ব বুঝিলে মানব আত্ম-তত্ত্ব এবং আত্ম-

শক্তি বুঝিতে পারে। তাহাতে আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফুরণ হইয়া মানবকে ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ জীব শ্রেণী হইতে উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত করিবে। এবং তদ্দ্বারা মানবের জড়ভাব তিরোহিত হইয়া তাঁহার প্রকৃত শক্তি প্রস্ফুটিত হইবে।

স্থূল ভোগের আয়তন চতুর্ব্বিধ স্থূল শরীর ও এই ভোগ্য রূপ অন্ন পানাদি, এবং এই সকলের আধারভূত ভূরাদি চতুর্দ্দশ ভুবন, আর এই আয়তভূত ব্রহ্মাণ্ড, এ সকলই স্বীয় কারণ রূপ পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত মাত্র। শব্দ স্পর্শাদি শক্তির সহিত এই সকল পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত এবং সূক্ষ্ম শরীর, সকলই স্বীয় কারণ রূপ অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত মাত্র। সত্ত্বাদিগুণসহিত এই অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত সকল, উৎপত্তির বৈপরীত্য ক্রমে, অর্থাৎ পৃথিবী জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ অজ্ঞানে এই প্রকারে কারণ রূপ অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য মাত্র।

এই অজ্ঞান এবং অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য রূপ ঈশ্বর প্রভৃতি সকলই তাহাদিগের আধারভূত অনুপহিত চৈতন্য রূপ তুরীয় ব্রহ্ম মাত্র।

এই অধ্যারোপ ও অপবাদ ন্যায় কথন দ্বারা 'তৎ ও ত্বং' এই উভয় পদার্থের শোধন সংসাধিত হয়। যথা, অজ্ঞানাদির সমষ্টি, অর্থাৎ অজ্ঞান ও সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল শরীর সমষ্টি এবং তদুপহিত চৈতন্য, অর্থাৎ ঈশ্বর, ও হিরণ্যগর্ভ এবং বিরাট চৈতন্য, আর অনুপহিত চৈতন্য অর্থাৎ তুরীয় ব্রহ্ম চৈতন্য এই তিন, দগ্ধ লৌহ-পিণ্ডের ন্যায় অবিবিক্তরূপে 'তৎ' এই পদের বাক্যার্থ হয়েন, এবং

অজ্ঞানাদির সমষ্টিরূপ উপাধির ও তদুপহিত ঈশ্বরাদির চৈতন্যের আধারভূত অনুপহিত তুরীয় ব্রহ্ম চৈতন্য 'তৎ' পদের লক্ষ্যার্থ হন।

অজ্ঞানাদির ব্যষ্টি, অর্থাৎ অজ্ঞান ও সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল শরীর ব্যষ্টি এবং এতদুপহিত চৈতন্য অর্থাৎ প্রাজ্ঞ ও তৈজস এবং বিশ্বচৈতন্য আর অনুপহিত চৈতন্য অর্থাৎ তুরীয় ব্রহ্ম চৈতন্য এই তিন দগ্ধ-লোহ-পিণ্ডের ন্যায় অবিবিক্তরূপে 'ত্বং' এই পদের বাচ্যার্থ হয়েন, এবং অজ্ঞানাদির ব্যষ্টিরূপ উপাধির ও তদুপহিত প্রাজ্ঞ প্রভৃতি চৈতন্যের আধারভূত অনুপহিত আনন্দ স্বরূপ তুরীয় ব্রহ্ম চৈতন্য 'ত্বং' পদের লক্ষ্য অর্থ। সাধারণের বোধগম্য করণার্থ এখন এই মহাবাক্যের লক্ষণ নির্দ্দেশ আবশ্যক।

'তৎ, ত্বং, অসি' আর্য্য ভাষায় এই তিন মহাবাক্য তিন প্রকার সম্বন্ধ দ্বারা অখণ্ড ব্রহ্ম-চৈতন্যের বোধক। উক্ত সম্বন্ধত্রয় এইরূপ যথাঃ—এক সামানাধিকরণ্য, অর্থাৎ তৎ ও ত্বং এই উভয় পদের একই অধিকরণে স্থিতি। দ্বিতীয়তঃ বিশেষণ বিশেষ্য ভাব, অর্থাৎ উভয় পদের অর্থ দ্বয়ের পরস্পর বিশেষণ বিশেষ্যরূপ সম্বন্ধ। তৃতীয়তঃ লক্ষ্য লক্ষণ ভাব অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা লক্ষ্য এবং পদদ্বয় লক্ষণ এইরূপ সম্বন্ধ। এবিষয়ে প্রমাণ যথা প্রত্যগাত্মা ও পদ এবং তদর্থের সামানাধিকরণ্য, ও বিশেষণ বিশেষ্যরূপ এবং লক্ষ্য লক্ষণ ভাব, এই তিন প্রকার সম্বন্ধ।

সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ অর্থাৎ "যেমন সেই দেবদত্ত এই" এই বাক্যে অতীত কালে দৃষ্ট দেবদত্তের বোধক 'এই"

শব্দ উভয় শব্দেরই এক দেবদত্ত ব্যক্তিতে তাৎপর্য্যরূপ সম্বন্ধ; সেইরূপ 'তৎ ত্বং অসি' এই বাক্যেও অপ্রত্যক্ষ চৈতন্যের বোধক 'তৎ' পদ এবং প্রত্যক্ষ চৈতন্যের বোধক 'ত্বং' পদ এ উভয় পদেরই এক চৈতন্য তাৎপর্য্যরূপ সম্বন্ধ।

বিশেষ্য বিশেষ্য ভাব সম্বন্ধ যেমন ঐ লৌকিক বাক্যে সেই শব্দের অর্থ পূর্ব্বকালে দৃষ্ট দেবদত্ত এ উভয় অর্থই পরস্পর বিশেষণ বিশেষ্যরূপ হয় যে হেতু উভয় অর্থেরই পরস্পর অভিন্নরূপ এক বস্তুতেই তাৎপর্য্য, সেইরূপ তত্ত্বমসি বাক্যেও ত্বং পদের অর্থ প্রত্যক্ষ চৈতন্য ও তৎ পদের অর্থ অপ্রত্যক্ষ চৈতন্য উভয় অর্থই পরস্পর বিশেষণ বিশেষ্যরূপ হয়, যেহেতু উভয় অর্থেরই পরস্পর অভিন্নরূপে এক বস্তুতেই তাৎপর্য্য।

লক্ষ্য লক্ষণ ভাব সম্বন্ধ—যেমন ঐ পূর্ব্বোক্ত বাক্যে "সেই" শব্দ এবং "এই" শব্দের অর্থ দ্বয় যে পূর্ব্বকালে দৃষ্টত্ব এবং বর্ত্তমানে দৃষ্টত্ব তাহা ত্যাগ করিয়া কেবল অবিরুদ্ধ দেবদত্ত লক্ষ্য এবং উভয় শব্দই লক্ষণ হয় সেইরূপ তত্ত্বমসি বাক্যেও ত্বং পদ ও তৎ পদের অর্থদ্বয় যে প্রত্যক্ষত্ব এবং অপ্রত্যক্ষত্ব, তাহা ত্যাগ করিয়া কেবল এক অবিরুদ্ধ চৈতন্য লক্ষ্য এবং উভয় পদেই লক্ষণ হয়। ইহারই নাম ভাগ লক্ষণা। এ বাক্যে, (নীল উৎপল) এই বাক্যের ন্যায় বাক্যার্থ সঙ্গত হয় না। এই নীল উৎপল বাক্যে নীল পদের অর্থ নীলগুণ ও উৎপল শব্দের অর্থ উৎপল দ্রব্য, এ উভয় শুক্লাদিগুণ ও পটাদি দ্রব্যের ব্যবচ্ছেদক হেতু পরস্পরের বিশেষণ বিশেষ্য ভাব সম্বন্ধরূপ বা একতর

বিশিষ্টের সহিত অন্যতরের ঐক্যরূপ বাক্যার্থ স্বীকার করিলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরের অবিরোধ হেতু বাক্যার্থ সঙ্গত হয় না।

'তত্ত্বমসি' বাক্যে 'তৎ" পদার্থ অপ্রত্যক্ষ চৈতন্য এবং 'ত্বং' পদার্থ প্রত্যক্ষ চৈতন্য এ উভয়ই ইতর ব্যবচ্ছেদক হেতু বিশেষণ বিশেষ্য ভাব সম্বন্ধরূপ বা একতর বিশিষ্টের সহিত অন্যতরের ঐক্যরূপ, বাক্যার্থ স্বীকার করলে সর্ব্বজ্ঞ কিঞ্চিজ্‌জ্ঞ রূপে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরের বিরোধ হেতু বাক্যার্থ সঙ্গত হয় না। এ বাক্যে "গঙ্গায় গোপ বসতি করে" এই বাক্যের ন্যায় জহৎ-স্বার্থ লক্ষণা বাক্যার্থ সঙ্গত হয় না।

এই লৌকিক বাক্যে জল প্রবাহরূপ গঙ্গা এবং গোপ এ উভয়ের আধার আধেয় লক্ষণ বাক্যার্থের অশেষ প্রকারে বিরোধ হয়, সেই বিরোধ পরিহার জন্য গঙ্গা শব্দের স্বায় অর্থ যে জল-প্রবাহ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণা দ্বারা তৎসম্বন্ধায় তীর অর্থ করা যুক্তিসিদ্ধ, অতএব জহৎ-স্বার্থ লক্ষণা সঙ্গত হয়।

ভেদ জ্ঞান তিরোহিত হইয়া অধ্যারোপ ও অপবাদ ন্যায় কথনপূর্ব্বক 'তৎ ও ত্বং' এই উভয় পদের অর্থ শোধন করত 'তৎ ত্বং অসি" এই বাক্য দ্বারা অবিভক্ত চৈতন্যের স্বরূপ উপলব্ধ হইলে আমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্য, স্বরূপ, পরমানন্দ, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম এইরূপ অখণ্ডাকার অন্তঃকরণ বৃত্তির উদ্ভব হয়। সেই অন্তকরণ বৃত্তিতে চৈতন্যের আবির্ভাব হইলে প্রত্যগাত্মাতে অভেদ পর-

ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় অজ্ঞান তিরোহিত হয়। এবং যেমন বস্ত্রের মূল-কারণ সূত্রের ধ্বংশ হইলে বস্ত্রও নষ্ট হয়, সেই অখিল কারণ অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে তদন্তর্গত অখণ্ডাকার অন্তঃকরণ বৃত্তিও নষ্ট হয়। তৎপরে যেমন প্রদীপের জ্যোতি সূর্য্যের প্রভাকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া নিজেই অভিভূত হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণ বৃত্তি প্রতিবিম্বিত স্বপ্রকাশ স্বরূপ পরব্রহ্ম চৈতন্যকে প্রকাশ করণে অসমর্থ প্রযুক্ত অভিভূত হইয়া উপাধিভূত অন্তকরণ বৃত্তির অভাব হেতু স্বয়ং পরব্রহ্ম মাত্রই থাকে—যেমন দর্পণের অভাবে বদনমণ্ডলের প্রতিবিম্ব বদনেই নিবদ্ধ থাকে। এইরূপ জ্ঞানযোগ দ্বারা জ্ঞানীগণ আমিই ব্রহ্ম এইরূপ অনুভব করেন। এইরূপ ভাব দ্বারা "মনেতেই দর্শন-যোগ্যব্রহ্ম এবং যাঁহাকে মনে ধারণা করা যায় না" এই উভয় শ্রুতির বিরোধ ভঙ্গ হয়। কারণ ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে মনোবৃত্তি দ্বারা তদ্বিষয়ক অজ্ঞান বিনষ্ট হয়; কিন্তু বৃত্তি প্রতিবিম্বিত চৈতন্য তাহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। এবিষয়ের প্রমাণ যথা—শাস্ত্রকারেরা পরব্রহ্মের অন্তঃকরণ প্রতিবিম্বিত চৈতন্য দ্বারা প্রকাশমানতা নিষেধ পূর্ব্বক বৃত্তি দ্বারা তদ্বিষয়ক অজ্ঞানের বিনাশ মানিয়াছেন যেহেতু পরব্রহ্ম স্বয়ং সপ্রকাশ; অপর কর্ত্তৃক তাঁহার প্রকাশিতত্ব অসম্ভব।

অখণ্ডাকারাকারিত অন্তঃকরণ বৃত্তি হইতে ঘটাদি জড় পদার্থকারাকারিত অন্তঃকরণ বৃত্তির পার্থক্য এস্থলে বিবৃত হইতেছে যথা:—

এই প্রত্যক্ষ কালে ঘটাকারাকারিত চিত্ত বৃত্তি অজ্ঞাত ঘটকে অধিকার করিয়া তাহার অজ্ঞানতার নাশ পূর্ব্বক বৃত্তিগত প্রতিবিম্ব দ্বারা ঘটকে প্রকাশ করে।

যেমন প্রদীপের আলোক অন্ধকারস্থ ঘট পটাদিতে সংলগ্ন হইয়া তদ্গত অন্ধকারের বিনাশ করত তাহাকে প্রকাশ করে সেইরূপ অন্তঃকরণ-বৃত্তিদ্বারা ঘটাদির অজ্ঞানতা বিনষ্ট হয় এবং অন্তঃকরণ বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য দ্বারা ঘটাদি প্রকাশিত হয়।

পরমাত্ম-চৈতন্যের এই স্বরূপ সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, ও সমাধির অনুষ্ঠান আবশ্যক। ক্রমে যথাযথ ইহাদের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল।

শ্রবণ—তাৎপর্য্য নির্দ্ধারক ছয় প্রকার লিঙ্গ দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মে সমস্ত বেদান্তের তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ।

ছয় প্রকার লিঙ্গ যথাঃ—উপক্রম-উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ, এবং উপপত্তি।

উপক্রম-উপসংহার—যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদ্য সেই প্রকরণের আদিতে ও অন্তে সেই বস্তুর কথন, যথা—ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের আদিতে 'একই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম' এবং অন্তে 'এই আত্মা জগন্ময়' এই রূপে প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় বস্তু কথিত হইয়াছে।

অভ্যাস—যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদ্য সেই প্রকরণের মধ্যে পুনঃ পুনঃ সেই বস্তুর প্রতিপাদন। যেমন উক্ত ষষ্ঠ অধ্যায়ের মধ্যে 'তত্ত্বমসি' এই বাক্য দ্বারা নয় বার অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুর প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

অপূর্ব্বতা যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদ্য তাহার তৎ প্রমাণাতিরিক্ত প্রমাণের অবিষয়রূপে প্রতিপাদন। যথা উক্ত ষষ্ঠ অধ্যায়ে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম উপনিষৎ ভিন্ন প্রমাণের অবিষয়রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ফল—যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদ্য সেই প্রকরণে তাহার বা তদনুষ্ঠানের শ্রূয়মান প্রয়োজন। যথা উক্ত ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'আচার্য্যবান্ পুরুষ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। সেই জ্ঞানী পুরুষের বিদেহ পর্য্যন্তই বিলম্ব, বিদেহ পরে ব্রহ্মে লীন হয়েন।

অর্থবাদ—যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদ্য সেই বস্তুর গুণ বর্ণনা। যেমন ঐ ষষ্ঠ অধ্যায়ে শিষ্যের প্রতিগুরুর উক্তির মধ্যে গুরু কহিতেছেন "হে শিষ্য! তুমি আমাকে এই প্রশ্ন করিতেছ যে যাঁহাকে জানিলে অশ্রুত পদার্থের শ্রবণ হয়, অমৃত পদার্থের স্মরণ হয় এবং অজ্ঞেয় পদার্থের জ্ঞান হয়" এই রূপে অদ্বিতীয় বস্তুর প্রশংসা বাদের নাম অর্থবাদ।

উপপত্তি—যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদ্য সেই প্রকরণে সেই বস্তু প্রতিপন্ন করিবার জন্য শ্রূয়মান যুক্তিই উপপত্তি। যথা উক্ত ষষ্ঠ অধ্যায়ে উক্ত' হে সৌম্য! যেমন এক মৃৎপিণ্ড জ্ঞাত হইলে সকল মৃন্ময় পাত্র জানা যায়; বিকৃতি ও নাম কেবল বাক্য মাত্র, মৃত্তিকাই যথার্থ" এই প্রকারে অদ্বিতীয় বস্তু প্রতিপাদনে বিকারের বাক্য মাত্রত্ব রূপ যুক্তি কথিত হইয়াছে।

মনন—বেদান্তের অবিরোধি-যুক্তি দ্বারা নিরন্তর শ্রুত অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুর চিন্তা।

নিদিধ্যাসন—বিরোধী যে দেহাদি জড় পদার্থ জ্ঞান তাহার নিরাকরণ পূর্ব্বক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুর অবিরোধি-জ্ঞানের প্রবাহ।

সমাধি দুই প্রকার।

(১)—সবিকল্পক সমাধি

(২)—নির্ব্বিকল্পক সমাধি

সবিকল্পক সমাধি— জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়, এই বিকল্প ত্রয়ের জ্ঞান সত্বেও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থান। যেমন মৃত্তিকানির্ম্মিত হস্তীতে হস্তী-জ্ঞান সত্ত্বেও মৃত্তিকাজ্ঞান থাকে সেইরূপ তখন দ্বৈত জ্ঞান সত্ত্বেও অদ্বৈত জ্ঞান হয়। এবিষয়ে প্রমাণ যথা "সাক্ষিস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী, উৎকৃষ্ট, প্রকাশ স্বরূপ জন্মরহিত, বিনাশ রহিত, অলিপ্ত সর্ব্বগত সর্ব্বদা-বিমুক্তস্বভাব অদ্বিতীয় চৈতন্যই আমি'।

নির্ব্বিকল্পক সমাধি—জ্ঞাতা, জ্ঞান জ্ঞেয় এই বিকল্পত্রয় জ্ঞানের অভাবে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে একীভূত হইয়া অখণ্ডাকারাকরিত চিত্তবৃত্তির অবস্থান্ ভাবের নাম নির্ব্বি-কল্পক সমাধি। যেমন জল মিশ্রিত জলাকারকৃত লবণের লবণত্ব জ্ঞানের অভাবে কেবল জল উপলব্ধ হয় সেইরূপ এই নির্ব্বিকল্পক সমাধির অবস্থায় অদ্বিতীয় ব্রহ্মকারাকৃত চিত্ত বৃত্তির জ্ঞানাভাবে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তু মাত্রেই জ্ঞান থাকে। অতএব সুষুপ্তি হইতে এই সমাধির প্রভেদ নাই এই আশঙ্কা সম্ভাবনা রহিল না। যেহেতু সুষুপ্তি ও সমাধি উভয় কালেই বৃত্তি জ্ঞানের অসম্বাংশে সমান হইলেও বৃত্তির সত্ত্বা ও অসত্ত্বা দ্বারা উভয়ের প্রভেদ আছে।

আশঙ্কার সম্ভাবনা রহিল না। যে হেতু সুষুপ্তি ও সমাধি উভয় কালেই বৃত্তি জ্ঞানের অনন্তাংশে সমান হইলেও বৃত্তির সত্ত্বা ও অসত্ত্বা দ্বারা উভয়ের প্রভেদ আছে।

যম, নিয়ম, আশন, প্রণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, এবং সবিকল্পক সমাধি, উক্ত নির্ব্বিকল্পক সমাধির অঙ্গ। এক্ষণে সংক্ষেপে উহাদিগের আভাস প্রদত্ত হইল মাত্র। যোগ প্রস্তাবে বিস্তৃতভাবে উহাদিগের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইবে।

যম;—অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, ও অপরিগ্রহ। নিয়ম;—শুচি, সন্তোষ, তপস্যা, অধ্যয়ন, এবং ঈশ্বরে প্রণিধান।

আসন;—হস্ত পদাদির সংস্থান বিশেষ; পদ্মাসন প্রভৃতি।

প্রাণায়াম;—রেচক, পূরক, কুম্ভক রূপ, প্রাণ দমন করিবার উপায়।

প্রত্যাহার;—শব্দাদি বিষয় হইতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের নিবারণ করা।

ধারণা;—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে অন্তঃকরণের অভিনিবেশ।

ধ্যান;—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পদার্থে অন্তঃকরণের বৃত্তি প্রবাহ।

সবিকল্পক সমাধি—ইহার ব্যাখ্যা প্রথমে প্রদত্ত হইয়াছে।

এই সকল অঙ্গ বিশিষ্ট অঙ্গী যে নির্ব্বিকল্পক সমাধি তাহার চারি প্রকার বিঘ্ন ঘটিতে পারে যথাঃ—লয়, বিক্ষেপ, কষায়, এবং রসাস্বাদন।

লয়;—অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তুকে আলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া অন্তঃকরণ বৃত্তির নিদ্রা।

বিক্ষেপ;—অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তুকে অবলম্বন করিতে সমর্থ না হইয়া অন্তঃকরণ বৃত্তির অন্য অবলম্বন।

কষায়;—লয় ও বিক্ষেপের অভাবেও রাগাদি বাসনা দ্বারা অন্তঃকরণ স্তব্ধ হইলে অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তুকে অবলম্বন করিতে অসমর্থতা।

রসাস্বাদন;—নির্ব্বিকল্প অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তুর অনবলম্বনে অন্তঃকরণ বৃত্তির সবিকল্পক আনন্দ আস্বাদন। অথবা নির্ব্বিকল্পক সমাধির আরম্ভ কালীন সবিকল্পানন্দ আস্বাদন।

এই চারি প্রকার বিঘ্ন রহিত চিত্ত, যখন বায়ুশূন্য প্রদীপের ন্যায় অচল হইয়া কেবল অখণ্ড চৈতন্য মাত্রের চিন্তাপর হয়, তখন তাহাকে নির্ব্বিকল্পক সমাধি বলা যায়।

এসম্বন্ধে শ্রুতি প্রমাণ যথা "লয় রূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইলে অন্তঃকরণে উদ্বোধ জন্মাইবে; অন্তঃকরণ বিক্ষেপ যুক্ত হইলে শান্ত করিবে; কষায় যুক্ত হইলে জ্ঞাত হইয়া নিবৃত্ত রাখিবে, অখণ্ড ব্রহ্ম বস্তুতে প্রণিধান হইলে অন্তঃকরণকে আর চালনা করিবে না, সে সময়ে সবিকল্পক কোন আনন্দ আস্বাদন করিবে না এবং প্রজ্ঞা দ্বারা নিঃসঙ্গ হইবে। শ্রুতি প্রমাণ যথা যেমন বায়ুহীন প্রদীপ-শিখা নিশ্চল হয় তদ্রূপ হইবে।

অতঃপর জীবন্মুক্তির লক্ষণ নির্দ্ধারিত হইতেছে।

জীবন্মুক্তি—অখণ্ড চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানান্তর তদজ্ঞান নাশ দ্বারা সর্ব্বব্যাপী স্বরূপ চৈতন্য ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে অজ্ঞান ও তৎকার্য্য রূপ সঞ্চিত পুণ্য পাপ এবং সংশয় ভ্রমা-দির নিবৃত্তি হেতু সমুদয় সংসার বন্ধন রহিত ব্রহ্ম-নিষ্ঠা।

এসম্বন্ধে শ্রুতি প্রমাণ যথা "সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরব্রহ্ম

সাক্ষাৎকার হইলে অন্তঃকরণের ভ্রম সকল নষ্ট হয় ও সংশয় সকল দূর হয় এবং সদসৎ কর্ম্ম সকল ধ্বংশ হয়''।

''ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মানি তস্মিন্নদৃষ্টে পরাপরে''।

এই প্রকার জীবন্মুক্ত পুরুষ জাগ্রৎকালে রক্ত মাংস বিষ্ঠা মুত্রাদির আধার রূপ শরীর দ্বারা ও আন্ধ্য মান্দ্য অপটুত্বাদির আশ্রয় রূপ ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা এবং অশনা, পিপাসা, শোক মোহাদির আকর রূপ অন্তঃকরণ দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনাকৃত জ্ঞানাবিরোধী প্রারব্ধ কর্ম্ম সকল ভোগকরতঃ দৃশ্যমান এই জগৎ পরমার্থ সত্য বস্তু নহে, এই রূপ বোধ করেন। যেমন কোন ঐন্দ্রজালিক পদার্থের পরিদর্শক বুঝেন যে দৃশ্যমান ইন্দ্র-জাল প্রকৃত পরমার্থ বস্তু নহে। এবিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ যথা ''বাহ্যবস্তুতে আকৃষ্ট চক্ষু থাকিয়াও চক্ষু হীন, কর্ণ থাকিতেও কর্ণ হীন, মন সত্বেও মন রহিত, প্রাণ থাকিয়াও প্রাণ রহিত'' অপর প্রমাণ যথা ''জাগ্রদাবস্থায় যিনি সুষুপ্তির ন্যায় বাহ্য বস্তু দেখেন না, আর দ্বৈত বস্তুকেও যিনি অদ্বিতীয় দেখেন, আর বাহিরে কর্ম্ম করিয়াও যিনি অন্তঃকরণে নিষ্ক্রিয়, সেই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানীই জীবন্মুক্ত। তদ্ব্যতীত অপর ব্যক্তি জীবন্মুক্ত নহে ইহা নিশ্চয়।''

জীবন্মুক্তির উত্তর কালে এই জীবন্মুক্ত পুরুষের তত্ত্ব জ্ঞানের পূর্ব্ব ক্রিয়মাণ আহার বিহারাদির যেরূপ অনুবৃত্তি হয়, তদ্রূপ শুভ কর্ম্ম সকলেরই বাসনার অনুবৃত্তি হয়, অশুভ কর্ম্মের বাসনা হয় না। অথবা শুভাশুভ উভয় কর্ম্মে ঔদাসীন্য হয়। এবিষয়ে প্রমাণ যথা অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেও যদি

যথেষ্টাচরণে বাসনা হয় তবে অশুচি ভক্ষণে কুকুরের সহিত তত্ত্বজ্ঞানীর কি বিশেষ রহিল? অতএব জ্ঞান জন্মিলেও যে ব্যক্তির যথেচ্ছাচরণে অনুবৃত্তি হয় তিনি জীবন্মুক্ত নহেন —তবে তাঁহাকে আত্মজ্ঞ বলা যাইতে পারে মাত্র।

এই জীবন্মুক্ত কালে অনভিমানিত্ব প্রকৃতিজ্ঞান সাধন গুণ সকল ও অদ্বেষ্টত্বাদি শোভন গুণ সকল অলঙ্কারের ন্যায় সেই জীবন্মুক্ত পুরুষে অনুবর্ত্তিত হয়।

এই জীবন্মুক্ত পুরুষ কেবল মাত্র দেহ যাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত ইচ্ছা অনিচ্ছা পরেচ্ছা এই তিন প্রকার আরব্ধ কর্ম্ম জনিত সুখ দুঃখ অনুভব করত সাক্ষী চৈতন্য স্বরূপে বুদ্ধ্যাদির অবভাসক হইয়া প্রারব্ধে কর্ম্মের অবসানে প্রত্যক আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মে লীন হইয়া অজ্ঞান ও তৎকার্য্যরূপ সংস্কার সকলের বিনাশ হেতু পরম কৈবল্য রূপ পরমানন্দ অদ্বৈত অখণ্ড ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থিত হইয়া কৈবল্যানন্দ উপভোগ করেন। এ সম্বন্ধে শ্রুতি প্রমাণ যথা "দেহাবসানে জীবন্মুক্ত পুরুষের প্রাণ সকল লোকান্তর গমন না করিয়া এই পরব্রহ্মে লীন হয় এবং সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম ব্রহ্মানন্দে কৈবল্য সুখে মগ্ন হয়।"

পূর্ব্বে বেদান্ত-সম্মত জ্ঞান যোগ সম্বন্ধীয় অধ্যাত্মিক তত্ত্বের স্থূল বিবরণ মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত জ্ঞান যোগ হৃদয়ঙ্গম করিলে তত্ত্বানুসন্ধানকারী ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন এবং তদ্দ্বারা অপর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পথ তাঁহার নিকট সহজ বলিয়া উপলব্ধ হইবে। উক্ত জ্ঞান যোগ ব্যতীত মানব কোন মতেই আত্ম-স্বরূপ জ্ঞাত হইতে

পারেন না এবং আত্ম-স্বরূপ জ্ঞাত না হইলে মহাবিদ্যা আয়ত্ত্ব করা সাধ্যাতীত।

এই আত্মস্বরূপ জ্ঞাত হইলে পরব্রহ্ম এবং মহানির্ব্বাণ তত্ত্ব ও আয়ত্বাধীন হয় এবং তদুপায় অবলম্বনে যোগ বলে মহাত্মা-গণ ধর্ম্মের শীর্ষ-স্থান অধিকারে সমর্থ হন। এই আত্ম-নিরূপণ ব্যতীত যোগ সমাধির রহস্য ভেদ করিতে পারা যায় না।

তত্ত্বানুসন্ধানকারীর সবিশেষ উপলব্ধির নিমিত্ত এস্থলে মহর্ষি শঙ্করাচার্য্যের নিকট প্রকাশিত বালকরূপ ধারী আত্মার স্বীয় স্বরূপ ব্যাখ্যান প্রদত্ত হইল।

"হস্তামলকং" নামক গ্রন্থে কথিত আছে যে ভগবান শঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয় কালে এক মনোহর বালককে দেখিয়া জিজ্ঞাসাকরিলেন "শিশু! তুমি কে, কাহার সন্তান, কোথায় যাইবে, এবং কোন স্থান হইতে আসিয়াছ"? বালক এই সকল প্রশ্নের উত্তরে এই রূপ বলিয়াছিলেন।

"আমি মনুষ্য, দেবতা, যক্ষ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নহি অথবা ব্রহ্মজ্ঞানী, গৃহী, বানপ্রস্থ, ভিক্ষুক ও নহি; কিন্তু আমি সর্ব্বান্তর্যামী জ্ঞান স্বরূপ আত্মা"।

"যেমন সূর্য্যের উদয়, লোক সকলের ব্যবহারের কারণ, সেইরূপ যিনি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত এই চারি অন্তরিন্দ্রিয়ের ও শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাশিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের! এবং হস্ত পদাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তির কারণ এবং সমস্ত নাম শূন্য ও আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী এবং মনোহর সৃষ্টি কার্য্য দ্বারা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ আত্মা—সেই আত্মাই আমি"।

"ইন্দ্রিয় আদি জড় পদার্থ সকল যে অদ্বিতীয়, নিশ্চল অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় সেই নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আত্মাই আমি"।

"যেমন দর্পণ, জল, তৈল প্রভৃতি বস্তুতে বদন-প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, কিন্তু সে প্রতিবিম্ব বদন হইতে পৃথক বস্তু নহে সেইরূপ বুদ্ধিতে যে আত্মার প্রতিবিম্ব সংস্থাপিত, উহা জীব-আত্মা হইতে পৃথক নহে; সেই আত্মাই আমি—কার্য্য দ্বারা যাঁহার সর্ব্বদা উপলব্ধি হইতেছে।"

"যেমন দর্পণের অভাবে প্রতিবিম্বের অভাব হইলে উপাধি রহিত কেবল মাত্র এক বদন মণ্ডলই অবশিষ্ট থাকে সেই প্রকার বুদ্ধির বিয়োগ হইলে নিষ্প্রতিবিম্ব অদ্বিতীয় যে আত্মা, সেই নিত্যোপলব্ধি স্বরূপ আত্মাই আমি।"

"যিনি স্বরূপতঃ মন চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন এবং মনের মন, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, প্রাণের প্রাণ, ও মন চক্ষু ইত্যাদি কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন, সেই নিত্য অপরোক্ষ আত্মাই আমি।"

"মনশ্চক্ষুরাদের্ব্বিমুক্তঃ স্বয়ং যোমনশ্চক্ষুরাদের্ম্মনশ্চক্ষুরাদিঃ।
"মনশ্চক্ষুরাদেরগম্য স্বরূপ সনিত্যোপলব্ধি স্বরূপোহমাত্মাঃ।"

"যে রূপ নানাবিধ পাত্রস্থ সলিলে একই ভাস্করের প্রতিবিম্ব নানাবিধ দেখায় সেইরূপ যিনি স্বয়ং প্রকাশ বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ, অদ্বিতীয় হইয়া ও নানা প্রকার জীবের নানা বুদ্ধিতে নানা প্রকারে কল্পিতের ন্যায় হয়েন, সেই নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আত্মা আমি।"

"যে রূপ সর্ব্ব-প্রকাশক সূর্য্য এক হইয়াও অনেক চক্ষুর বিষয়কে এক কালে প্রকাশ করেন, সেই রূপ এক হইয়াও যিনি বহু বুদ্ধির বিষয়কে এক কালে প্রকাশ করিতেছেন সেই নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আত্মা আমি।"

"যে রূপ সূর্য্যের আলোক দ্বারা প্রকাশিত রূপকে চক্ষু গ্রহণ করে, পক্ষান্তরে অপ্রকাশিত রূপকে গ্রহণ করিতে পারে না, সেইরূপ এক সূর্য্য যে চৈতন্য জ্যোতি দ্বারা প্রকাশিত হইয়া সমুদয় রূপ প্রকাশ করে, সেই সর্ব্ব-প্রকাশক নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আত্মা আমি।"

"যেমন জ্যোতির্ময় সূর্য্য এক হইয়াও চঞ্চল সলিলে অনেক ভাবে দৃষ্ট হয়, কিন্তু শান্ত সলিলে এক স্বরূপই দেখায় সেই রূপ যিনি স্বরূপতঃ এক হইয়াও বহুবিধ চঞ্চল বুদ্ধিতে বহু প্রকারে উপলব্ধ হন, সেই নিত্য জ্ঞান স্বরূপ আত্মা আমি"।

যেমন দৃষ্টি সূর্য্য রশ্মি দ্বারা প্রকাশিত রূপকে ধারণ করে, এবং অপ্রকাশিত রূপকে ধারণ করিতে পারে না, সেই রূপ এক সূর্য্য যে চৈতন্য-জ্যোতি দ্বারা প্রকাশিত হইয়া রূপাদিকে প্রকাশ করে, সেই সর্ব্ব-প্রকাশক নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্মা আমি"।

"যেরূপ অতি অজ্ঞ ব্যক্তি স্বীয় চক্ষু মেঘাচ্ছাদিত হইলে এই রূপ অসম্ভব কথা বলে যে সূর্য্য মেঘে আচ্ছাদিত হওয়ায় প্রভাহীন হইয়াছে, সেইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট যে নিত্য শুদ্ধ চৈতন্য বদ্ধ রূপে প্রতীত হন, সেই নিত্য জ্ঞান স্বরূপ, আত্মা আমি"।

"যিনি এক হইয়াও সমুদয় বস্তুর অভ্যন্তরে অন্তর্যামী রূপে

অবস্থিতি করেন, কিন্তু ঐ সমুদয় বস্তু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না—যিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্ব ব্যাপী ও বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ সেই নিত্য চৈতন্য স্বরূপ আত্মা আমি”।

পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে জ্ঞান লাভ ব্যতীত যোগ সাধনের চেষ্টা, বা দৈহিক কার্য্য-কৌশল দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের চেষ্টা, বিড়ম্বনা। এরূপ কার্য্য বা চেষ্টা, ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপের ন্যায় ভাবী-ফল বিহীন। যদিও আত্ম-সন্ধান ও আত্মদর্শন সমুদয় জ্ঞানের মূল ভিত্তি, তথাপি সমগ্র জাগতিক কার্য্য কারণের জ্ঞান লাভ ব্যতীত উহা অপূর্ণ। অতএব আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পূর্ণতা সম্পাদন করিতে হইলে, বহির্জগতের তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। বহির্জগতের সহিত আধ্যাত্মিক জগতের সম্বন্ধ অতি গুরুতর এবং নিকট। সুতরাং বহির্জগতের জ্ঞান ব্যতীত, অন্তর্জগতের জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম্ম নিহিত গুপ্ত রহস্য সমূহে এই সমস্ত বাহ্য জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান কাণ্ডের উল্লেখ আছে। সে সমুদয় তত্ত্ব পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অননুমোদনীয় নহে। পরে পাঠক তাহার আভাস পাইবেন। এক্ষণে সংক্ষেপে প্রাচীন আর্য্য দর্শন সমূহে জগতের কার্য্য কারণ, সুখ, দুঃখ, তাহার সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, এবং তাহার সহিত আত্মিক জগতের সম্বন্ধ কিরূপ ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার স্থূল তত্ত্ব সমূহ প্রদত্ত হইতেছে। জ্ঞানের পূর্ণতা এবং যোগ অভ্যাসের নিমিত্ত ইহা একান্ত আবশ্যক।

সমগ্র আর্য্য দর্শন প্রধানতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত এবং ইহা ষড় দর্শন নামে খ্যাত। ইহা ব্যতীত আর একটী দর্শন

আর্য্য দর্শনের অন্তর্গত বলিলেও বলা যায়—উহা চার্ব্বাক দর্শন নামে অভিহিত। উহা পাশ্চাত্য জড়বাদের (Materialism) অনুরূপ।

অনেকের ধারণা এই যে উক্ত দর্শন সমূহ বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের তাৎপর্য্য ও মত অবলম্বনে বিরচিত। উক্ত দর্শন সমূহের মধ্যে বেদান্ত দর্শন সর্ব্বোচ্চ, আধ্যাত্মিক জ্ঞান কাণ্ডের আকর। অগ্রেই পাঠক তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। অতঃপর অপর পাঁচটী দর্শনের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যান প্রদত্ত হইল।

সাঙ্খ্য-দর্শন।

মহর্ষি কপিল এই দর্শনের প্রচারক। ইহা নিরীশ্বর বলিয়া খ্যাত। সাঙ্খ্য বচনের ৯২ সূত্রে এই বাক্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে—"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না।

এই বাক্য নির্দ্দেশ করিয়া তাহার পোষকতার নিমিত্ত সাঙ্খ্য-দর্শনে এই রূপ যুক্তি অবলম্বন করা হইয়াছে। যথা—

"নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধি।"

৭৮ সূত্র।

পূর্ব্বস্থিত পদার্থ না থাকিলে কোন পদার্থ জন্মিতে পারে না।

"না সদুৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ।"

১১৪ সূত্র

মানবের শৃঙ্গ থাকা অসম্ভব, সেই রূপ অসৎ অর্থাৎ অবস্তু হইতে কিছু উৎপন্ন হওয়াও অসম্ভব।

"উপাদান নিয়মাৎ"

কেননা প্রত্যেক পদার্থেরিই উপাদান কারণ থাকে; যেমন মৃত্তিকা ঘটের এবং সূত্র পটের উপাদান কারণ।

জগতের রচনা সম্বন্ধে সাঙ্খ্য দর্শনে এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, সকল পদার্থের সৃষ্টির মৌলিক ধাতু বা উপাদান কারণ আছে। অর্থাৎ মূলে কিছু না থাকিলে কোন পদার্থ নিজেই সৃষ্ট হইতে পারে না। সকল বস্তুই পূর্ব্বে অবস্থিত কোন না কোন বস্তু হইতে উদ্ভূত হয়। এই রূপে উদ্ভূত হইয়া সকল বস্তুই আবার কারণে লয় হয়। এই লয়ের নাম নাশ।

"নাশঃ কারণলয়ঃ।"

১২১ সূত্র।

এই কএকটি মূল সূত্র অবলম্বন করিয়া কপিল, প্রকৃতি ও পুরুষ নামে দুইটি নিত্য পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতানুসারে, প্রকৃতি অচেতন অর্থাৎ জড়। ইহারই বিকার দ্বারা সমুদয় বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে। এই প্রকৃতি সমুদয় সৃষ্টির আদি কারণ, ইহার প্রতি আর অপর কোন কারণ নাই। মহর্ষি কপিল "অমূল-মূল" বলিয়া ইহার সংজ্ঞা দিয়াছেন।

"মূলে মূলাভাবাদমূলং মূলং।"

৬৭ সূত্র।

মূলের অর্থাৎ প্রকৃতির আর মূল নাই; অতএব প্রকৃতি

মূলহীন, সাংখ্য দর্শনের এই নির্দ্দেশ ধরিয়া কেহ কেহ কহেন যে উক্ত দর্শন নিরীশ্বর নহে। কেননা উহার শেষ নির্দ্দেশ অনুসারে আদি কারণের সত্বা স্বীকার্য্য। ইহার পোষকতায় বচন যথা:—

"পারম্পর্য্যেহ্পোকত্র পরিনিষ্ঠেতি সংজ্ঞামাত্রম্।"

৭৮ সূত্র।

অর্থাৎ কারণের কারণ ও সেই কারণের প্রতি অন্য কারণ, এইরূপ যদি পর্য্যায়ক্রমে কারণ পরম্পরা ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে মানব-বুদ্ধি এরূপ একটি স্থলে যাইয়া উপনীত হইবে যে স্থল সমুদয় কারণের শেষ সীমা। প্রকৃতি সেই আদি কারণের মূল ভিত্তি ব্যতীত অপর কিছুই নহে। ইউরোপীয় আধুনিক অনেক পণ্ডিতের মত এই সিদ্ধান্তের অনুসারী। হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের শক্তিবাদ এই প্রকৃতি বাদের রূপান্তর বলিয়া উপলব্ধ হয়। ডার্বিন প্রভৃতি পণ্ডিত গণের বিবর্ত্তন বাদ "Theory of Evolution" এই রূপ মূল কারণের ক্রমোন্নতিবাদের ছায়া বলিয়া প্রতীত হয়। ফলতঃ সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের সিদ্ধান্ত আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিপরীত কথনই নহে; বরং অনেক স্থলে উহারই পরিপোষক। সাঙ্খ্য মতানুসারে জগতস্থ সমুদয় বস্তুর তিন অবস্থা যথা উত্তম, মধ্যম, এবং অধম। অন্য কথায় উক্ত অবস্থা ত্রয়ের নাম সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। মূল প্রকৃতি এই গুণ ত্রয়ের সমভাবাপন্ন।

"সত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।"

৬১ সূত্র।

অর্থাৎ প্রকৃতি, সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুনের সাম্যাবস্থা স্বরূপ। সাঙ্খ্য মতানুসারে ঐ তিনটি গুণ প্রকৃত গুণ বা বস্তুর শক্তি নহে। উহারা প্রাকৃতিক বস্তুর রূপান্তর মাত্র। তবে সাধারণ মনুষ্যের ধারণায় ঐরূপ প্রাকৃতিক বস্তু উপলব্ধ হয় না; এই নিমিত্ত উহারা গুণ বলিয়া বাচ্য। প্রকৃত পক্ষে উহারাই গুণ বিশিষ্ট বস্তু।

এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সাঙ্খ্য-দর্শনের যুক্তি এই যে "সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিনটি দ্রব্য; কিন্তু বৈশেষিক মতানুযায়ী গুণ নয়; কারণ তাহারা সংযোগ, বিয়োগ, লঘুত্ব, চলত্ব, গুরুত্বাদি গুণ বিশিষ্ট। মানব যেমন গুণ অর্থাৎ রজ্জু দিয়া বন্ধন করে তদ্রূপ পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা, সেই সত্ত্বাদি তিন দ্রব্যে নির্ম্মিত মহত্বাদি ত্রিগুণ রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ হইয়া আছে; এই নিমিত্ত সাঙ্খ্য ও বেদাদি শাস্ত্রে সেই তিন দ্রব্য, গুণ বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে।

জড় এবং জীব, জগতের সকল পদার্থই ঐ গুণত্রয়ের শক্তি দ্বারা কার্য্যকারী। উত্তম অর্থাৎ সত্ত্ব গুণের ক্রিয়া দ্বারা জড় অগ্নির গতি ঊর্দ্ধ এবং মানবের সুখ এবং পুণ্যের উদ্ভব হয়। রজোগুণের শক্তিতে বায়ুর বেগ প্রবল ও মানব আত্মায় পাপের সঞ্চার হয়। এবং তমোগুণের প্রভাবে জল ও মৃত্তিকার অধোগতি এবং মানব হৃদয়ের জড়তা এবং আত্মগ্লানির উদ্রেক হয়। সমগ্র মানব জাতির চরিত্র তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে এই নির্দ্দেশের সত্যতা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ হইবে। লৌকিক এবং সামাজিক আচার ব্যবহারের সমতা এবং সাময়িক শিক্ষার সাম্য সত্বে

।একই সমাজে একই সময়ে এবং একই দেশে যে ভিন্ন ভিন্ন লোক-চরিত্র পরিলক্ষিত হয় ইহার কারণ কেবল মাত্র মানবের অন্তরাত্মা নিহিত সত্ত্ব রজঃ ও তমোময় ধাতুর প্রক্রিয়া মাত্র। ঠিক একই প্রকার অবস্থায় শিক্ষিত বা বর্দ্ধিত দুই ব্যক্তির মনের গতি কখনই একরূপ হইবে না। তবেই এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সত্য যে প্রত্যেক মানব তাহার অন্তরাত্মা নিহিত উক্ত গুণত্রয় অনুযায়ী নিজ নিজ চরিত্র, ও হৃদয় লাভ করে।

সাঙ্খ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত অনুসারে পুরুষ চৈতন্য স্বরূপ, কিন্তু সুখ দুঃখাদি বিহীন। এই পুরুষ অপরিনামী অর্থাৎ বিকার শূন্য এবং অকর্ত্তা অর্থৎ কোন কর্ম্মই সম্পাদন করেন না। অখিল ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য সমস্তই প্রাকৃতিক ব্যাপার। ঐ চৈতন্য স্বরূপ পুরুষই প্রাণীগণে আত্মারূপে বিরাজমান। এই মত অনুসারে ব্রহ্মাণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত, জড় জগৎ এবং চেতন জগৎ। অথচ চেতনজগৎ ঐ বিরাট চেতন স্বরূপ পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন আধারস্থ ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি মাত্র। এই সিদ্ধান্তে পূর্ব্ব কথিত বেদান্ত-দর্শনের কিঞ্চিৎ আভাস উপলব্ধ হইবে।

এই পুরুষ এবং প্রকৃতি পরস্পর অতি ঘনিষ্ঠভাবে অন্বিত। উহাদের উভয়ের একত্র সম্মিলনে এই সৃষ্টির উদ্ভব। সাঙ্খ্য মতে ইহারা কেহই অপরের সম্মিলন জনিত সাহায্য ব্যতীত কোন কার্য্য করিতে পারে না। পঙ্গু এবং অন্ধ ব্যক্তি প্রত্যেক যেরূপ নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে গমনাগমন করিতে পারে না, অথচ যদি পঙ্গু ব্যক্তি অন্ধের স্কন্ধে আরোহন পূর্ব্বক তাহার পথ প্রদর্শক হয় তাহা হইলে উভয়েই

গমনাগমন করিতে পারে সেই প্রকার প্রকৃতি নিজে জড় হইয়াও পুরুষের সম্মিলন দ্বারা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়। এই নির্দ্দেশ দ্বারা এই রূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে যে অধ্যাত্ম ক্রিয়া কাণ্ড কিছু পরিমাণ জড় জগতের আয়ত্তাধীন। কেবল মাত্র নিজ শক্তি অনুসারে চেতন-জগৎ কার্য্যক্ষম নহে। এই নিমিত্তই যোগ সাধনের সর্ব্বাগ্রে কতকগুলি দৈহিক ক্রিয়া কলাপের অভ্যাস ও বশীকরণ অত্যাবশ্যক। যোগ-অধ্যায়ে ইহা বিস্তৃতরূপে ব্যাবৃত হইবে।

সাঙ্খ্যমতাবলম্বিগণ ঐ প্রকৃতি পুরুষ এবং অপর কয়টি মৌলিক পদার্থ ধরিয়া তাহাদিগকে "তত্ত্ব" নামে অভিহিত করিয়াছেন। নিম্নে উহাদিগের নাম ও শ্রেণী বিভাগ প্রদত্ত হইল;—

(১) প্রকৃতি।

(২) পুরুষ।

(৩) মহৎ (বুদ্ধি-স্বরূপ)।

(৪) অহঙ্কার (অভিমান)

(৫) মন।

এবং নিম্ন লিখিত পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র; যথা;—

মহাভূত	জ্ঞানেন্দ্রিয়
(১) মৃত্তিকা,	(১) চক্ষু,
(২) জল,	(২) কর্ণ,
(৩) বায়ু	(৩) নাসিকা
(৪) অগ্নি	(৪) রসনা
(৫) আকাশ	(৫) ত্বক্

কর্ম্মেন্দ্রিয়	তন্মাত্র
(১) হস্ত	(১) রূপ
(২) পদ	(২) রস
(৩) বাক্	(৩) গন্ধ
(৪) পায়ু	(৪) স্পর্শ
(৫) উপস্থ	(৫) শব্দ

সর্ব্বশুদ্ধ এই পঞ্চ বিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা আছে বলিয়া মহর্ষি কপিল প্রণীত দর্শনের নাম সাঙ্খ্য-দর্শন।

উক্ত দর্শনে প্রধানতঃ এইরূপে পদার্থের অবস্থা বিবৃত হইয়াছে।

সাম্যাবস্থা—যে অবস্থায় সত্ব, রজঃ এবং তমঃ সমান ভাবে থাকে, অর্থাৎ উহার কোন গুণের উদ্রেক বা ক্রিয়া থাকে না।

(পরে পর্য্যায়ক্রমে গুণের উদ্রেক হইয়া জগতের সৃষ্টি হইতে থাকে)।

সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে সাঙ্খ্য-দর্শনে যে মত (theory) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এস্থলে তাহার স্থূল বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে।

" প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের আবির্ভাব হয়। মহত্তত্ব হইতে অহঙ্কারের উদ্ভব হয়। ঐ সত্বগুণজ অহঙ্কার হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের উদ্ভব হয়। ও রজোগুণোদ্রিক্ত অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র জন্মে। এবং পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত জন্মে। তাহারও প্রণালী এইরূপ; শব্দ তন্মাত্র হইতে আকাশের উদ্ভব হয়; এই আকাশের গুণ শব্দ। শব্দ তন্মাত্র ও স্পর্শ তন্মাত্র এই উভয় হইতে

বায়ু জন্মে, এই বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ। এই দুই তন্মাত্রের সহিত রূপ তন্মাত্র হইতে তেজ জন্মে, তেজের গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ। উক্ত তিন তন্মাত্রের সহিত রস তন্মাত্র হইতে, জল হয়, এই জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ আর রস। ঐ চারিটি তন্মাত্রের সহিত, গন্ধ তন্মাত্রের সম্মিলনে পৃথিবী হয়; পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ। এই রূপে এই পঞ্চ মহাভূত হইতে চতুর্দ্দশ ভুবন ও তদন্তর্ব্বর্ত্তী কার্য্যের উৎপত্তি হয়।"

সাঙ্খ্য-দর্শন অনুসারে সংসারের সমস্ত প্রকারের তাপ অর্থাৎ দুঃখ বা যন্ত্রণা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথাঃ—

(ক) আধ্যাত্মিক।

(খ) আধিভৌতিক।

(গ) আধিদৈবিক।

জ্বরাদি রোগ, প্রিয় বস্তুর বিয়োগ ও অপ্রিয় বস্তুর সংঘটন এবং কাম, ক্রোধ, লোভাদি দ্বারা যে সকল দুঃখের উৎপত্তি হয় তাহার নাম "আধ্যাত্মিক দুঃখ"। অগ্নি, বায়ু, জলাদি স্থাবর ও পশু, পক্ষী, কীটাদি অস্থাবর বস্তু হইতে যে সমস্ত যন্ত্রণা সংঘটিত হয় তাহাকে আধিভৌতিক দুঃখ বলে। আর শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা, বজ্রপাতাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখ সমুদয়ের নাম "আধিদৈবিক দুঃখ"।

দুঃখত্রয়ম্। আধ্যাত্মিকং আধিভৌতিকং আধিদৈবিকঞ্চেতি। তত্রাধ্যাত্মিকং দ্বিবিধং শারীরং মানসঞ্চেতি। শারীরং বাতপিত্তশ্লেষ্মবিপর্য্যয়কৃতং জ্বরাতিসারাদি। মানসং প্রিয়বিয়োগাপ্রিয়সংযোগাদি। আধিভৌতিকং চতুর্ব্বিধং

ভূতগ্রামনিমিত্তং মনুষ্যপশুমৃগপক্ষিশরীসৃপদংশমশকযূকামৎ-কুণমৎস্যমকরগ্রাহস্থাবরেভ্যো জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জেভ্যঃ সকাশাদুপজায়তে। আধিদৈবিকং। দেবানামিদং দৈবিকং। দিবঃ প্রভবতীতি বা দৈবং তদধিকৃত্য যদুপজায়তে শীতোষ্ণ-বাতবর্ষাশনিপাতাদিকং।

উক্ত তিন জাতীয় দুঃখের মধ্যে আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার (১) শারীরিক এবং (২) মানসিক, বাত পিত্ত ও শ্লেষ্ম ধাতুর ব্যতিক্রম জনিত জ্বরাতিসার প্রভৃতি রোগই শারীরিক দুঃখ। স্ত্রী, পুত্র, ধনাদি প্রিয় পদার্থের বিয়োগ এবং বন্দীদশা ও অপযশাদি অপ্রিয় ঘটনার নাম মানসিক দুঃখ। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ জনিত চারি প্রকার দুঃখকে আধি-ভৌতিক দুঃখ কহে। উহা মানব, পশু, মৃগ, পক্ষী, দংশ, মশক, সরীসৃপ, উৎকুণ, মৎস্য, মকর, কুম্ভীর ও বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়। দেবতা অথবা দিব অর্থাৎ আকাশ হইতে উৎপন্ন দুঃখকে আধিদৈবিক দুঃখ কহে; যেমন শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা, বজ্রপাতাদি নিবন্ধন দুঃখ।

এই ত্রিতাপ নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণই সাঙ্খ্য দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

"দুঃখত্রয়াভিঘাতা জিজ্ঞাসা॥"

সাংখ্যকারিকা। ১।

ত্রিবিধ দুঃখ বিনাশের উপায় জিজ্ঞাস্য।

সাঙ্খ্য-দর্শনের উপদেশ অনুসারে বিবেক অর্থাৎ তত্ত্ব-জ্ঞানই উক্ত ত্রিতাপ হইতে মুক্তি সাধনের উপায়। তত্ত্বজ্ঞান-জন্মিলে মানবাত্মার ঐ ত্রিতাপ জনিত সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রণার

অবসান হয়। জীবের সুখ দুঃখ পূর্ব্বোল্লিখিত মূল প্রকৃতির কার্য্য। ঐ উভয়ের নিঃশেষ নিবৃত্তি হওয়াকেই মুক্তি কহে। তত্ত্বজ্ঞানই এক মাত্র ঐ মুক্তির হেতু এবং উপায়। প্রকৃতি হইতে পুরু-ষের ভেদ-জ্ঞানকেই তত্ত্বজ্ঞান কহে।

সাঙ্খ্য দর্শন অনুসারে ধর্ম্ম দুই জাতীয়।

(১) অভ্যুদয় হেতু।

(২) নিঃশ্রেয়স হেতু।

যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যে ধর্ম্ম সাধন হয়, তাহাকে অভ্যু-দয় হেতু বলে; তদ্দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সুখ লাভ হয়। এবং অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান দ্বারা যে ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, তাহাকে নিঃশ্রেয়স হেতু কহে; উহার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া মুক্তি লাভ হয়।

যেরূপ জ্ঞানের আবির্ভাব হইলে মুক্তি লাভ হয় সাঙ্খ্য-কারিকায় তাহা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

"এবংতত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি নাহমিত্যপরিশেষং অবিপর্য্যয়াদ্বি-শুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্।

সাঙ্খ্যকারিকা। ৬৪।

এই তত্ত্বের অনুশীলন দ্বারা "আমি নাই," "আমার শরীর নাই" কেননা "আমি ভিন্ন" "শরীর ভিন্ন; এবং আমি অহ-ঙ্কার-বর্জ্জিত এই চরম সিদ্ধান্ত এবং নিরসংশয়িতা-প্রযুক্ত নির্ম্মল বিবেকের" উদ্ভব হয়। এবং এই বিবেক জন্মিলেই সকল প্রকার দুঃখ তিরোহিত হইয়া মুক্তি লাভ হয়।

বৈশেষিক-দর্শন।

পরমানুবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করাই বৈশেষিক

দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য; পরমাণুর ব্যষ্টি অথবা সমষ্টিভাব এই অখিল প্রপঞ্চের মূল ও অদ্বিতীয় কারণ, মহর্ষি কণাদ আপনার বৈশেষিক দর্শনে, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন পরমাণু "সদকারণবন্নিত্যম্", পরমাণু সৎ-স্বরূপ, নিত্যপদার্থ, ইহার আর অপর কারণ নাই, ইহাই মূল।

পরমাণুর আকার ইন্দ্রিয়াদির অগ্রাহ্য, সুতরাং ক্ষিত্যপ্-তেজঃ প্রভৃতি আদি উপাদান সমূহের পরমাণুর প্রকৃতিগত স্বতন্ত্রতা কিরূপে উপলব্ধি হয়, এই প্রশ্ন মীমাংসায়, কণাদঋষি একটি অসন্দেহ পূর্ব্ব যুক্তি প্রদান করিয়াছেন ;—তিনি বলেন বিভিন্ন জাতীয় ভৌতিক পদার্থের পরমাণু-মাত্রেই "বিশেষ" নামে একটী পদার্থ (শক্তি) আছে, তাহারই প্রভাবে, ভিন্ন জাতীয় উপাদানের পরমাণু স্বতন্ত্র-প্রকৃতি বলিয়া প্রতীত হয়। এই "বিশেষ" পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া কণাদ প্রবর্ত্তিত দর্শন, "বৈশাষিক দর্শন" নামে অভিহিত।

পৃথিব্যাপোস্তেজোবায়ুরাকাশংকালদিগাত্মামনইতি দ্রব্যানি ;—

বৈশেষিক দার্শনিকেরা, মৃত্তিকা, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ কাল, দিক্, আত্মা, মন, এইগুলিকে দ্রব্য-পদার্থ নামে অভিহিত করেন। তন্মধ্যে, মৃত্তিকা জল, তেজ, বায়ু প্রথমোক্ত এই চারিটি দ্রব্য পদার্থের ব্যষ্টি পরমাণু নিত্য, আর তাহাদিগের পরমাণু-সমষ্টি, অনিত্য। অবশিষ্ট পাঁচটি দ্রব্য-পদার্থ, নিত্য।

আণবিক-নিত্যতা সম্বন্ধে কণাদের মত সর্ব্ব-বাদি-সম্মত।

"পরমাণুর উৎপত্তি অথবা বিনাশ নাই" একথা কেহই অস্বীকার করেন্ না। আমরা সচরাচর যে বিনাশের কথা বলিয়া থাকি তাহা পরমাণুর বিনাশ নহে, পরমাণু সমষ্টির রূপান্তর প্রাপ্তি মাত্র। কোন জড়-শরীর বিনষ্ট হইলে তাহার কারণ-ভূত অসংখ্য পরমাণুর একটিরও বিনাশ হয়না, কেবল তাহা-দিগের তৎসাময়িক সংহতির বিশ্লেষণ হয় মাত্র। বিনাশোন্মুখ দেহগত ভিন্ন জাতীয় পরমাণু, দেহ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া স্বজাতীয় উপাদানে সম্মিলিত হয়।

এই রূপ বিনাশ অথবা রূপান্তর সংঘটন হয় বলিয়া বৈশেষিক দর্শনে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু এই চারিটি দ্রব্য-পদার্থের প্রত্যেককে, দ্বিবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, নিত্য ও অনিত্য।

"নিত্যানিত্যাচ সাদ্বেধা নিত্যাস্যাদণুলক্ষণা।
অনিত্যাতু তদন্যাস্যাৎ সৈবায়বযোগিনী ॥"

নিত্য ও অনিত্য বিধায়ে পৃথিবী দ্বিবিধ পৃথিবীর পরমাণু নিত্য আর তাহার পরমাণু সমষ্টি, সুতরাং অবয়ব বিশিষ্ট মৃন্ময় দ্রব্যাদি সমুদয় অনিত্য।

এইরূপে জল, বায়ু এবং তেজঃ। এই তিনটি, নিত্য ও অনিত্য হেতু দ্বিবিধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

মহর্ষি কণাদ মনকে, সূক্ষ্ম পরমাণু-বিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন! এই তাঁহার পরমাণুবাদ সমর্থনতার পরাকাষ্ঠা। এখন আমাদিগের ইহাতে আর স্তম্ভিত হইবার আবশ্যক নাই। এক্ষণে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের সাধারণ মত সর্ব্বাংশে এই পরমাণু-বাদের পোষকতা করে।

"জলত্বং দ্বিবিধং নিত্যমনিত্যঞ্চ। পরমাণুরূপং নিত্যম্।

দ্বণুকাদিকম্ সর্ব্বমনিত্যম্ অবয়বসমবেতঞ্চ।”

সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী।

জল দুই প্রকার; নিত্য ও অনিত্য। জলের পরমাণু নিত্য আর একাধিক পরমাণু সংগঠিত সমুদয় অবয়ব-বিশিষ্ট জলীয় দ্রব্য অনিত্য।

“তদ্দ্বিবিধং নিত্যম্ অনিত্যঞ্চ। নিত্যং পরমাণুরূপং তদন্যদনিত্যং অবয়বি।”—(সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী)

তাহা (তেজঃ) দ্বিবিধ; নিত্য ও অনিত্য। তেজঃ পরমাণু-নিত্য। আর সমুদয় তেজঃ-অবয়ব অনিত্য।

“বায়ুর্দ্বিবিধ নিত্যোঽনিত্যশ্চ। পরমাণুরূপোনিত্য-স্তদন্যোঽনিত্যঃ সমবেতশ্চ।”—(সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী)।

নিত্য ও অনিত্য এই দুই প্রকার বায়ু। বায়ুপরমাণু নিত্য; আর তাহার পরমাণু সমষ্টি অনিত্য।

বৈশেষিক মতে পদার্থ সপ্ত প্রকার। পূর্ব্বে দ্রব্য পদার্থের বিষয় বিবৃত হইয়াছে। অপর ছয় প্রকার পদার্থ, যথা;—গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিয়োগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, শব্দ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার পাপ, ও পুণ্য এই চতুর্ব্বিংশতিটি গুণ পদার্থ।

উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ, ও গমন এই পঞ্চ প্রকার কর্ম্ম পদার্থ।

বস্তুর জাতি, অর্থাৎ তাহাদিগের সাধারণ ধর্ম্ম, সামান্য পদার্থ। যেমন গো জাতির সাধারণ ধর্ম্ম গোত্ব, ঘট জাতির

সাধারণ ধর্ম্ম ঘটত্ব।

ভিন্ন জাতীয় পরমাণুর প্রকৃতিগত ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণের নাম বিশেষ-পদার্থ।

সম্বন্ধ বিশেষের নাম সমবায়;—গুণ-বিশিষ্ট দ্রব্যের সহিত গুণের সম্বন্ধ, জড়ের সহিত জড়-গত পরমাণুর সম্বন্ধ; বস্ত্রের সহিত বস্ত্র নিহিত সূত্রের সম্বন্ধ; পদার্থের সহিত তাহার অংশের সম্বন্ধ; জাতির সহিত জাতিগত ব্যক্তির সম্বন্ধ; প্রভৃতি সম্বন্ধের নাম সমবায়।

অভাব চতুর্ব্বিধ;—(১) প্রাগভাব (২) ধ্বংসাভাব (৩) ভেদাভাব (৪) অত্যন্তাভাব।

(১) প্রাগভাব;—কোন পদার্থ উৎপন্ন বা নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে, সেই বস্তুর অভাব।

(২) ধ্বংসাভাব;—কোন পদার্থ বিনষ্ট হইবার পর তাহার অভাব।

(৩) ভেদাভাব;—এক পদার্থ, অপর পদার্থ নহে (ঘট, পুষ্প নহে) এই প্রকার বস্তুদ্বয়ের প্রভেদ বোধক অভাব।

(৪) অত্যন্তাভাব;—'এ গৃহে ঘট' নাই বলিলে যে প্রকার অভাব বোধ হয়।

তত্ত্ব-জ্ঞানোৎপত্তি সম্বন্ধে মহর্ষি কণাদের মত অনুধাবন করিয়া দেখিলেই প্রতীত হইবে যে অধুনাতন থিওসফি সর্ব্বাংশে সেই মতেরই অনুসরণ করিয়াছে। বৈশেষিক দর্শনের ১অ। ১আ। ৪সূত্রে লিখিত আছে:—

"ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্।"

ধর্ম্ম-বিশেষ হইতে তত্ত্বজ্ঞান উদ্ভূত হয় এবং তত্ত্বজ্ঞান হইতে দুঃখাদির অত্যন্তাভাব হইয়া থাকে। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ সমবায় এই কয়েকটি পদার্থের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য হইতে উক্ত তত্ত্ব-জ্ঞানের উদ্ভব হয়

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে কনাদ ঋষির 'ধর্ম্ম' শব্দের সার্থকতা কি? তিনি বলেন, "যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ"।

যাহা হইতে অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ স্বর্গ এবং অপবর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহারই নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্ম দ্বিবিধ, অভ্যুদয় হেতু এবং নিঃশ্রেয়স-হেতু; এতদুভয় মধ্যে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তি পরম পুরুষার্থ। সম্পূর্ণরূপ দুঃখ-নিবৃত্তিই মুক্তি। শরীরিদিগের সর্ব্বাঙ্গীন দুঃখ নাশ অসম্ভব। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মা কোন দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে তৎকাল পর্য্যন্ত তাহা মায়ামোহাদিজনিত দুঃখ মিশ্রিত থাকে; নিরবলম্বনে আত্মার অবস্থিতি ভিন্ন মুক্তি লাভ হয় না। "অয়মেব শরীর মনোবিভাগঃ"।

শরীর ও মনের বিভাগই (পৃথগবস্থানই) মোক্ষ।

কিন্তু শরীর ও মনের বিভাগ সাধন, স্বতই সম্পন্ন হয় না। তজ্জন্য কতকগুলি অনুষ্ঠানের আবশ্যক। সেই অনুষ্ঠান গুলির সাধারণ নাম আত্ম-কর্ম্ম। এই কর্ম্ম সম্পন্ন হইলেই মোক্ষ লাভ হয়।

"আত্মকর্ম্মসু মোক্ষঃ"

শ্রবণ, মনন, যোগাভ্যাস, নিদিধ্যাসন, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি বিষয় আত্ম-কর্ম্মের অঙ্গ। এই সমস্ত আত্ম-কর্ম্ম-

সম্পন্ন হইলে, তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয়, অর্থাৎ দেহাদি যে আত্ম নয় এইরূপ অভ্রান্ত জ্ঞানোদয় হয়। তখন আর শোক, মোহ, রাগ, দ্বেষ, প্রভৃতি কিছুই থাকে না। সেই সঙ্গে কাম্যের (আকাঙ্খার) ও বিনাশ হয় সুতরাং আর জন্মগ্রহণ হয় না। তখন আত্মা অশরীরী হয় তাহাতে আর কোনরূপ দুঃখ আশ্রয় করিতে পায়না। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীন দূঃখ-নিবৃত্তি অবস্থাই মোক্ষ।

ন্যায়-দর্শন।

মহর্ষি গোতম ন্যায়-দর্শনের প্রণেতা। ইহার অপর নাম অক্ষপাদ-দর্শন। তর্ক-প্রণালীর পন্থা এবং প্রকরণ উদ্ভাবন করাই এই দর্শনের উদ্দেশ্য। আত্মা, শরীর, মন, ইন্দ্রিয়, বিষয়, অপবর্গ, মোক্ষ প্রভৃতি অতি গুরুতর ব্যাপার সমূহ এই তর্ক প্রণালীর বিবেচ্য বিষয়।

বৈশেষিক ও ন্যায়-দর্শনের প্রায় সর্ব্বত্রই মতের সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। বৈশেষিক মতাবলম্বিদিগের ন্যায় নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা ও পরমাণুবাদ সমর্থন করেন। কেবল বৈশেষিক দর্শনোক্ত "বিশেষ" পদার্থ তাঁহারা স্বীকার করেন না। ক্ষিত্যাদি মৌলিক পদার্থ চতুষ্টয়ের পরমাণুর ব্যষ্টি সমষ্টি ভাব সম্বন্ধে উভয়ত্রই মতের একতা দেখিতে পাওয়া যায়।

মহর্ষি গোতম তর্ক বা বিচার প্রনালী ষোড়াশাঙ্গে, বিভক্ত করিয়াছেন। এবং এই বিভাগের ষোড়শঅঙ্গকে, ষোড়শ পদার্থ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রমাণ, প্রমেয়, সিদ্ধান্ত, প্রভৃতি প্রত্যেকে এক একটি পদার্থ। যাহা দ্বারা বস্তু

বিশেষ নির্ণীত হয় তাহার নাম প্রমাণ, যেমন;—প্রত্যক্ষ অনুমান, উপমান ও শব্দ। ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষ ও অনুমানই সারবান্ প্রমাণ। "অনুমান-খণ্ড" ন্যায়দর্শনের উৎকৃষ্ট অংশ।

কার্য্য (Effect) দেখিয়া কারণ (Cause) অনুসন্ধান করা-কেই অনুমান বলে। ইহা পঞ্চাঙ্গ বিশিষ্ট, যথা ;—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় এবং নিগমন। ব্যাপ্য, ব্যাপক এবং সাধ্য, সাধন, এই কার্য্য কারণের নামান্তর মাত্র।

কোন জ্ঞাত বস্তুর সাদৃশ্য অবলম্বনে অন্য কোন জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞান-সাধনকে উপমান বলে।

আপ্ত বস্তুর উপদেশককে শব্দ বলে।—

"আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ

বৈশেষিক পণ্ডিতেরা "উপমান" এবং "শব্দ"কে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না।

প্রমাণ দ্বারা যে সকল বিষয়ের নিশ্চয়-জ্ঞান হয় নৈয়ায়িকেরা তাহাকে প্রমেয় বিষয় বলেন। ইঁহাদিগের মতে প্রমেয় বিষয় দ্বাদশ প্রকার :—

"আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিমনঃপ্রবৃত্তিদোষপ্রেত্যভাব-ফলদুঃখাপবর্গস্তু প্রমেয়ম্।"

ন্যায়সূত্র। ১। ৯।

আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়-বিষয়, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ, অপবর্গ, ইহারাই প্রমেয় বিষয়।

এতদ্ব্যতীত, সংশয়, প্রয়োজন, বাদ, বিতণ্ডা প্রভৃতি আরও ত্রয়োদশ পদার্থ ইঁহাদের স্বীকার্য্য। এগুলি বিচারাঙ্গ সুতরাং ইহাদিগের উদ্দেশ্য কেবল মাত্র তর্ক প্রণালীর বৃদ্ধি

সাধন। মুমুক্ষুদিগের পক্ষে এই সমস্ত পদার্থ, অর্থাৎ বিচারাঙ্গ-জ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনীয়, যে হেতু তদ্দ্বারা শরীর এবং অশরীরী আত্মার পৃথগ্‌ভাব জ্ঞান লাভ হয় এবং সেই জ্ঞানই মুক্তির প্রধানতম সাধন।

"দোষনিমিত্তানাং তত্ত্বজ্ঞানাদহঙ্কারনিবৃত্তি।"

৪অ। ৬৮ সু।

দোষাকর অর্থাৎ দুঃখ মোহাদির আধার ভূত জড়শরীরের তত্ত্ব-জ্ঞান (শরীর আত্মা নয় এইরূপ অভ্রান্ত জ্ঞান) জন্মিলে, অহঙ্কারের (আমি করিতেছি, আমার হস্ত, আমার পুত্র ইত্যাকার জ্ঞান) নিবৃত্তি হয়। এই ভ্রান্ত-জ্ঞান নিবৃত্তির নামই বিবেক।

"অস্মন্মতেতু দেহাদিভিন্নাত্মসাক্ষাৎকারঃ।"

১১১ ন্যায় বৃত্তি।

আমাদিগের মতে দেহাদি হইতে ভিন্ন, জীবাত্মার সাক্ষাৎ-করাই বিবেক। এই তত্ত্বজ্ঞান অথবা বিবেক উৎপত্তির পন্থা, ন্যায়দর্শনে এই রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"সমাধিবিশেষাভ্যাসাৎ।"

ন্যা, সূ, ৪ অ, ১০৩।

সমাধি বিশেষের অভ্যাস হইলে তত্ত্ব জ্ঞানের উদ্ভব হয়।

যোগ সাধন যে তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভ পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, নৈয়ায়িকেরা তাহা স্পষ্টতঃ স্বীকার করেন।

মীমাংসা-দর্শন।

মীমাংসা-দর্শন মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত। পূর্ব্ব-বিবৃত দর্শন সমূহে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হইয়াছে, ইহাতে তদতিরিক্ত ব্যক্তব্য বা জ্ঞাতব্য আর কিছুই নাই। সুতরাং ইহার সমধিক সমালোচন অনাবশ্যক।

মীমাংসা-দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য, শ্রুতি-বিশেষের অর্থ সমর্থন ও স্থল বিশেষে শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ-ভঞ্জন করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করা। এই দর্শনে কর্ম্ম-কাণ্ড বিষয়ক শ্রুতিরই সমধিক আন্দোলন, বিচার, ও মীমাংসা করা হইয়াছে। এই নিমিত্ত অনেকে এই দর্শনকে কর্ম্ম মীমাংসা বলে; ইহার মতে "কর্ম্মৈক ফলপ্রদঃ।" যথাবিধি বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, তৎ কর্ম্ম জনিত ফল লাভ নিশ্চয়ই হইয়া থাকে, এই ইহার শিক্ষার সার। বোধ হয় কালিদাস এই মীমাংসা দর্শন পাঠ করিয়াই লিখিয়াছেন :—

"নমোস্যামো দেবান্ ননু হতবিধেস্তেঽপি বশগাঃ
বিধির্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়ত কর্ম্মৈক ফলদঃ।
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চবিধিনা
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি" ॥

দেবগণকে প্রণাম করিব, কিন্তু তাহাতে ফল কি, যে হেতু তাঁহারা হতবিধির বশবর্ত্তী; তবে বিধাতারই বন্দনা করি, কিন্তু সেই বিধিও কেবল মাত্র কর্ম্ম-জন্য ফলদ, আর সেই ফল কর্ম্মায়ত্ত। তবে অমরগণকে প্রণাম করিয়া কি ফল? বিধাতাকেই বা কেন প্রণাম করিব? কর্ম্মই আমার নমস্য, স্বয়ং

বিধাতা যে কর্ম্মফলের উপর প্রভুত্ব করিতে পারেন না।

ন্যায়শাস্ত্রের অনুমানের ন্যায়, মীমাংসা শাস্ত্রোক্ত অধিকরণেরও পাঁচটি অঙ্গ;—বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তর ও সঙ্গতি।

মীমাংসা-দর্শনের মতে শব্দ নিত্য পদার্থ, তৎপ্রমাণে লিখিত আছে "নিত্যস্তু স্যাদ্দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ'।

শব্দের নিত্যতার প্রতি কারণ এই যে, অপরকে শব্দ বিশেষের অর্থ গ্রহণ করাইবার জন্যই তত্তৎ শব্দ উচ্চারিত হইয়া থাকে। উচ্চারণ মাত্রেই শব্দের বিনাশ ঘটিলে, কেহ কখন কাহাকে কোন শব্দের অর্থ বোধ করাইতে পারিত না।

এই দর্শনে আমাদের উদ্দেশ্য-সাধক অপর কোন রূপ প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ নাই। সুতরাং ইহার সমধিক আলোচনা আমাদের বর্ত্তমান পক্ষে অনাবশ্যক।

পাতঞ্জল দর্শন।

পতঞ্জলি নামক মহর্ষি এই দর্শনের রচয়িতা; এই নিমিত্ত ইহার নাম পাতঞ্জল দর্শন। যোগতত্ত্ব নিরূপণই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। জ্ঞান কাণ্ডের পর্য্যালোচনায় ও ইহা পরিপূর্ণ। সাঙ্খ্য দর্শনের সহিত জ্ঞান কাণ্ডে ইহার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। সাঙ্খ্য দর্শনের ন্যায় ইহাতেও পুরুষ প্রকৃতি প্রভৃতি পঞ্চবিংশতিটি মূল তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এবং তদতিরিক্ত অন্য এক "মহা-তত্ত্ব" অর্থাৎ ঈশ্বর ধরিয়া এই দর্শনানুসারে মূল তত্ত্বের সংখ্যা ষড়বিংশতি। পাতঞ্জল দর্শনে মহাতত্ত্বের এই রূপ ব্যাখ্যান আছে।

ঈশ্বর ষড়বিংশ তত্ত্ব। তিনি ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক, ও

আশয় বর্জ্জিত। ব্রহ্মাণ্ড সৃজনের নিমিত্ত স্বীয় ইচ্ছানুসারে শরীর ধারণ করিয়া বৈদিক ও লৌকিক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন এবং সংসার-অনলে দহ্যমান জীবগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন। পূর্ব্বোক্ত ক্লেশ, বিপাক এবং আশয়ের রূপ এবং শ্রেণী ভেদ এইরূপ যথা :—

(ক) ক্লেশ পাঁচ প্রকার

(১) অনিত্যে নিত্যবোধ, দুঃখে সুখবোধ প্রভৃতি ভ্রম জনিত ক্লেশ।

(২) আমি দেহাদির স্বরূপ এইরূপ অনুভূতি।

(৩) রাগ।

(৪) দ্বেষ।

(৫) মরণ ত্রাস।

(খ) বিপাক, জন্ম, আয়ু ও সুখ-দুঃখ ভোগ রূপ কর্ম্মফল।

(গ) আশয়-কর্ম্ম জনিত বাসনা নামক সংস্কার বিশেষ। উহা অন্তঃকরণে অবস্থিতি করে এবং উহা হইতে কর্ম্ম ফলের উদ্ভব হয়।

তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পরম পুরুষার্থ লাভ হইয়া ঐ সমুদয় যন্ত্রনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, ইহা পাতঞ্জল দর্শনের প্রধান নির্দ্দেশ। জীবাত্মা বা পুরুষ এই জড় জগৎ হইতে সম্পুর্ণ পৃথক এইরূপ জ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেক কহে। জীব স্বভাবতই চিন্ময় মাত্র ; অজ্ঞানতা নিবন্ধন অহঙ্কারী হইয়া অর্থাৎ আপনাকে কর্ত্তা ভোক্তা বোধ করিয়া ঐ জীব, মায়া মোহ জনিত কর্ম্ম ফল ভোগ করে। কিন্তু যখন ঐ জীবের তত্ত্বজ্ঞানের উদ্রেক হইয়া তাহার চিত্তে এই

রূপ ভাবে জন্মে যে, আমি, যাহা কিছু জ্ঞাত হইবার আছে সে সমুদয় তত্ত্বই জানিয়াছি। আমার সর্ব্ব প্রকার দুঃখ ও ইষ্টানিষ্ট লয় পাইয়াছে; আমার বুদ্ধির গুণ সকল চরিতার্থ হইয়াছে। আমার সমাধি সুসম্পন্ন হইয়া স্বীয় প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। তখনই তাহার কৈবল্য বা মুক্তি লাভ হয়।

যোগ সম্বন্ধে পাতঞ্জল দর্শনে মানসিক একাগ্রতা সাধনের এই রূপ লক্ষণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে; যে মানবের নানা রূপ মনোবৃত্তি; এবং ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির পরিচালনার নিমিত্ত জাগতিক ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নির্দ্দিষ্ট আছে; যেমন দৃষ্টির বিষয় আকৃতি, শ্রবনের বিষয় শব্দ, ঘ্রানের বিষয় গন্ধ ইত্যাদি। চিত্তকে ঐ সকল পদার্থ হইতে নিবৃত্ত করিয়া ঈশ্বরাদি ধ্যেয় বস্তুতে সংস্থাপন পূর্ব্বক একান্ত চিত্তে তাহার ধ্যান করাকে যোগ বলে। এই যোগের, যোগনিয়মাদি আটটি লক্ষণ আছে। বিজ্ঞান ভিক্ষু কৃত যোগবার্ত্তিক, পতঞ্জলি কৃত যোগ সূত্র, ভোজরাজরণরঙ্গমল্লকৃত রাজ মার্ত্তণ্ড এবং হঠ প্রদীপিকা, দত্তাত্রেয়সংহিতা, গোরক্ষসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে এই যোগ তত্ত্বের সবিশেষ অনুশীলন বর্ণিত আছে। এতদ্ব্যতীত ষট্‌চক্রভেদ নামক গ্রন্থে ইহার সাধারণের বোধগম্য সহজ পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। ক্রমে যথা যথ ইহাদিগের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইতেছে।

যোগ-তত্ত্ব।

মহাত্মাগণের উপদেশ ব্যতীত যৌগিক অনুষ্ঠান বা তৎসম্বন্ধীয় ক্রিয়াকাণ্ড সমূহ, সাধারণ মানবগণ হৃদয়ঙ্গম বা অভ্যাস

করিতে পারে না। তবে হঠপ্রদীপিকা দত্তাত্রেয়সংহিতা, গোরক্ষসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে যোগ সম্বন্ধে যে সকল প্রণালী নির্দ্দিষ্ট এবং যে সকল পন্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহা জ্ঞাত হইলে যোগের কিঞ্চিৎ আভাস এবং ধারণা লাভ করিতে পারা যায়। যোগ-প্রক্রিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে আচার্য্যের উপদেশ এবং প্রথম অবস্থায় ষড়চক্র ভেদ নামক গ্রন্থে উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বনই প্রশস্ত। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থত্রয়ে আসন প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগ প্রণালীর সর্ব্ব প্রকার অঙ্গের সবিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। সহজানন্দ চিন্তামণি স্বাত্মারাম যোগীন্দ্রের কৃত হঠপ্রদীপিকা গ্রন্থ, প্রধান চারিটি উপদেশে পূর্ণ। প্রথম প্রকরণে প্রধান হঠ যোগীদিগের নাম; যোগ-সাধনের অনুকূল এবং প্রতিকুল ক্রিয়া সকলের নির্ণয়; যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম এই চারিজাতীয় যোগাঙ্গ এবং যোগাকারের লক্ষণ ও যোগিগণের ভোজন প্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে, কয়েক জাতীয় কুম্ভক এবং ধৌতী বস্তী প্রভৃতি ষট্ কর্ম্মের লক্ষণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তৃতীয় উপদেশে, দশ জাতীয় মুদ্রাসাধনের বিষয় বিবৃত আছে। এবং চতুর্থ প্রকরণে, নানাবিধ সিদ্ধাবস্থা ও সমাধির বিষয় লিখিত আছে। পূর্ব্বে আসন প্রাণায়ামাদির লক্ষণের আভাস প্রদান করিয়াছি। ষট্ চক্র ভেদের সবিশেষ ব্যাখ্যানকালে উহা আরও বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইবে। এবং তদ্দ্বারা পাঠক যোগসাধনের পক্ষে উহারা যে কিরূপ প্রয়োজনীয় অঙ্গ, তাহা অনুধাবন করিতে সমর্থ হইবেন।

দত্তাত্রেয় সংহিতার মন্ত্রযোগের সবিস্তার বর্ণনা এবং

নাসাগ্রভাগে দৃষ্টি, ভূমিতে শয়ন, মৃত্যুঞ্জয় ধ্যান প্রভৃতি লয় যোগের সমুদয় প্রক্রিয়া এবং পর্য্যায়ক্রমে অষ্টাঙ্গ হঠযোগের বিস্তারিত বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

যোগতন্ত্রে অধিকার লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তত্বজ্ঞান লাভ আবশ্যক। একথা বারম্বার উল্লিখিত হইয়াছে যে, তত্ব-জ্ঞানে অধিকার না জন্মিলে যোগসাধনের চেষ্টা, যাদুকরের ভোজ বিদ্যায় পরিনত হয়। মহাত্মাগণ এই নিমিত্ত চেলাগণকে সর্ব্ব প্রথমে জ্ঞান লাভের নিমিত্ত উপদেশ ও আদেশ দিয়া থাকেন। এই তত্বজ্ঞান কেবল এক মাত্র আর্য্যভাণ্ডারে নিহিত আছে। বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনে তাহার স্বরূপ অবগত হইতে পারা যায়। এই নিমিত্তই সর্ব্ব প্রথমে তাহার ব্যাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে। এবং তাহাদ্বারা যোগসাধনোপযোগী পন্থা কথঞ্চিৎ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যোগ পন্থাবলম্বী শিষ্য প্রথমত উক্ত জ্ঞানকে সর্ব্বতোভাবে স্বীয় আয়ত্তাধীন করিয়া বাহিকে কিরূপ আচরণ ও প্রক্রিয়া সমূহ অবলম্বন করিবেন তাহা অতঃপর বিবৃত হইতেছে।

যোগশাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে যোগপন্থাব-লম্বিগণ উপদ্রব হীন নিভৃত স্থলে আপন কুটীর বা বাসস্থান নির্ম্মান করিয়া তন্মধ্যে যোগ অভ্যাস করিবেন।

"সুরাজ্যে ধার্ম্মিকে দেশে সুভিক্ষে নিরুপদ্রবে।
একান্ত মাঠিকা মধ্যে স্থাতব্যম্ হঠযোগিনাম্॥"

হঠপ্রদীপিকা।

অর্থাৎ যে স্থলে অধিক পরিমাণে ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ বাস করেন এবং উত্তম রূপ ভিক্ষা পাওয়া যায়, এই রূপ নিরু-

পদ্রব সুরাক্ষিত যোগ মঠে নিভৃত স্থানে, হঠযোগী যোগ করিবেন। হঠপ্রদীপিকা গ্রন্থে এই মঠ নির্ম্মানের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে।

"স্বল্পদ্বারমরন্ধ্রগর্ত্তপিটকং নাত্যুচ্চনীচায়তম্
সম্যগ্গোময়সান্দ্রলিপ্তমমলং নিঃশেষবাধোজ্ঝিতম্
বাহ্যেমণ্ডপকূপবেদিরচিতম্ প্রাকারসম্বেষ্টিতম্
প্রোক্তং যোগমঠস্য লক্ষনমিদং সিদ্ধৈর্হঠাভ্যাসিভিঃ।

হঠপ্রদীপিকা।

যোগ মঠের দ্বার ক্ষুদ্র হওয়া আবশ্যক; উহা রন্ধ্রহীন গর্ত্ত বিশিষ্ট এবং অতিশয় উচ্চ বা অতিশয় নিম্ন হইবে না। উক্ত মঠ সর্ব্বোতোভাবে গোময় লিপ্ত, পরিস্কৃত, এবং যোগ সাধনের প্রতিবন্ধক পদার্থ বিহীন হইবে। উহার বহির্ভাগে মণ্ডপ, কূপ ও বেদি নির্ম্মান করিতে হইবে এবং সমগ্র মঠ বিশেষ রূপে প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবে। এই রূপ মঠ সর্ব্বদা পরিস্কৃত এবং গন্ধদ্রব্য দ্বারা সুবাসিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

আহার বিহার সম্বন্ধে যোগ অনুষ্ঠাতাগণের সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যোগসাধনের নিমিত্ত শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার শক্তিই বিলক্ষণ আবশ্যক হয়। এই নিমিত্তই ভোজন সম্বন্ধে যোগিগণের বিশেষ বিশেষ কঠোর নিয়ম সমূহ প্রতিপালন করা উচিত। অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত এই চারি জাতীয় আস্বাদ বিশিষ্ট পদার্থ এবং মৎস্য, মাংস, মদ্য প্রভৃতি ইহাদের অখাদ্য।

"কট্বম্লতিক্তলবণোষ্ণহরীতশাক-
সৌবীরতৈলতিলসর্ষপমৎস্যমদ্যং।

অজাদিমাংসদধিতক্রকুলথকোল
পিন্যাকহিঙ্গু লশুনাদ্যমপথ্যমাহুঃ ॥”

হঠ প্রদীপিকা।

অর্থাৎ কটু, অম্ল, তিক্ত, লবন, উষ্ণ দ্রব্য, হরীত শাক, বদরী ফল, তৈল, তিল, সর্ষপ, মৎস্য, মদ্য, ছাগাদির মাংস, দধি, তক্র, কুল কলায়, বরাহমাংস, পিন্যাক, হিঙ্গু লশুন প্রভৃতি পদার্থ যোগিদিগের কুপথ্য।

গোধূম, শালি ধান্য, যব, ষষ্টিক ধান্য রূপ সুচারু অন্ন ক্ষীর, অখণ্ড নবনীত, চিনি, মধু, শুণ্ঠী কপোলোক ফল পঞ্চশাক, মুদ্গ আদি দ্রব্য এবং উৎকৃষ্ট জল যোগিগণের সুপথ্য

“গোধূমশালিযবষাষ্টিকশোভনান্নম্
ক্ষীরাদ্যখণ্ডনবনীতসিতামধূনি।
সুন্ঠী কপোলকফাদিকপঞ্চশাকম
মুদ্গাদিদিব্যমুদকঞ্চযমীন্দ্রপথ্যম্ ॥” হঠপ্রদীপিকা

কিন্তু প্রথম অভ্যাস কালে কেবল মাত্র দুগ্ধ ও জল পান প্রশস্ত। বিশেষ রূপে অভ্যস্ত হইলে আর এনিয়ম প্র পালন করিবার আবশ্যকতা নাই।

“অভ্যাসকালে প্রথমে শস্তংক্ষীরাম্বু ভোজনম্।
ততোঽভ্যাসে দৃঢ়ীভূতে নতাদৃঙ্ নিয়মগ্রহঃ ॥”

হঠপ্রদীপিকা।

যোগ অভ্যাসকালে কোনমতেই স্ত্রী সংসর্গ বিধেয় না এ সম্বন্ধে দত্তাত্রেয় সংহিতায় এই রূপ নিষেধ বিধি আছে।

যদি সঙ্গংকরোত্যেব বিন্দুস্তস্য বিনশ্যতি।
আয়ুঃক্ষয়োবিন্দুহানাদসামর্থ্যঞ্চজায়তে ॥

তস্মাৎ স্ত্রীনাংসঙ্গবর্জ্যং কুর্য্যাদভ্যাসমাদরাৎ।
যোগিনোঙ্গস্য সিদ্ধিঃ স্যাৎ সততং বিন্দুধারণাৎ॥
দত্তাত্রেয়সংহিতা

অর্থাৎ স্ত্রী-সংসর্গ করিলে বিন্দু ক্ষয় হয় এবং বিন্দু ক্ষয় হইলে আয়ু-ধ্বংশ হয় ও বীর্য্য-ক্ষয় হয়, অতএব যত্ন পূর্ব্বক স্ত্রী-সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে অভ্যাস করিবে। বিন্দু-রক্ষণ দ্বারা যোগিগণের যোগাঙ্গ সমুদয় সর্ব্বদা সিদ্ধ হয়।

প্রাণায়াম প্রভৃতি যৌগিক অঙ্গ সমূহে কোন রূপ বিঘ্ন ঘটিলে এবং উক্ত রূপ প্রণালীদ্বারা শরীর বিশুদ্ধ না হইলে, শ্লেষ্মাদি পীড়া জন্মে। তাহা হইলে ধৌতী নতী প্রভৃতি কতক গুলি প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠানের বিধি আছে।

"চতুরঙ্গুলবিস্তারং হস্তপঞ্চদশেনতু।
গুরূপিদিষ্টমার্গেন সিক্তবস্ত্রং শনৈগ্রসেৎ।
ততঃ প্রত্যাহারেচ্চৈতৎ ক্ষালনং বস্তি কর্ম্মতৎ॥
কাসশ্বাসপ্লীহকুষ্ঠকক্ষরোগাশ্চ বিংশতি।
ধৌতী কর্ম্মপ্রসাদেন শুধ্যন্তে নচ সংশয়॥

হঠপ্রদীপিকা।

অর্থাৎ:—দৈর্ঘে ১৫ হস্ত ও প্রস্থে ৪ অঙ্গুলি পরিমিত এক খণ্ড জলসিক্ত বস্ত্র গুরূপদিষ্ট মার্গ দ্বারা ক্রমে ক্রমে গ্রাস করিবে এবং পরে বাহির করিবে। ইহার নাম বস্তি-কর্ম্ম। ইহার অনুষ্ঠান দ্বারা শ্বাস, কাস, প্লীহা, কুষ্ঠ, কক্ষ-রোগ প্রভৃতি বিংশতি প্রকার রোগের উপশম হয়।

নাসিকার দ্বারা সূত্র প্রবেশ করাইয়া বদন দ্বারা বাহির করণের নাম নতী কর্ম্ম, চক্ষুদ্বয় প্রশান্ত করিয়া, যতক্ষণ

অশ্রুপাত না হয় ততক্ষণ কোন সূক্ষ্ম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার নাম ত্রাটক কর্ম্ম। এই প্রকার দেহ মধ্যে জল-পূরণ বায়ু-পূরণ ও ঐ উভয়ের নির্গমন প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠানের বিধি আছে।

যোগ সাধনে রত হইবার পূর্ব্বে এই সকল বিধি জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। অতঃপর যোগ সাধনের লক্ষণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যান ষট্‌চক্র ভেদ প্রস্তাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

গোরক্ষ সংহিতা নামক যোগসম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থে যোগের এই ছয় অঙ্গ নির্দিষ্ট হইয়াছে যথা:— আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, এবং সমাধি। কিন্তু দত্তাত্রের সংহিতায় এই ছয়টি ব্যতীত যম, নিয়ম নামক অপর দুইটী বিষয় যোগের অঙ্গ বলিয়া গণ্যকরা হইয়াছে।

যম:—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য কৃপা, ক্ষমা, ধৃতি, সারল্য, পরিমিত আহার, সৌচাচার।

নিয়ম:—তপস্যা, সন্তোষ, আস্তিকতা, দান, দেব-পূজা, সিদ্ধান্ত-শ্রবণ, লজ্জা, মতি, জপ, হোম।

যোগাভ্যাসের নিমিত্ত দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন দ্বারা উপবেশন করিবার নানারূপ প্রক্রিয়া আছে। উক্ত প্রক্রিয়ার নাম আসন; উহা ৮৪ প্রকার। তন্মধ্যে পদ্মাসনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রচলিত। এই আসন সাধনার নিয়ম, প্রথম উদ্যমেই পূর্ণরূপে প্রতিপালন করা দুঃসাধ্য; ইহার লক্ষণ:—

যথা—

"বামোরূপরিদক্ষিণংহিচরণং সংস্থাপ্য বামংতথাপ্যন্যোরূ-পরিতস্যবন্ধনবিধোধৃত্বা করাভ্যাম্ দৃঢ়ং। অঙ্গুষ্ঠং হৃদয়ে নিধায় চিবুকং নাসাগ্রমালোকয়েদেতদ্ব্যাধিবিনাশকারি যমিনাং পদ্মা-সনংপ্রোচ্যতে॥"

গোরক্ষসংহিতা।

অর্থাৎ বাম ঊরুর উপরি দক্ষিণ পদ ও দক্ষিণ ঊরুর উপরি-ভাগে বামপদ স্থাপন করিবে ও যেরূপে কোন দ্রব্য বন্ধন করিতে হয় সেইরূপে পশ্চাৎদিক্ দিয়া দুই হস্ত দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবে এবং চিবুক বক্ষঃস্থলে রাখিয়া নাসিকার অগ্র-ভাগ দৃষ্টি করিতে থাকিবে। যতিদিগের এই আসনের নাম পদ্মাসন। ইহা ব্যাধি-নিবারক।

এই প্রকারে আসনোপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম অর্থাৎ নাসিকা দ্বারা শরীর মধ্যে বায়ু পূরণ ও ধারণ করিয়া পরে রেচন করিবে।

উক্ত প্রক্রিয়া কালীন দেহমধ্যে বায়ু-স্তম্ভন অর্থাৎ নিশ্বাস অবরোধ করার নাম কুম্ভক। উহা প্রাণায়ামের এক অঙ্গ। উহা নানা জাতীয়। যে কুম্ভকের দ্বারা বিজৃম্ভণ এবং মুখ ও নাসিকার শীৎকার হয় তাহার নাম শীৎকার কুম্ভক। এবং বায়ু পূর্ণ করিবার সময়ে যে কুম্ভক দ্বারা ভৃঙ্গ-নাদ এবং রেচন কালে ভৃঙ্গী-নাদ হয়, তাহার নাম ভ্রমরী কুম্ভক। উপর্য্যুপরি এই প্রক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা রেচন ও পূরণ না করিয়াও কুম্ভক সাধন হয়। তখন উহার বলে যোগিগণ শূন্যমার্গে উত্থিত হয়েন।

ততোঽধিকতরাভ্যাসাদ্ভূমিত্যাগশ্চজায়তে।
পদ্মাসনস্থ এবাসৌ ভুবমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে॥
নিরাধারোবিচিত্রংহি তদাসামর্থ্যমুদ্বহেৎ।
অল্পং বা বহুবা ভুক্ত্বা যোগী ন ব্যথতে ক্বচিৎ॥"

দত্তাত্রেয় সংহিতা।

অর্থাৎ অধিক অভ্যাস করিলে ভূমি-ত্যাগ হয়। যোগীরা পদ্মাসন করিয়া মৃত্তিকা ত্যাগ করতঃ শূন্যে অবস্থিতি করেন। তখন আধারবিহীন হইয়া তাহারা অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন হয়েন এবং তৎকালে অল্প বা অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করিলেও মহাত্মাগণ পীড়াগ্রস্থ হয়েন না।

এইরূপে প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে শরীরের লঘুতা ও দীপ্তি এবং জঠরাগ্নি বৃদ্ধি ও শরীরের কৃশতা সংঘটিত হয়।

"শরীরলঘুতা দীপ্তির্জঠরাগ্নি বিবর্দ্ধনম্।
কৃশত্বঞ্চশরীরস্য তস্য জায়েত নিশ্চিতং॥"

দত্তাত্রেয় সংহিতা।

এ সকল ব্যতীত অপর দৈহিক অঙ্গ ভঙ্গীর নাম মুদ্রা। দত্তাত্রেয় সংহিতায় খেচরী মুদ্রার লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত আছে যে কপালবিবরের মধ্যে জিহ্বাকে ব্যাবৃত ও আবদ্ধ করিয়া ভ্রূ-মধ্যে দৃষ্টি রাখিবে।

"অন্তঃকপালবিবরে জিহ্বাং ব্যাবৃত্য বন্ধয়েৎ।
ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিরপ্যেষা মুদ্রা ভবতি খেচরী॥"

দত্তাত্রেয় সংহিতা।

হঠপ্রদীপিকায় মুদ্রা সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে যথা:— নিম্নভাগে শির এবং উর্দ্ধভাগে পদ রাখিবে।* প্রথম দিবস

এইরূপে কিছুক্ষণ সাধনা করিবে ও ক্রমে দিন দিন অধিক কাল ধরিয়া উহা অভ্যাস করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা শুক্ল কেশ এবং মাংস শৈথিল্য আদি বার্দ্ধক্যের চিহ্ন ছয় মাস মধ্যে বিনষ্ট হয়। যিনি প্রতিদিন এক প্রহর ধরিয়া এইরূপ অভ্যাস করেন তিনি মৃত্যুঞ্জয় হয়েন।

এই সমুদয় যৌগিক প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান কালে কুম্ভকের আবশ্যক। এবং কুম্ভকের অনুষ্ঠান কালে প্রত্যাহার বা মানসিক একাগ্রতা (Concentration of the mind) অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলকে নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষিত বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা আবশ্যক। এতদ্ সম্বন্ধে দত্তাত্রেয়সংহিতার উপদেশ যথা :—

"একবারং প্রতিদিনং কুর্য্যাৎকেবলকুম্ভকং।
প্রত্যাহারোহি এবং স্যাৎ এবং কুর্য্যর্হি যোগিনঃ॥
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো যৎপ্রত্যাহরতে স্ফুটম্।
যোগী কুম্ভকমাস্থায় প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে॥

দত্তাত্রেয় সংহিতা।

অর্থাৎ প্রত্যহ একবার করিয়া কুম্ভক করিবে। এতদ্দ্বারা প্রত্যাহার সংসাধিত হইবে। যোগীরা এই প্রকার অনুষ্ঠান করিবেন। যোগীরা কুম্ভকের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়-বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বতোভাবে প্রত্যাহার করেন, এই নিমিত্তই উহার নাম প্রত্যাহার।

এই প্রত্যাহার সম্বন্ধে মহাত্মা গোরক্ষ দেব বলেন যে মন স্থির হইলে বায়ু স্থির হয়, বিন্দু স্থির হইলে কন্দ শান্ত হয়, এবং তদ্দ্বারা সমুদয়ই শান্তভাব ধারণ করে।

"মন্‌থীরিতে পবন্‌থীর পবন্‌থীরিতে বিন্দুথীর।
বিন্দুথীরিতে কন্দথীর বলে গোরখদেব সকলথীর॥"

গোরক্ষবাক্য।

এইরূপে স্থির ভাবাপন্ন হইয়া মন্ত্রসাধন আবশ্যক, এই প্রস্তাবে ইহার সবিশেষ বর্ণনা আছে। এই মন্ত্র সাধনার মধ্যে হংস মন্ত্র জপ অতীব গুরুতর ব্যাপার। এই হংস মন্ত্র সাধনা সম্বন্ধে গোরক্ষ সংহিতায় উক্ত হইয়াছে ঃ—

"হংকারেণ বহির্যাতি স কারেণ বিশেৎ পুনঃ।
হংসহংসেত্যমুং মন্ত্রংজীবো জপতি সর্ব্বদা।
ষঠ্‌শতানি দিবারাত্রৌ সহাস্রাণ্যেকবিংশতিঃ।
এতৎসংখ্যান্বিতং মন্ত্রং জীবোজপতি সর্ব্বদা।
অজপানাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী।
তস্যাঃ স্মরণমাত্রেন সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"

গোরক্ষ-সংহিতা।

অর্থাৎ নিশ্বাস প্রশ্বাস কালে হংশব্দ করিয়া, বায়ু নির্গত হয়, এবং 'স' শব্দ করিয়া উহা পুনরায় শরীর মধ্যে প্রবেশ করে। জীব দেহে সর্ব্বক্ষণ এই মন্ত্র জপ হয়। অহোরাত্রে ২১৬০০ বার এই মন্ত্র জপ হয়। এই অজপা নাম্নী গায়ত্রী যোগিদিগের মোক্ষদায়িনী।

দেহমধ্যে অঙ্গ বিশেষে ঐ বায়ুধারণের নাম ধারণা। উহা পঞ্চ প্রকার।

(১) পৃথিবী-ধারণা—পায়ুপ্রদেশের উর্দ্ধে এবং নাভির অধোভাগে পাঁচ দণ্ডকাল বায়ু ধারণের নাম পৃথিবী ধারণা।

(২) আম্ভসী-ধারণা—নাভিস্থলে বায়ুধারণা।

(৩) আগ্নেয়ী-ধারণা—নাভির ঊর্দ্ধ মণ্ডলে বায়ু ধারণা।

(৪) বায়বী-ধারণা—হৃদয়ে বায়ু ধারণ।

(৫) নভোধারণা—ভ্রূ-মধ্য হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত মস্তকের সমুদায় স্থানে বায়ু-ধারণা।

যোগ-শাস্ত্র অনুসারে ধ্যান দুই প্রকার; সগুণ অর্থাৎ সাকার দেবতার ধ্যান এবং নির্গুণ অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান। যোগিগণ সগুণের ধ্যান দ্বারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করেন ও নির্গুণ ধ্যান দ্বারা সমাধিযুক্ত হইয়া ইচ্ছানুযায়ী সর্ব্বপ্রকার শক্তি প্রাপ্ত হইতে পারেন।

"সমভ্যসেৎ তদাধ্যানং ঘটিকাষষ্টিমেবচ।
বায়ুং নিরুদ্ধ তাংধ্যায়েৎ দেবতামিষ্টদায়িনীং॥
সগুণধ্যানমেতৎস্যাদণিমাদিসুখপ্রদং।
নির্গুণং স্বমিবধ্যায়ন্ মোক্ষমার্গে প্রবর্ত্ততে॥
নির্গুণধ্যানসম্পন্নঃ সমাধিঞ্চ সমভ্যসেৎ।
দিনদ্বাদশকেনৈব সমাধিং সমবাপ্নুয়াৎ॥"

দত্তাত্রেয় সংহিতা।

অর্থাৎ তখন ষাটদণ্ড কালই ধ্যান অভ্যাস করিবে, বায়ু নিরোধ করিয়া ইষ্টদায়িনী দেবতা ধ্যান করিবে। এই সগুণ ধ্যানে অণিমাদি সুখলাভ হয়। এবং আকাশের ন্যায় ব্যাপক নির্গুণ দেবতার ধ্যান করিলে মোক্ষ-পথ ধারণে সক্ষম হওয়া যায়। নির্গুণধ্যান সম্পন্ন হইয়া সমাধি অভ্যাস করিবে। তদ্দ্বারা দ্বাদশ দিনে সমাধি লাভ হইবে।

এই সমাধি লাভ হইলে ইচ্ছানুসারে দেহত্যাগ বা দেহধারণ করিয়া সুখ-সম্ভোগ করা যায়। যদি দেহত্যাগের ইচ্ছা হয়,

তবে তখনই পরব্রহ্মে লীন হইতে পারা যায়; অথবা অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্বলোকে নানাবিধ সম্পদ সম্ভোগ করা যায়। এ সম্বন্ধে দত্তাত্রেয় সংহিতার উক্তি যথা।

"সর্ব্বলোকেষু বিচরেদণিমাদিগুণান্বিতঃ।
কদাচিৎ স্বেচ্ছয়া দেবো ভূত্বা স্বর্গেঽপি সঞ্চরেৎ॥
মনুষ্যোবাপি যক্ষোবা স্বেচ্ছয়াপি ক্ষণাদ্ভবেৎ।
সিংহোব্যাঘ্রো গজোবাপি স্যাদিচ্ছাতোঽন্যজন্মতঃ॥"

দত্তাত্রেয় সংহিতা।

অর্থাৎ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বলোকে বিচরণ করেন, কখন ইচ্ছাবশত দেব-রূপ ধারণ করত স্বর্গ-লোকে ভ্রমণ করেন ও জন্মান্তরে ইচ্ছা অনুসারে ক্ষণমাত্র মনুষ্য, যক্ষ সিংহ, ব্যাঘ্র বা হস্তী হইয়া থাকেন।

উক্ত অণিমাদি ঐশ্বর্য্য অষ্ট প্রকার যথা :—

(১) সূক্ষ্মতা—ইচ্ছানুরূপ নিজ শরীর সূক্ষ্ম করিবার ক্ষমতা।

(২) লঘুতা—ইচ্ছানুসারে নিজ দেহ লঘু করিবার ক্ষমতা।

(৩) ব্যাপ্তি—সর্ব্বত্র গমন করিবার ক্ষমতা।

(৪) প্রাকাম্য—ভোগেচ্ছা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা।

(৫) মহিমা—শরীরকে ইচ্ছামত স্থূল করিবার ক্ষমতা।

(৬) ঈশিত্ব—সকলকে শাসন করিবার ক্ষমতা।

(৭) বশিত্ব—সকলকে বশীভূত করিবার ক্ষমতা।

(৮) কামাবসায়িতা—আপনার সর্ব্বকামনা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা।

এই সমস্ত যৌগিক তত্বের সবিশেষ বিবরণ ষটচক্রভেদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পাঠকের অবগতির নিমিত্ত অতঃপর উহা বিস্তৃত রূপে বিবৃত হইতেছে।

ষট্‌চক্র নিরূপণ।

অথ তন্ত্রানুসারেণ ষট্‌চক্রাদিক্রমোদ্‌গতঃ।
উচ্যতে পরমানন্দ নির্ব্বাহ প্রথমাঙ্কুরঃ—

এইক্ষণে পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভার্থ তন্ত্রানুসারে ষট্‌চক্রাদি ক্রমপ্রাপ্ত যোগ সাধন পরমানন্দ জনক প্রথমাঙ্কুর প্রকাশ করি।

মেরোর্ব্বাহ্যপ্রদেশে শশিমিহিরশিরে সব্যদক্ষে নিসন্নে
মধ্যে নাড়ী সুষুম্না ত্রিতয়গুণময়ী চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা।
ধুস্তূরস্মেরপুষ্পগ্রথিততমবপুঃ স্কন্ধমধ্যাচ্ছিরঃস্থা বজ্রাখ্যা
মেঢ্রদেশাচ্ছিরসি পরিগতা মধ্যমে স্যাজ্জ্বলন্তী॥ ১॥

মেরুদণ্ডের বাহ্যদেশে বাম দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে চন্দ্রসূর্য্য স্বরূপ ইড়া পিঙ্গলা নামে দুই সূক্ষ্ম নাড়ী ঐ মেরুদণ্ডে সংলগ্ন হইয়া আছে। আর ঐ মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ রন্ধ্র মধ্যে গুহ্যদেশ অবধি বা মেঢ্রদেশ অবধি মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপিনী সত্ব রজঃ তমো গুণাত্মিকা চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি স্বরূপ উজ্জ্বল, ধুস্তূর পুষ্পের মালার ন্যায় বজ্রাখ্যা সুষুম্না নাড়ী আছে। ১॥

তন্মধ্যে চিত্রিনী সা প্রণববিলসিতা যোগিনাং যোগগম্যা
লূতাতন্তূপমেয়া সকল সরসিজান্ মেরুমধ্যান্তরস্থান্।
ভিত্ত্বা দেদীপ্যতে তদ্‌গ্রথনরচনয়া শুদ্ধ বোধস্বরূপা
তন্মধ্যে ব্রহ্মনাড়ী হরমুখকুহবাদাদিদেবান্তসংস্থা ॥২॥

ঐ বজ্রা নাড়ীর অভ্যন্তরে প্রণব প্রকাশ স্বরূপ, যোগিদিগের যোগগম্য, লূতাতন্তুর ন্যায় সূক্ষ্ম, চিত্রিনী নাড়ী, মেরুদণ্ড মধ্যস্থ ষঠপদ্ম ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে গমন করাতে, পদ্মের মালা রচনার ন্যায় বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপে প্রকাশ পায়। ঐ চিত্রিনীর অভ ন্তরে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ ছিদ্র অবধি পরম শিব পর্য্যন্ত ব্রহ্মনাড়ী নামে এক রন্ধ্র আছে। ২॥

বিদ্যুন্মালাবিলাসা মুনিমনসি লসত্তন্তুরূপা সুসূক্ষ্মা
শুদ্ধজ্ঞানপ্রবোধা সকলসুখময়ী শুদ্ধবোধস্বভাবা।
ব্রহ্মদ্বারং তদাস্যে প্রবিলসতি সুধাধারগম্যপ্রদেশং
গ্রন্থিস্থানং তদেতদ্বদনমিতি সুসুম্নাখ্যনাড্যা লপন্তি। ৩॥

বিদ্যুৎমালার ন্যায় সুশোভিত, যোগীদিগের অন্তঃকরণে বিলসিত, মৃণাল তন্তুর ন্যান সূক্ষ্ম, তত্ত্বজ্ঞানপ্রদ, সদানন্দস্বরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানের আধার রূপ যে সেই ব্রহ্মনাড়ী, তাহার অগ্রভাগে বিলসিত সুধাধার যে ব্রহ্মদ্বার তাহাকে সুসুম্না নাড়ীর গ্রন্থি ও মুখ বলিয়া বর্ণন করিয়া থ কে। ৩॥

অথাধারপদ্মং সুসুম্নাস্যলগ্নং ধ্বজাধোগুদোর্দ্ধং চতুঃশোণপত্রং।
অধোবক্ত্রমুদ্যৎ সুবর্ণাভবর্ণৈর্বকারাদিসান্তৈর্যুতং বেদবর্ণৈঃ ॥ ৪ ॥

অনন্তর মূলাধার চক্রনিরূপিত হইতেছে। সুসুম্নানাড়ীর অগ্রভাগে সংলগ্ন, লিঙ্গ মূলের অধোভাগে এবং গুহ্যদেশের ঊর্দ্ধভাগে অধোমুখ, উজ্জ্বল সুবর্ণ বর্ণরঞ্জিত বশষস এই চারিটী

বর্ণ সংযুক্ত রক্তবর্ণ চারিপত্র বিশিষ্ট মূলাধার নামে এক পদ্ম আছে। ৪॥

অমুস্মিন্ ধারায়াশ্চতুষ্কোণচক্রং সমুদ্ভাসিশূলাষ্টকৈরাবৃতংতৎ।
লসৎপীতবর্ণং তড়িৎকোমলাঙ্গং তদঙ্কে সমাস্তে ধরায়াঃসবীজং।৫॥

এই মূলাধার চক্রেতে চতুষ্কোণ পৃথ্বীচক্র আছে, তাহা উজ্জ্বল আটটি শূলে আবৃত এবং শুদ্ধ পীতবর্ণ, তাহার অঙ্গ বিদ্যুতের ন্যায় কোমল, উহার মধ্যস্থলে ধরাবীজ বিন্যস্ত রহিয়াছে। ৫॥

চতুর্ব্বাহুভূষং গজেন্দ্রাধিরূঢ়ং তদঙ্কে নবীনার্কতুল্য প্রকাশঃ।
শিশুঃস্যৃষ্টিকারী লসদ্বেদাবাহুস্মুখাম্ভোজলক্ষীশ্চতুর্ভাগভেদঃ॥ ৬॥

এই যে ধরা বীজ ইহাই ঐন্দ্র বীজ। অতএব ইনি গজেন্দ্র বাহনে অধিরূঢ় এবং চতুর্ব্বাহু যুক্ত। ইঁহার মধ্যস্থলে বালার্ক-সদৃশপ্রকাশ সৃষ্টিকর্ত্তা বেদহস্তপঙ্কজসদৃশ চতুর্ম্মুখবিশিষ্ট শিশু-ব্রহ্মা বসতি করিতেছেন। ৬॥

বসেদত্র দেবী চ ডাকিন্যভিখ্যা লসদ্বেদবাহূজ্জ্বলা রক্তনেত্রা।
সমানোদিতানেকসূর্য্য প্রকাশা প্রকাশং বহন্তী সদা শুদ্ধবুদ্ধেঃ।৭॥

ডাকিনী নামে দেবীও ঐ চক্রের মধ্যস্থলে বসতি করেন। তিনি বেদহস্ত ও উজ্জ্বল রক্তবর্ণ নেত্রদ্বয়। এককালীন সমুদিত অনেক সূর্য্যের প্রকাশের ন্যায় প্রকাশবিশিষ্ট। তিনি তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রকাশ বহন করিয়া থাকেন। ৭॥

বজ্রাখ্যাবক্ত্রদেশে বিলসতি সততং কর্ণিকামধ্যসংস্থং
কোণংতৎ ত্রৈপুরাখ্যং তড়িদিব বিলসৎকোমলং কামরূপং।
কন্দর্পোনাম বায়ুর্নিবসতি সততং তস্য মধ্যে সমন্তাৎ
জীবেশোবন্ধুজীবপ্রকরমভিহসন্ কোটিসূর্য্যপ্রকাশঃ।৮॥

বজ্রনাড়ীর অগ্রভাগে মূলাধারচক্রের কর্ণিকার মধ্যদেশে

কামরূপ ও বিদ্যুতের ন্যায় কোমল ত্রৈপুরাখ্য ত্রিকোণ সতত-স্থিতি করিতেছে, এবং তথায় কন্দর্প নামে বায়ু সর্ব্বদাই চতুর্দ্দিকে বহিতেছে, তিনি জীবদিগের ঈশ্বর ও বন্ধুজীবের ন্যায় এবং কোটী সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ ধারণ করেন। ৮।

তন্মধ্যে লিঙ্গরূপী দ্রুতকণককলাকোমলঃ পশ্চিমাস্যো
জ্ঞানাধ্যানপ্রকাশঃ প্রথমকিশলয়াকাররূপঃ স্বয়ম্ভুঃ।
বিদ্যুৎ পূর্ণেন্দুবিম্বপ্রকরকরচয়স্নিগ্ধসন্তানহাসী
কাশীবাশী বিলাসী বিলসতি তড়িদাবর্ত্তরূপপ্রকারঃ। ৯॥

পূর্ব্বোক্ত মূলাধার চক্র মধ্যস্থিত ত্রিকোণ যন্ত্রমধ্যে দ্রবীভূত স্বর্ণের ন্যায় কোমল, অধোমুখ, জ্ঞান ও ধ্যান প্রকাশক; মূলাধারস্থ পদ্মাকার বিদ্যুৎ পূর্ণচন্দ্র বিম্বের ন্যায় কিরণবিশিষ্ট, স্নিগ্ধহাস্য যুক্ত কাশীপুর নিবাসী বিলাস শালী, তাড়িদাবর্ত্ত স্বরূপ লিঙ্গরূপী স্বয়ম্ভু বর্ত্তমান আছেন।

তস্যোর্দ্ধে বিষতন্তুসোদরলসৎসূক্ষ্মা জগন্মোহিনী
ব্রহ্মদ্বারা মুখং মুখেন মধুরং সংছাদয়ন্তীস্বযং।
শঙ্খাবর্ত্তনিভা নবীনা চপলামালাবিলাসাস্পদা
সুপ্তা সর্পসমা শিবোপাঃসংসার্দ্ধ ত্রিবৃত্তাকৃতি ॥১০॥

উক্ত স্বয়ম্ভু লিঙ্গরিপরি মৃণাল তন্তুর ন্যায় সূক্ষ্ম জগৎ মোহনকারী শঙ্খের আবর্ত্ত সদৃশ, নবীন ও চঞ্চল মালার ন্যায় সুদৃশ্য, সর্পাকার ত্রিবলয় রূপে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টন করিয়া সুমধুর ব্রহ্মদ্বার আচ্ছাদন করতঃ কুণ্ডলিনী শক্তি স্থিতি করিতেছেন। ১০॥

কূজন্তী কুলকুণ্ডলীচ মধুরং মত্তালিমালা স্ফুটং
বাচঃ কোমল কাব্যবন্ধরচনা ভেদাতিভেদক্রমৈঃ।

শ্বাসোচ্ছ্বাসবিভঞ্জনেন জগতাং জীবোযয়া ধার্য্যতে
সা মূলাম্বুজগহ্বরে বিলসতি প্রোদ্দামদীপ্তাবলিঃ। ১১ ॥

সেই কুণ্ডলিনী শক্তি মত্ত ভ্রমর সমূহের ন্যায় সুকোমলকাব্য ভেদ রচনাক্রমে, সুমধুর স্ফুটধ্বনি করত নিশ্বাস প্রশ্বাস সকল পৃথক করিয়া জগতের জীবসকলের প্রাণ ধারণ করিতেছেন; এবং মূলাধার পদ্মের গহ্বরে উজ্জ্বল প্রকাশ স্বরূপে দীপ্তি পাইতেছেন। ১১ ॥

তন্মধ্যে পরমা কলাতিকুশলা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা পরা-
নিত্যানন্দ পরম্পরাতিবিগলৎপীয়ূষধারাধরা।
ব্রহ্মাণ্ডাদিকটাহমেব সকলং যদ্ভাসয়া ভাসতে
সেয়ং শ্রীপরমেশ্বরী বিজয়তে নিত্যপ্রবোধোদয়া। ১২ ॥

কুণ্ডলিনীর ঊর্দ্ধ ভাগে নিত্যজ্ঞান স্বরূপ উৎকৃষ্ট কলাকুশলা সূক্ষ্ম হইতে ও সূক্ষ্ম নিত্যানন্দ সংস্পর্শে বিগলিত অমৃতধারা ধারিনী পরম শক্তি মুখে স্থিতি করিতেছেন, এবং যাঁহার প্রকাশে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে।

ধ্যাত্বৈতন্মূলচক্রান্তরবিবরলসৎ কোটিসূর্য্যপ্রকাশং
বাচামীশোনরেন্দ্রঃ সভবতি সহসা সর্ব্ববিদ্যাবিনোদী।
আরোগ্যং তস্য নিত্যং নিরবধি চ মহানন্দচিত্তান্তরাত্মা
বাক্যৈঃ কাব্যপ্রবন্ধৈঃ সকলসুরগুরূন্ সেবতে শুদ্ধশালঃ। ১৩॥

যে ব্যক্তি এই মূলধার চক্রে প্রকাশিত কোটি সূর্য্য স্বরূপ কুণ্ডলিনী শক্তিকে ধ্যান করে সেব্যক্তি সর্ব্ববিদ্যাসম্পন্ন হইয়া বাক্যের ঈশ্বর ও রাজা হয়, আর তাহার নিত্য আরোগ্য হয় ও নিরন্তর মহানন্দযুক্ত চিত্ত হয় এবং শুদ্ধচিত্ত হইয়া প্রবন্ধ-রূপ বাক্যদ্বারা সকল দেবগুরু সেবায় নিযুক্ত হয়। ১৩ ॥

সিন্দূরপূররুচিরারুণপদ্মমন্যৎ
সৌষুম্নমধ্যঘটিতংধ্বজ মূলদেশে।
অঙ্গচ্ছদৈঃ পরিবৃতং তড়িদাভবর্ণৈঃ
বাদ্যৈঃসবিন্দুলসিতৈশ্চপুরন্দরান্তৈঃ। ১৪॥

লিঙ্গমূলে সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে বভমযরল অনুস্বার সহিত ছয় বর্ণ যুক্ত বিদ্যুৎবর্ণ বিশিষ্ট ষড়দল রক্তবর্ণ অন্য স্বাধিষ্ঠান পদ্ম বর্ত্তমান রহিয়াছে। ১৪

তস্যান্তরে প্রবিলসদ্বিষদপ্রকাশমম্ভোজমণ্ডলমথোবরুনস্য তস্য।
অর্দ্ধেন্দুরূপলসিতং শরদিন্দুশুভ্রং বঙ্কারবীজমমলং মকরাধিরূঢ়ং।১৫॥

উক্ত স্বাধিষ্ঠান পদ্মমধ্যে শুক্লবর্ণ পদ্ম সদৃশ অর্দ্ধ চন্দ্র যুক্ত মকরাধিরূঢ় শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ বঙ্কার বরুণবীজ অবস্থিতি করিতেছেন। ১৫॥

তস্যাঙ্কদেশকলিতোহরিরেব পায়াৎ
নীলপ্রকাশরুচিরশ্রিয়মাদধানঃ।
পীতাম্বরঃ প্রথমযৌবনগর্ব্বধারী
শ্রীবৎস্য কৌস্তুভধরোধৃতবেদবাহুঃ। ১৬॥

ঐ বঙ্কারের মধ্যস্থিত পীতাম্বর হরিমূর্ত্তি নীলকান্ত মণির রুচিধারণ করত, যৌবন গর্ব্ব বিশিষ্ট হইয়া কৌস্তুভ ও বেদ ধারণ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করেন। ১৬॥

অত্রৈব ভাতি সততং খলু রাকিনী সা
নীলাম্বুজোদরসহোদরকান্তিশোভা।
নানায়ুধোদ্যতকরৈলসিতাঙ্গ লক্ষ্মীঃ
দিব্যাম্বরা-ভরণ-ভূষিতমত্তচিত্তা। ১৭॥

উক্ত মূর্ত্তির মধ্যদেশে নীলাম্বুজকান্তি বিশিষ্ট শোভিত

বপু দিব্যাম্বরভূষণধারিনী মত্তচিত্তা রাকিনী শক্তি প্রকাশ পাইতেছেন। ১৭।

স্বাধিষ্ঠানাখ্যমেতৎ সরসিজমমলং চিন্তয়েদ্যোমনুষ্য-
স্তস্যাহঙ্কারদোষাদিকসকলরিপুঃ ক্ষীয়তে তৎক্ষণেন।
যোগীশঃ সোপি মোহাদ্ভুতিমিরচয়ে ভানুতুল্যপ্রকাশো-
গদ্যৈঃ পদ্যৈঃ প্রবন্ধৈর্ব্বিরচয়তি সুধাবাক্যসন্দোহলক্ষ্মীঃ। ১৮॥

এই স্বাধিষ্ঠানাখ্য নির্ম্মল চক্রকে যে ব্যক্তি চিন্তা করেন তৎক্ষণাৎ তাঁহার অহঙ্কারাদি সকল রিপু বিনষ্ট হয় আর তিনি যোগী দিগের ঈশ্বর হইয়া মোহরূপ তিমির মধ্যে সূর্য্য প্রকাশ স্বরূপ হইয়া পদ্য গদ্য বিশিষ্ট সুধাধার কাব্য রচনা করিতে সমর্থ হয়েন। ১৮॥

তস্যোর্দ্ধে নাভিমূলে দশদললসিতে পূর্ণমেঘপ্রকাশে
নীলাম্ভোজপ্রকাশৈরুপহিতজঠরে ডাদিফান্তৈঃ সচন্দ্রৈঃ।
ধ্যায়েদ্বৈশ্বানরস্যারুণমিহিরসমং মণ্ডলং তৎত্রিকোণং
তদ্বাহ্যে স্বস্তিকাখ্যৈস্ত্রিভিরভিলসিতং তত্র বহ্নেঃ স্ববীজং।১৯॥

পূর্ব্বোক্ত স্বাধিষ্ঠান চক্রের উপরিভাগে নাভিমূলে নীলপদ্ম প্রভাসদৃশ এবং চন্দ্র বিন্দু যুক্ত ড ঢ ণ ত দ ধ ন প ফ এই দশ অক্ষর বিশিষ্ট কৃষ্ণ বর্ণ দশদলে প্রকাশিত মণিপূর পদ্ম আছে। তন্মধ্যে সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত ত্রিকোণ বৈশ্বানর মণ্ডল আছে, তদ্বাহ্যে ত্রিরেখা বিশিষ্ট বহ্নি বীজ প্রকাশ পাইতেছে ১৯॥

ধ্যায়েন্মেষাধিরূঢ়ং নবতপননিভং বেদবাহূজ্জ্বলাঙ্গং
তৎক্রোড়ে রুদ্রমূর্ত্তির্নিবসতি সততং শুদ্ধসিন্দূররাগঃ।
ভস্মালিপ্তাঙ্গভূষাভরণসিতবপুর্ব্বৃদ্ধরূপী ত্রিনেত্রো
লোকানামিষ্টদাতাভয়লসিতকরঃ সৃষ্টিসংহারকারী। ২০॥

এই পদ্ম মধ্যে মেষাধিরূঢ়, সূর্য্যসন্নিভ, বেদবাহু, রক্তবর্ণ বহ্নি বীজের সহিত রুদ্র মূর্ত্তি সতত স্থিতি করিতেছেন। তিনি ভস্মালিপ্তাঙ্গ শুক্ল-বপু, ত্রিনেত্র, লোকদিগের ইষ্টদাতা অভয়-হস্ত, এবং সৃষ্টি সংহার কর্ত্তা। ২০॥

অত্রাস্তে লাকিনী সা সকলশুভকরী বেদবাহূজ্জ্বলাঙ্গী
শ্যামা পীতাম্বরাদ্যৈর্বিবিধবিরচনালঙ্কৃতা মত্তচিত্তা।
ধ্যাত্বৈতন্নাভিপদ্মং প্রভবতি নিতরাং সংহৃতৌ পালনে বা
বাণী তস্যাননাব্জে নিবসতি সততং জ্ঞানসন্দোহলক্ষ্মীঃ। ২১॥

এই পদ্মে শুভকরী বেদহস্তা উজ্জ্বলাঙ্গ শ্যামবর্ণা নানা ভরণালঙ্কৃতা এবং মত্তচিত্তা লাকিনী শক্তি আছেন। এই মণি-পূর পদ্ম ধ্যান করিলে জগতের স্থিতি সংহারে সমর্থ হয় এবং জ্ঞানদাত্রী বাণী দেবী আসিয়া জিহ্বাগ্রে বসতি করেন। ২১॥

তস্যোর্দ্ধে হৃদিপঙ্কজং সুললিতং বন্ধুককান্ত্যুজ্জ্বলং
কাদ্যৈর্দ্বাদশবর্ণকৈরুপহিতং সিন্দূররাগান্বিতৈঃ।
নাম্নানাহতসংজ্ঞকং সুরতরুং বাঞ্ছাতিরিক্তপ্রদং
বায়োর্ম্মণ্ডলমত্র ধূমসদৃশং ষট্‌কোণশোভান্বিতং। ২২॥

ইহার ঊর্দ্ধভাগে হৃদয়দেশে স্নিগ্ধ সূর্য্যেরন্যায় উজ্জ্বলকান্তি সিন্দূরবর্ণ ক প্রভৃতি দ্বাদশ অক্ষর বিশিষ্ট বাঞ্ছাতিরিক্ত ফলদাতা কল্পতরু সদৃশ অনাহত চক্র আছে, তন্মধ্যে ষট্‌কোণ শোভাবিশিষ্ট ধূমবর্ণ বায়ু মণ্ডল আছে। ২২॥

তন্মধ্যে পবনাক্ষরঞ্চ মধুরং ধূমাবলী ধূসরং
ধ্যায়েৎ পাণিচতুষ্টয়েন লসিতং কৃষ্ণাধিরূঢ়ং পরং।
তন্মধ্যে করুণানিধানমমলং হংসাভমীশাভিধং
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিদধল্লোকত্রয়াণামপি। ২৩॥

তন্মধ্যে সুললিত ধূম্রবর্ণ চতুর্ভুজ কৃষ্ণসারাধিরূঢ় বায়ুবীজ এবং তন্মধ্যে নির্ম্মল শুক্ল হংসেরন্যায় বর্ণ অভয় বর বিশিষ্ট দ্বিভুজ লোকত্রয়ের ঈশ্বরকে ধ্যান করিবে। ২৩ ॥

অত্রাস্তে খলুকাকিনী নবতড়িৎপীতা ত্রিনেত্রা শুভা
সর্ব্বালঙ্কারণান্বিতা হিতকরী সম্যক্ জনানাং মুদা হস্তৈঃ।
পাশকপালশোভনবরান্ সংবিভ্রতী চাভয়ং মত্তা
পূর্ণসুধারসার্দ্রহৃদয়াকঙ্কালমালাধরা। ২৪ ॥

এই পদ্মে তড়িৎপীতবর্ণ ত্রিনেত্র সর্ব্বালঙ্কার ভূষিত পাশ-কপাল অভয় বর ধারিণী রসার্দ্র হৃদয় কঙ্কাল মালিনী কাকিনী শক্তি বাস করেন। ২৪॥

এতন্নীরজকর্ণিকান্তরলসৎশক্তিস্ত্রিকোণাভিধা
বিদ্যুৎকোটিসমানকোমলবপুঃ সাস্তে তদন্তর্গতঃ।
বাণাখ্যঃ শিবলিঙ্গকোপি কণকাকারাঙ্গরাগোজ্জ্বলো-
মৌলৌ সূক্ষ্মবিভেদয়ুঙ্মণিরিব প্রোল্লাসলক্ষ্ম্যালয়ঃ। ২৫ ॥

এই পঙ্কজ মধ্যে কোটি বিদ্যুৎ সদৃশ ত্রিকোণ শক্তি অবস্থিতি করেন। তন্মধ্যে কণকের ন্যায় উজ্জ্বল সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট লক্ষ্মীর আলয় স্বরূপ বাণলিঙ্গ আছেন। ২৫॥

ধ্যায়েদ্যোহৃদিপঙ্কজং সুরতরুং সর্ব্বসা পীঠালয়ং
দেবস্যানিলহীনদীপকলিকাহংসেন সংশোভিতং।
ভানোর্ম্মণ্ডলমণ্ডিতান্তরলসৎ কিঞ্জল্কশোভাধরং
বাচামীশ্বরঈশ্বরোপি জগতাং রক্ষাবিনশেক্ষমঃ। ২৬ ॥

এই অনাহত চক্ররূপ, দেবালয়, দীপশিখা সদৃশ হংস রূপী আত্মার সহিত, এবং সূর্য্য-মণ্ডল যুক্ত পদ্মের শোভাবিশিষ্ট সুরতরুকে যে ব্যক্তি ধ্যান করেন তিনি

জগতের রক্ষা ও বিনাশে সক্ষম হইয়া বাক্যের ঈশ্বর হয়েন। ২৬॥

যোগীশোভবতি প্রিয়াৎ প্রিয়তমঃ কান্তাকুলস্যানিলং
জ্ঞানীশোপি কৃতী জিতেন্দ্রিয়গণোধ্যানাবধানক্ষমঃ।
গদ্যৈঃ পদ্যপদাদিভিশ্চ সততং কাব্যাম্বুধারাবহো-
লক্ষ্মীরঙ্গণদৈবতং পরপুরে শক্তঃ প্রবেষ্টুং ক্ষণাৎ। ২৭॥

তিনি যোগীশ হয়েন, কান্তাদিগের প্রিয় হইতেও প্রিয় হয়েন, জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ হয়েন, কৃতী হয়েন, জিতেন্দ্রিয়গণের মধ্যে গণ্য হয়েন, ধ্যান ধারণায় সক্ষম হয়েন, গদ্য পদ্য বিশিষ্ট কাব্য রচনায় তৎপর হয়েন এবং পরপুরে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়েন, লক্ষ্মী সর্ব্বদা তাঁহার আনন্দ বিস্তার করেন। ২৭॥

বিশুদ্ধাখ্যং কণ্ঠে সরসিজমমলং ধূম্রধূম্রাবভাসং
স্বরৈঃ সর্ব্বৈঃ শোণৈর্দ্দলপরিলসিতৈর্দ্দীপিতং দীপ্তবুদ্ধেঃ।
সমাস্তে পূর্ণেন্দুপ্রথিততমনভোমণ্ডলং বৃত্তরূপং
হিমচ্ছায়ানাগোপরিলসিততনোঃ শুক্লবর্ণাম্বরস্য। ২৮॥

কণ্ঠদেশে নির্ম্মল, ধূম্রবর্ণ, অকারাদি বিসর্গান্ত ষোড়শ বর্ণযুক্ত, রক্তবর্ণ ষোড়শ দল বিশিষ্ট, যোগিদিগের যোগগম্য বিশুদ্ধ নামক পদ্ম আছে। ইহার কর্ণিকাতে বৃত্তরূপ পূর্ণেন্দু স্বরূপ নভোমণ্ডল স্থিতি করে। তন্মধ্যে শুক্লবর্ণ সর্পোপরি বিলসিত, শুক্লবর্ণাম্বর শিষ্ট সদাশিব আছেন। ২৮॥

ভুজৈঃ পাশাভীত্যঙ্কুশবরলসিতৈঃ শোভিতাঙ্গস্য তস্য
মনোরঙ্কে নিত্যং নিবসতি গিরিজাভিন্নদেহোহিমাভঃ।
ত্রিনেত্রঃ পঞ্চাস্যোলসিতদশভুজোব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরাঢ্যঃ
সদা পূর্ব্বোদেবঃ শিবইতি চ সমাখ্যানসিদ্ধঃ প্রসিদ্ধঃ। ২৯॥

পাশাঙ্কুশ বরাভয় বিশিষ্ট চারিভুজ শোভিত সেই নভো-বীজের মধ্যস্থানে গিরিজা হইতে অভিন্ন দেহ শুক্লবর্ণ, ত্রিনেত্র, পঞ্চমুখ দশভুজ ব্যাঘ্রচর্ম্মধর উক্ত প্রসিদ্ধ সদাশিব নিত্য অবস্থান করিতেছেন। ২৯॥

সুধাসিন্ধোঃ শুদ্ধা নিবসতি কমলে সাকিনী পীতবস্ত্রা
শরং চাপং পাশং সৃণিমপি দধতী হস্তপদ্মৈশ্চতুর্ভিঃ।
সুধাংশোঃ সম্পূর্ণং শশপরিরহিতং মণ্ডলং কর্ণিকায়াং
মহামোক্ষদ্বারং শ্রিয়মভিমতশীলস্য শুদ্ধেন্দ্রিয়স্য। ৩০॥

এই পদ্মমধ্যে সুধাসমুদ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ, পীতবস্ত্র, ধনুঃশর পাশাঙ্কুশ যুক্ত চারি হস্ত বিশিষ্ট সাকিনী শক্তি আছেন। উক্ত পদ্ম কর্ণিকায় যোগিদিগের অভিমত মোক্ষদ্বার স্বরূপ নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র মণ্ডল ও আছে। ৩০॥

ইহস্থানে চিত্তং নিরবধি বিনিধায়াত্তসম্পূর্ণযোগঃ
কবির্ব্বাগ্মী জ্ঞানী সভবতি নিতরাং সাধকঃ শান্তচেতাঃ।
ত্রিকালানাং দর্শী সকলহিতকরোরোগশোকপ্রমুক্তঃ
চিরঞ্জীবী জীবী নিরবধি বিপদাং ধ্বংশহংসপ্রকাশঃ॥৩১॥

যোগী ব্যক্তি নিরবধি এই পদ্মে চিত্ত সমাধান করিয়া অনায়াসে কবি, বাক্‌পটু, জ্ঞানী, ত্রিকালদর্শী, হিতকর, রোগ শোক মুক্ত, চিরজীবী, নিরন্তর বিপদ ধ্বংশকারী হয়েন। ৩১॥

আজ্ঞানামাম্বুজন্তদ্ধিমকরসদৃশং ধ্যানধামপ্রকাশং
হক্ষাভ্যাং বৈ কলাভ্যাং পরিলসিতবপুর্নেত্রপত্রং সুশুভ্রং।
তন্মধ্যে হাকিনী সা শশিসমধবলাবক্ত্রষট্‌কং দধানা
বিদ্যাং মুদ্রাং কপালং ডমরুজপবটীং বিভ্রতী শুদ্ধচিত্তা। ৩২॥

ভ্রূমধ্যে পূর্ণচন্দ্র সদৃশ, ধ্যান প্রকাশক, হ ক্ষ বর্ণদ্বয় বিশিষ্ট,

পত্রদ্বয় যুক্ত, শুক্ল বর্ণ, আজ্ঞানামে এক পদ্ম আছে। তন্মধ্যে পূর্ণ-চন্দ্র সদৃশ ছয় বক্ত্র বিশিষ্টা বিদ্যা মুদ্রা কপালাদি ধারিণী শুদ্ধ-চিত্তা, হাকিনী শক্তি বাস করেন। ৩২ ॥

এতৎ পদ্মান্তরালে নিবসতি চ মনঃ সূক্ষ্মরূপং প্রসিদ্ধং
যোনৌ তৎকর্ণিকায়ামিতরশিবপদং লিঙ্গচিহ্নপ্রকাশং।
বিদ্যুন্মালা বিলাসং পরমকুলপদং ব্রহ্মসূত্রং প্রবোধং
বেদনামাদিবীজং স্থিরতরহৃদয়শ্চিন্তয়েৎ তৎ ক্রমেণ। ৩৩ ॥

এতৎ পদ্মমধ্যে সূক্ষ্মরূপ প্রসিদ্ধ মন অবস্থান করেন। আর তৎ কর্ণিকা মধ্যস্থিত ত্রিকোণ যন্ত্রে লিঙ্গচিহ্ন স্বরূপ বিদ্যুৎমালার ন্যায় শবরূপ শিব আছেন। তন্মধ্যে পরম পদ চিত্রিণী নাড়ী-বোধক রূপ বেদবীজ ওঙ্কার আছে। শুদ্ধ চিত্ত সাধক এই সকল ক্রমে ধ্যান করিবেন। ৩৩॥

ধ্যানাত্মা সাধকেন্দ্রোভবতি পরপুরে শীঘ্রগামী মুনীন্দ্রঃ
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী সকলহিতকরঃ সর্ব্বসাস্ত্রার্থবেত্তা।
অদ্বৈতাচারবাদী বিলসতি পরমাপূর্ব্বসিদ্ধি প্রসিদ্ধো-
দীর্ঘায়ুঃ সোহপিকর্ত্তা ত্রিভুবনভবনে সংহৃতৌ পালনেচ। ৩৪ ॥

সাধক ব্যাক্তি এই পদ্ম ধ্যান করিয়া অন্যগৃহে গমনশীল হয় এবং মুণীন্দ্র, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, সকল হিতকর, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, অদ্বৈতবাদী, পরমসিদ্ধ, দীর্ঘায়ুঃ ও ত্রিভুবনের উৎপত্তি স্থিতি সংহার কর্ত্তা হয়েন। ৩৪ ॥

তদন্তশ্চক্রেঽস্মিন্নিবসতি সততং শুদ্ধবুদ্ধান্তরাত্মা
প্রদীপাভজ্যোতিঃ প্রণববিরচনারূপবর্ণপ্রকাশঃ।
তদূর্দ্ধে চন্দ্রার্দ্ধস্তদুপরিবিলসদ্বিন্দুরূপী মকার-
স্তদাদ্যোনাদোঽসৌ বলধবলসুধাধারসন্তানহাসী। ৩৫ ॥

এই পদ্মের মধ্যদেশে শুদ্ধ বুদ্ধ স্বরূপ, অন্তরাত্মপ্রকাশক প্রদীপ জ্যোতিরূপ প্রণব, সতত অবস্থিতি করিতেছে। তাহার ঊর্দ্ধভাগে অর্দ্ধ চন্দ্র তাহার উপরি বিন্দু রূপী মকার, তাহাতে ধবল বর্ণ যুক্ত নাদ অবস্থিত আছে। ৩৫॥

ইহস্থানে লীনে সুসুখসদনে চেতসি পুরং
নিরালম্বাং বদ্ধা পরমগুরুসেবাসুবিদিতাং।
তদভ্যাসাদ্‌যোগী পবনসুহৃদাং পশ্যতি কণান্
ততস্তন্মধ্যান্তঃ প্রবিলসিতরূপানপি সদা। ৩৬॥

যোগী ব্যক্তি এই আজ্ঞা চক্রে যোনি মুদ্রা বদ্ধ করিয়া অন্তঃ সংরোধ পূর্ব্বক সুখধাম চিত্তকে লীন করিয়া, পরমগুরু সেবায় তৎপর হইয়া প্রণবের অভ্যাস দ্বারা যোগ কালে, অন্তর্ব্বিলসিত রূপ অগ্নিকণা সকল সর্ব্বদা সন্দর্শন করেন। ৩৬॥

জ্বলদ্দীপাকারং তদনু চ নবীনার্কবহুল-
প্রকাশং জ্যোতির্ব্বা গগনধরণী মধ্যমিলিতং।
ইহস্থানে সাক্ষাদ্ভবতি ভগবান্ পূর্ণবিভবো-
হব্যয়ঃ সাক্ষী বহ্নেঃ শশিমিহিরয়োর্ম্মণ্ডলইব। ৩৭॥

অনন্তর এই আজ্ঞা চক্রে দীপশিখাতুল্য বালার্ক প্রকাশ সন্নিভ গগণ ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী জ্যোতি দর্শন হয়। এবং এই পদ্মে শশি সূর্য্যের মণ্ডল স্বরূপ সাক্ষীরূপ পূর্ণ বিভব অব্যয় পরম শিব আছেন। ৩৭॥

ইহস্থানে বিষ্ণোরতুলপরমামোদমধুরে
সমারোপ্য প্রাণং প্রমুদিতমনাঃ প্রাণনিধনে।
পরং নিত্যং দেবং পুরুষমজমাদ্যং ত্রিজগতাং
পুরাণং যোগীন্দ্রঃ প্রবিলসতি চ বেদান্তবিদিতং। ৩৮॥

বিষ্ণুর পরমামোদ স্থান স্বরূপ, এই পদ্মে প্রাণ বিয়োগ কালে প্রাণ সকলকে অবরোপিত করিয়া শ্রেষ্ঠ, নিত্য, অজ, জগতের আদি, পুরাণ পুরুষকে, যোগী ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়েন। ৩৮ ॥

লয়স্থানং বায়োস্তদুপরি চ মহানাদরূপং শিবার্দ্ধং
নিরাকারং প্রশান্তং বরদমভয়ং শুদ্ধবুদ্ধিপ্রকাশং।
যদাযোগী পশ্যেদ্ গুরুচরণযুগাম্ভোজসেবাসুশীল-
স্তদা বাচাং সিদ্ধিঃ করকমলতলে তস্য ভূয়াৎ সদৈব। ৩৯ ॥

যখন যোগী ব্যক্তি আজ্ঞা চক্রের উর্দ্ধ ভাগে সহস্রদল কমলের অধোভাগে বায়ুর লয় স্থান মহানাদরূপ শিবার্দ্ধ লাঙ্গলাকার শান্ত অভয় বরদ শুদ্ধ বুদ্ধি প্রকাশ স্বরূপকে দেখেন, তখন তিনি গুরুচরণ সেবা কুশল হয়েন এবং বাক্‌সিদ্ধি তাঁহার করতলে আবির্ভূত হয়। ৩৯ ॥

তদূর্দ্ধে শঙ্খিন্যা নিবসতি শিখরে শূন্যদেশে প্রকাশং
বিসর্গাধঃ পদ্মং দশশতদলং পূর্ণচন্দ্রাতিশুভ্রং।
অধোবক্ত্রং কান্তং তরুণরবিকলাকান্তিকিঞ্জল্কপুঞ্জং
ললাটাদ্যৈর্বর্ণৈঃ প্রবিলসিতবপুঃ কেবলানন্দরূপং। ৪০ ॥

ইহার উর্দ্ধভাগে শিখরদেশে শূন্যস্থানে বিসর্গের নিম্নে প্রকাশরূপ সহস্রদল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ নানা বর্ণ রঞ্জিত পত্র বিশিষ্ট তরুণ সূর্য্য সন্নিভ কেবল আনন্দ রূপ অধোমুখ পদ্ম, শঙ্খিনী শক্তির সহিত অবস্থান করেন। ৪০ ॥

সমাস্তে তস্যান্তঃ শশপরিরহিতঃ শুদ্ধ সম্পূর্ণচন্দ্রঃ
স্ফুরজ্জ্যোৎস্নাজালঃ পরমরসচয়স্নিগ্ধসন্তানহাসী।
ত্রিকোণং তস্যান্তঃ স্ফুরতি চ সততং বিদ্যুদাকাররূপং
তদন্তঃ শূন্যং তৎসকল সুরগণৈঃ সেবিতং চাতিগুপ্তং। ৪১ ॥

সহস্রদল কমলের অভ্যন্তরে কলঙ্ক রহিত, জ্যোৎস্না প্রকাশক, অমৃতরস সমূহদ্বারা বিরাজিত পূর্ণচন্দ্র অবস্থিত আছেন। আর পদ্ম কর্ণিকাতে বিদ্যুৎ প্রকাশ সদৃশ ত্রিকোণ-যন্ত্র সতত প্রকাশ পাইতেছে। তন্মধ্যে অন্তঃ শূন্য রূপ অর্থাৎ পরমবিন্দু, অতি গুহ্যরূপে সকল দেবগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া স্থিতি করিতেছেন। ৪১ ॥

সুগুপ্তং তদ্‌যত্নাদতিশয়পরমামোদসন্তানরাশেঃ
পরং কন্দং সূক্ষ্মং সকলশশিকলাশুদ্ধরূপপ্রকাশং।
ইহস্থানে দেবঃ পরমশিবসমাখ্যানসিদ্ধঃ প্রসিদ্ধঃ
স্বরূপী সর্ব্বাত্মা রসবিরসমিতোঽজ্ঞানমোহান্ধহংসঃ। ৪২ ॥

অতিসূক্ষ্ম গুপ্তরূপ এবং মোক্ষের পরম কন্দ স্বরূপ ও চন্দ্র কলা প্রকাশের ন্যায় প্রকাশিত সেই পরম বিন্দু, যত্ন পূর্ব্বক ধ্যান সাধনে প্রকাশিত হয়েন। আর ঐ স্থানে পরম শিব নামে শুদ্ধরূপী প্রসিদ্ধ সর্ব্বাত্মা, উভয় রস প্রাপ্ত, জ্ঞানান্ধকার প্রকাশক পরমশিব দেব বাস করেন। ৪২ ॥

সুধাধারাসারং নিরবধি বিমুঞ্চন্নতিতরাং
যতেঃ স্বাত্মজ্ঞানং দিশতি ভগবান্ নির্ম্মলমতেঃ।
সমাস্তে সর্ব্বেশঃ সকলসুখসন্তানলহরী
পরীবাহোহংসঃ পরমইতি নাম্না পরিচিতঃ। ৪৩ ॥

নিরন্তর অমৃত কিরণ প্রকাশ করত, এবং নির্ম্মল বুদ্ধি যোগিদিগের আত্মজ্ঞান উপদেশ করত, পরম নামে পরিচিত, ও সকল সুখ প্রবাহে হংসরূপ, ভগবান্ সর্ব্বেশ অবস্থিত আছেন। ৪৩ ॥

শিবস্থানং শৈবাঃ পরমপুরুষং বৈষ্ণবগণা-
লপন্তীতি প্রায়োহরিহরপদং কেচিদপরে।
পরং দেব্যাদেবীচরণযুগলাম্ভোজরসিকা-
মুণীন্দ্র-অপ্যন্যে প্রকৃতি পুরুষ স্থানমমলং। ৪৪ ॥

শৈবেরা ঐ পদ্মকে শিবস্থান কহে, বৈষ্ণবেরা পরম পুরুষ বিষ্ণুর স্থান, যুগলোপাসকেরা, হরিহর স্থান; শাক্তেরা, শক্তি-স্থান, এবং মননশীল যোগীরা, ইহাকে প্রকৃতি পুরুষের স্থান বলিয়া থাকেন। ৪৪ ॥

ইদং স্থানং জ্ঞাত্বা নিয়তনিজচিত্তো নরবোরন
ভূযাৎ সংসারে পুনরপি ন বদ্ধস্ত্রিভুবনে।
সমগ্রা শক্তিঃ স্যান্নিয়মমনসস্তস্য কৃতিনঃ
সদা কর্ত্তুং হর্ত্তুং খগতিরপি বাণী সুবিমলা। ৪৫ ॥

এই সহস্রার পদ্ম জ্ঞাত হইয়া নিয়ত সুস্থ চিত্ত নরশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি পুনর্ব্বার আর সংসার মোহে বদ্ধ হয়েন না এবং তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রাপ্তি হয়। আর তিনি শুদ্ধ চিত্ত কৃতী হইয়া আকাশে গমন করিতে ও সমর্থ হয়েন ও তাঁহার বাক্য অব্যর্থ হয়। ৪৫ ॥

অত্রাস্তে শিশুস্থর্য্যাসোদরকলা চন্দ্রস্য সা ষোড়শী
শুদ্ধা নীরজসূক্ষ্মতন্তুশতধাভাগৈকরূপা পরা।
বিদ্যুৎকোটিসমানকোমলতনুর্বিদ্যোতিতাঽধোমুখী
পূর্ণানন্দপরম্পরাতিবিগলৎপীযূষধারাধরা। ৪৬ ॥

এই পদ্মে শুদ্ধ মৃনাল তন্তুর শত ভাগৈক ভাগ স্বরূপ, কোটি বিদ্যুৎরূপ, অধোমুখ, পূর্ণানন্দ প্রবাহ হইতে পতিত পীযূষ ধারা বিশিষ্ট ষোড়শ কলা যুক্ত পূর্ণচন্দ্র অবস্থান করেন। ৪৬ ॥

নির্ব্বাণাখ্যকলা পরাপরতরা সাস্তে তদন্তর্গতা
কেশাগ্রস্য সহস্রধা বিভজিতস্যৈকাংশরূপা সতী।
ভূতানামধিদৈবতং ভগবতী নিত্যপ্রবোধোদয়া
চন্দ্রার্দ্ধাঙ্গসমানভঙ্গুরবতী সর্ব্বার্কতুল্য প্রভা। ৪৭ ॥

দ্বাদশাদিত্য প্রকাশ তুল্য, অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় ভঙ্গিম বিশিষ্ট, নিত্যজ্ঞান স্বরূপ, ভূত সকলের অধিদেবতা রূপ, কেশাগ্রের সহস্র ভাগৈক ভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম, অমাকলার ক্রোড়স্থিত এবং শ্রেষ্ঠ ভগবতী নির্ব্বাণকলা অবস্থিত আছেন। ৪৭ ॥

এতস্যামধ্যদেশে বিলসতি পরমা পূর্ব্বনির্ব্বাণশক্তিঃ
কোট্যাদিত্যপ্রকাশা ত্রিভুবনজননী কোটিভাগৈকরূপা।
কেশাগ্রস্যাতিসূক্ষ্মা নিরবধি বিগলৎপ্রেমধারাধরা সা
সর্ব্বেষাং জীবভূতা মুনিমনসি মুদা তত্ত্ববোধং বহন্তী। ৪৮ ॥

মুনিদিগের মনে তত্ত্বজ্ঞান দাত্রী, সকলের জীবন স্বরূপ নিরন্তর বিগলিত প্রেমধারা ধারিণী, কেশাগ্রের কোটি ভাগৈক ভাগ স্বরূপ সূক্ষ্ম, ত্রিভুবন জননী, কোটি সূর্য্য প্রকাশ স্বরূপ, পরমা, যে অপূর্ব্ব নির্ব্বাণ শক্তি, তিনি ঐ নির্ব্বাণ কলার ক্রোড়ে বিলাস করিতেছেন। ৪৮ ॥

তস্যামধ্যান্তরালে শিবপদমমলং শাশ্বতং যোগিগম্যং
নিত্যানন্দাভিধানং সকলসুখময়ং শুদ্ধবোধস্বরূপং।
কেচিদ্‌ব্রহ্মাভিধানং পদমিতি সুধিয়োবৈষ্ণবং তল্লপন্তি
কেচিদ্ধংসাখ্যমেতৎ কিমপি সুকৃতিনোমোক্ষমাত্মপ্রবোধং।৪৯॥

শুদ্ধজ্ঞান স্বরূপ, সকল সুখরূপ, যোগিদিগের জ্ঞেয়, নিত্য, নিত্যানন্দ নামে, নির্ম্মল শিবপদ, ব্রহ্ম, নির্ব্বাণ শক্তি মধ্যে অবস্থিত আছেন। কোন কোন ধীর ব্যক্তি তাঁহাকে ব্রহ্ম

পদ কহেন, কেহবা বৈষ্ণব পদ কহেন, কেহবা হংস কহেন, আর কোন কোন সুকৃতী ব্যক্তি আত্মজ্ঞান বা মোক্ষ কহেন। ৪৯ ॥

হূংকারেণৈব দেবীং যমনিয়মসমাভ্যাসশীলঃ সুশীলঃ
জ্ঞাত্বা শ্রীনাথবক্ত্রাৎ ক্রমমিতি চ মহামোক্ষবর্ত্ম প্রকাশং।
ব্রহ্মদ্বারস্য মধ্যে বিরচয়তি সতাং শুদ্ধবুদ্ধিঃ স্বভাবঃ
ভিত্ত্বা তল্লিঙ্গরূপং পবনদহনয়োরাক্রমেণৈব গুপ্তং। ৫০ ॥

যমনিয়মাদি অভ্যাস সম্পন্ন, শুদ্ধবুদ্ধি সুশীল ব্যক্তি, হূংকার দ্বারা গুরুবক্ত্র হইতে মোক্ষ পথ ক্রম অবগতি পূর্ব্বক, কুণ্ডলিণী দেবীকে উত্থাপিত করিয়া, স্বয়ম্ভুলিঙ্গ ছিদ্র ভেদ করত, পবন দহন ক্রমে তাঁহাকে ব্রহ্ম দ্বার মধ্যে গূঢ়রূপে যোগ করেন। ৫০ ॥

ভিত্ত্বা লিঙ্গত্রয়ং তৎ পরমরসশিবে সূক্ষ্মধাম্নি প্রদীপে
সা দেবী শুদ্ধসত্ত্বা তড়িদিববিলসত্তন্তুরূপস্বরূপা।
ব্রহ্মাখ্যায়াঃ শিবায়াঃ সকলসরসিজং প্রাপ্য দেদীপ্যতে তৎ
মোক্ষাখ্যানন্দরূপং ঘটয়তি সহসা সূক্ষ্মতালক্ষণেন। ৫১ ॥

সেই লিঙ্গ ছিদ্রত্রয় ভেদ করত দেদীপ্যমান সূক্ষ্মতেজ স্বরূপ পরম শিবেতে, বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায় সূক্ষ্মরূপ কুণ্ডলিণী দেবী, ব্রহ্মাখ্যা শিবার সহিত সকল চক্র প্রাপ্ত হইয়া, সূক্ষ্ম লক্ষণ দ্বারা দেদীপ্যমান মোক্ষ রূপ আনন্দ ঘটনা করেন। ৫১ ॥

নীত্বা তাং কুলকুণ্ডলীং লয়বশাৎ জীবেন সার্দ্ধং সুধীঃ
মোক্ষে ধামনি শুদ্ধপদ্মসদনে শৈবে পরে স্বামিনি।
ধ্যায়েদিষ্টফলপ্রদাং ভগবতীং চৈতন্যরূপাং পরাং
যোগীন্দ্রো গুরুপাদপদ্মযুগলালম্বী সমাধৌ যতঃ। ৫২ ॥

গুরুপাদপদ্ম যুগলাশ্রিত, ধীমান্ যোগী ব্যক্তি, লয় ক্রম দ্বারা জীবের সহিত সেই কুলকুণ্ডলিণীকে, মোক্ষ ধাম স্বরূপ শুক্র পদ্মোপরিস্থিত পরম শিবেতে আনয়ন করিয়া, পরম চৈতন্য রূপ ইষ্টফলদাত্রী ভগবতী কুণ্ডলিণীকে ধ্যান করিবেন। ৫২॥

লাক্ষাভং পরমামৃতং পরশিবাৎ পীত্বা পুনঃ কুণ্ডলী
নিত্যানন্দমহোদয়াৎ কুলপথান্মূলে বিশেৎ সুন্দরী।
তদ্দিব্যামৃতধারয়া স্থিরমতিঃ সন্তর্পয়েৎ দৈবতং
যোগী যোগপরম্পরাবিদিতয়া ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডস্থিতং। ৫৩॥

তথায় কুণ্ডলিণী সুন্দরী, নিত্যানন্দ স্বরূপ পরম শিবের নিকট হইতে রক্ত সদৃশ পরমামৃত পান করিয়া, কুলপথ হইতে পূনর্ব্বার মূলাধারে আসিয়া প্রবেশ করেন। তখন স্থিরমতি যোগী ব্যক্তি, যোগ পরম্পরা বিদিত হইয়া কুণ্ডলিণী মধ্যস্থিত স্বীয় ইষ্ট দেবতাকে তর্পণ করিবেন। ৫৩॥

জ্ঞাত্বৈতৎ ক্রমমুত্তমম্ যতমনা যোগী যমাদ্যৈর্যুতঃ
শ্রীদীক্ষাগুরুপাদপদ্মযুগলামোদপ্রবাহোদয়াৎ।
সংসারে নহি জন্যতে নহি কদা সংক্ষীয়তে সংক্ষয়ে
নিত্যানন্দপরম্পরাপ্রমুদিতঃ শান্তঃ সতামগ্রণীঃ। ৫৪॥

শান্তচিত্ত সাধুর অগ্রগণ্য, যমাদিযুক্ত সংযতমানস নিত্যানন্দ, ক্রমাবগত যোগী ব্যক্তি, দীক্ষাগুরুর পাদপদ্ম যুগলের অনুগ্রহে, আর সংসারে জন্মগ্রহণকরেননা; এবং প্রলয়কালেও তাঁহার ক্ষয় হয়না। ৫৪॥

যোঽধীতে নিশি সন্ধ্যয়োরথ দিবা যোগী স্বভাবস্থিতঃ
মোক্ষজ্ঞাননিদানমেতদমলং শুদ্ধঞ্চ গুপ্তং পরং।
শ্রীমৎশ্রীগুরুপাদপদ্মযুগলালম্বী যতান্তর্মনাঃ
তস্যাবশ্যমভীষ্টদৈবতপদে চেতোনরী নৃত্যতে। ৫৫॥

স্বভাবস্থিত, গুরুপাদপদ্ম যুগলালম্বী সংযতাত্মা যে যোগী ব্যক্তি, রাত্রিতে, সন্ধ্যাতে বা দিবসে এই পরম গুপ্ত মোক্ষ জ্ঞান কারণ, শুদ্ধ পরম তত্ত্ব অধ্যয়ন করেন, তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা অভীষ্ট দেবতা পদে নৃত্যমান হইতে থাকে। ৫৫ ॥

বৌদ্ধ তত্ত্ব।

আজি কালি অনেকের ধারণা এই রূপ, যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম পাশ্চাত্য কোম্‌ৎ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সদৃশ, উভয়ই নিরীশ্বর; এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিময়। সাধারণের বিশ্বাস "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই নীতির উপরেই সমগ্র বৌদ্ধ ধর্ম্ম সঙ্গঠিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের গুপ্ত ভাণ্ডারে এইরূপ সামাজিক ও বাহ্যিক নৈতিক তত্ত্ব ব্যতীত, মানব, প্রকৃতি, আদি কারণ, জীবের পরিণাম প্রভৃতি অনেকানেক নিগূঢ় বিষয় নিহিত রহিয়াছে। ঐ জ্ঞান কাণ্ডকে আয়ত্তগত করিতে সমর্থ হইলে, মানব নির্ব্বাণ বা মুক্তিলাভে সমর্থ হয়েন। ঐ সমুদয় তত্ত্বজ্ঞান আর্য্যগণের যুক্তিসম্মত। ফলত বাহ্যিক নীতি, প্রকরণ, অনুষ্ঠানাদি পরিত্যাগ করিয়া অন্তস্থলে প্রবেশ করিলে, ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম, এই উভয়েরই মূল ভিত্তি এক বলিয়া উপলব্ধ হইবে। জীবের পরিণাম, জগতের আদি কারণ, ব্রহ্মাণ্ডের ক্রমোন্নতি, এবং মানব আত্মার পরিত্রাণ সম্বন্ধে উভয়েরই যুক্তি প্রায় একরূপ।

পূর্ব্বে তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে আর্য্যগণের যুক্তি ও নির্দ্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে; অতঃপর সে সম্বন্ধে বৌদ্ধ নির্দ্দেশ বর্ণিত হইতেছে। তদ্দ্বারা উভয়ের সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইবে।

বৌদ্ধ-তত্ত্বের নির্দ্দেশ সমূহ সাধারণ মানবের চক্ষে ঘোর তমসাচ্ছন্ন। তাহাদের রহস্যোদ্ভেদ, সাধারণ মনুষ্যের সাধ্যাতীত। বৌদ্ধ গ্রন্থে ঐ সকল জ্ঞান কাণ্ডের যে কিঞ্চিত আভাস পাওয়া যায় তাহা অতি সামান্য। সেই সামান্য আভাস পাইয়াই, সমগ্র জগত, বৌদ্ধ তত্ত্বকে, জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ভাণ্ডার বলিয়া পূজা করিতেছে। তাহার অন্তস্থলে যে সকল অমূল্য রত্নরাজি নিহিত রহিয়াছে, তাহাদিগের সন্দর্শনে মানব সমাজ কৃতার্থ হইবে। মানব সমাজে প্রচারিত গ্রন্থে সে সকল তত্ত্ব প্রাপ্তব্য নহে। হিমালয়স্থ তিব্বত বাসী আর্হত যোগিগণ সেই মহাজ্ঞানকাণ্ডের আধার। তাঁহারাও আবার সাধারণ মানব সমাজের অতীত।

"আর্হত" শব্দ একটী বৌদ্ধ উপাধি মাত্র। উহা মুক্ত এবং বুদ্ধ মহাত্মাগণের প্রতি আরোপিত হয়। মানব যখন জ্ঞান ও সমাধি বলে জীবন্মুক্তি বা পরমার্থ লাভ করেন, তখনই তিনি আর্হত শ্রেণীভুক্ত হয়েন। এই সকল আর্হত যোগী এবং তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ, গৌতমবুদ্ধের বহুপূর্ব্বকাল হইতে জগতে বিরাজ করিতেছেন। গৌতমের আবির্ভাবের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্ভব নহে। এ সম্বন্ধে সাধারণের এক অতি ভ্রান্তিমূলক সংস্কার আছে, যে গৌতম বুদ্ধই, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। প্রকৃত পক্ষে আর্য্যদর্শনে, গৌতমের আবির্ভাবের বহু শতাব্দি পূর্ব্ব হইতেই, বৌদ্ধ-তত্ত্ব সমূহ গ্রথিত রহিয়াছে। এবং

গৌতমের জন্মের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে এই মহাতত্ত্ব সমূহ বিলুপ্ত প্রায় হইয়া উঠে। তিব্বতস্থ অতি অল্প সংখ্যক চেলাগণের মধ্যে উহা অতীব দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া নির্ব্বাসিত অবস্থায় লুক্কায়িত ছিল। তৎকালে উহার বৈজ্ঞানিক ভাবের বিনাশ হইয়াছিল। বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়া এইরূপ পতিত বৌদ্ধজ্ঞান ভাণ্ডারের উদ্ধার সাধন করেন এবং উহার অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুসারে, বৌদ্ধ যতিগণকে শিক্ষা প্রদান করেন।

বুদ্ধের সময় হইতে একাল পর্য্যন্ত ঐ বৈজ্ঞানিক বৌদ্ধ তত্ত্ব সমূহ, বৌদ্ধ মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক অমূল্য রত্নের ন্যায়, অতীব প্রচ্ছন্ন ভাবে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। উহারা কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক বৌদ্ধ মহাত্মাগণের সম্পত্তি; বাহিরের মানবগণের তাহাতে কিছুমাত্র অধিকার নাই। এই মহাত্মাগণই পূর্ব্ব কথিত আর্হত নামে অভিহিত। প্রকৃতিস্থ উন্নতি এবং পবিত্রতার "চতুর্থ পদবীতে" উত্তীর্ণ হওয়ায়, ইঁহারা আর্হত বলিয়া খ্যাত। এই চতুর্থ দশা সম্বন্ধে, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বাহ্যিক ভাব ধরিয়া অনেকে অনেক রূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। সাধারণতঃ জ্ঞান ও সমাধি সম্বন্ধে "সংসারী" মানবের যেরূপ ভ্রমাত্মক ধারণা আছে, সেইরূপ ভ্রমাত্মক ধারণা অনুসারে তিনি যতিগণের স্বরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন। জ্ঞান ও সমাধি সম্বন্ধে সাধারণের সংজ্ঞা ও ধারণার সহিত বর্ত্তমান 'শান্তি' শব্দের তাৎপর্য্যের অনেকটা সৌসাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। ফলতঃ বৌদ্ধ মতানুযায়ী জ্ঞান ও সমাধি, সাধারণ 'শান্তি' অপেক্ষা অতীব উচ্চতর পদার্থ। বৌদ্ধ ধর্ম্মের বাহ্যিক ভাব ধরিয়া যাহারা এই জ্ঞান ও সমাধির ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারা বিষম

ভ্রমে পতিত হয়েন। তাঁহাদের ক্ষুদ্র বিবেচনা এবং নির্দ্দেশ অনুসারে, সুখদুঃখবোধ ও ভেদাভেদ ভাব তিরোহিত হইলে, মানব মনে যে প্রশান্ত অবস্থার উদ্ভব হয়, উহাই প্রকৃত জ্ঞান এবং ঐ ভাবই সমাধির বিভিন্নরূপ নাম মাত্র। পাশ্চাত্য লেখকগণের মধ্যে এ সম্বন্ধ অনেকে অনেকরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত, পাশ্চাত্য জ্ঞান এবং পাশ্চাত্য ধারণা বা চিন্তা অনুসারে অতীব মহান্ বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধ-মতানুযায়ী সমাধি বা জ্ঞান, এ সমুদয় সিদ্ধান্ত অপেক্ষা অতীব মহান্ পদার্থ। সে সমাধি বা জ্ঞানের ব্যাখ্যা, সামান্য ভাষায় সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা যায় না, অথবা ব্যক্ত হইলেও, জগতের বর্ত্তমান দশায় উহা সাধারণের বোধগম্য নহে। এই বৌদ্ধ মতানুযায়ী "নির্ব্বাণ" অবস্থা সম্বন্ধেও জগতের অতি ভ্রান্ত সংস্কার আছে। অনেক প্রাচ্য পণ্ডিতগণও এই ভ্রমের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই। ভগবদ্গীতার তত্ত্বজ্ঞানময় উপদেশ সমূহের বাহ্যিক তাৎপর্য্য সম্বন্ধে অনেকের যেরূপ ধারণা আছে, তদনুসারে তাঁহারা এই "বৌদ্ধ নির্ব্বাণের"ও স্বরূপ উপলব্ধ করেন। উহা যে নিতান্ত ভ্রমাত্মক তাহা পশ্চাৎ হৃদয়ঙ্গম হইবে। ইয়ুরোপীয় বৌদ্ধতত্ত্বের লেখক গণের অনেকে অতি উচ্চ ধারণা সত্ত্বেও ঐ প্রমাদে পতিত হইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ শ্রীযুক্ত হাই কর্ত্তৃক অনুবাদিত ডাক্তার ওল্ডেন্‌বার্গের "Buddha : his life, his doctrine, his order" নামক পুস্তক হইতে এই নির্ব্বাণ সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যানের কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

"The disciple who has put off lust and desire, rich in wisdom, has here on earth attained deliverance from death, the rest, the Nirvana, the eternal state. He who has escaped from the trackless hard mazes of the *Sansara,* who has crossed over and reached the shore, self-absolved, without stumbling and without doubt, who has delivered from the earthly and attained Nirvan, him I call a true Brahmin."

এই সমুদয় ভ্রান্তিময় নির্দ্দেশ বৌদ্ধ ধর্ম্মের বাহিক ভাব হইতে সংগৃহীত। বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রকৃততত্ত্ব সমূহ, সাগর তলস্থ রত্নের ন্যায় আর্হত যতিগণের গুপ্তভাণ্ডারে নিহিত রহিয়াছে। বাহিরের কোন কোন সুকৃতিবান্ মহোদয়, তাঁহাদেরই প্রসাদে অধুনা সেই মহাতত্ত্বের কথা জগতে প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইঁহারাই বর্ত্তমান থিওসফির অভিভাবক। বর্ত্তমান থিওসফি, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ঐ বৌদ্ধ যতিগণের সাক্ষাৎ লাভ অনেক সময় অনেকের ভাগ্যে ঘটে না। তিব্বতের পর্ব্বতময় নিভৃত স্থলে তাঁহাদের আবাস ভূমি। তাঁহারা কখন্ কি অবস্থায়, কি অভিপ্রায়ে জগতে বিচরণ করেন, তাহা সাধারণের বুঝিবার সামর্থ্য নাই। জগতে যত যোগী এবং তত্ত্বজ্ঞানিগণের সম্প্রদায় আছে-এই তিব্বতস্থ মহাত্মগণই ঐ সমুদয় সম্প্রদায়ের নেতা স্বরূপ।

থিওসফি।

গ্রন্থমধ্যে ষড়দর্শনের মত সংক্ষেপে যতদূর উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা হইতেই পাঠক তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ সম্বন্ধে প্রাচীন আর্য্য মহাত্মাগণের নির্ণীত উপায় এক প্রকার অবগত হইলেন। এক্ষণে থিওসফির মতের (Doctrines) সহিত তাহার সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য কতদূর তাহার নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, থিওসফি পাশ্চাত্য বা বিজাতীয় ধর্ম্ম নহে, কেবলমাত্র ইহার বিজাতীয় নামকরণই, সাধারণ লোকের মনে ঐরূপ ভ্রান্ত সংস্কার জন্মাইয়া দিয়াছে। থিওসফির শব্দগত অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান। আর্য্যনিবাস ভারতে ব্রহ্মজ্ঞান, অজ্ঞাত বা অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ নহে। জগৎ পূজনীয় বেদের বীজ বাক্যই ব্রহ্মজ্ঞান। ভূবনব্যাপী বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সার শিক্ষাই ব্রহ্মজ্ঞান। সুতরাং থিওসফিতে আধুনিকত্ব বা বিজাতীয়ত্ব কিছুই নাই। ইহা আমাদিগের পৈতৃক ধন। আনাদিগেরই পিতৃদেবগণের, প্রাচীন আর্য্য-ঋষিগণের, বহুযত্নার্জ্জিত অমূল্য-রত্ন। কেবলমাত্র হতভাগ্য আমরাই, এই অমূল্য-রত্নের রত্নত্ব বুঝিতে পারি নাই। তজ্জন্যই ইহা এতদিন অযত্নে অনাদরে অন্ধকার কক্ষে পতিত ছিল। বোধ হয় এতদিনে আমাদের দুরদৃষ্টের অবসান হইল, আমাদের মনশ্চক্ষের ভ্রম দূরীকৃত হইল, এতদিনে আমরা রত্নকে রত্ন বলিয়া জানিতে পারিলাম। হে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ মহোদয়গণ, ভারতে লুপ্তপ্রায় বিজ্ঞান-চর্চ্চার পুনরুদ্দীপন করিয়া

ভারতের যে উপকার করিলেন, ভারতবাসী তাহা কখনই বিস্মৃত হইবে না। বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ জ্যোতিতেই ভারত আজ তাহার বহুকালের হারাণ ধন, অমূল্য রত্ন, ভস্মরাশীর মধ্য হইতে পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইল।

ইতিহাসাতীত প্রাচীনকালে (Prehistoric age) জনসাধারণ অন্ধ বিশ্বাসে চালিত হইত। তখন প্রতারণা ছিল না—সুতরাং সংশয়ও ছিল না; তখন মানব-হৃদয় অবিকৃত, কোমল ও সরল ছিল। হৃদয়ে বিশ্বাস ছিল, আর সে বিশ্বাসে কোনরূপ বিপরীত ফল হইত না বলিয়া, সে বিশ্বাস ও অবিচলিত থাকিত। প্রাচীন ঋষিগণ, এইরূপ হৃদয়ই, আপনাদিগের কার্য্যক্ষেত্র করিতে পাইয়াছিলেন। সংশয়, কাপট্য, মিথ্যা প্রভৃতির সহিত তাঁহাদিগের সারগর্ভ শিক্ষার বিরোধ করিতে হয় নাই। ঋষিবাক্য, সেই সমস্ত সরল হৃদয়ে, "ঋষিবাক্য" বলিয়াই গৃহীত হইত। কিন্তু আজ ভারতের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। স্বার্থপরতা, আজ মানব-হৃদয়ে প্রধান প্রবৃত্তি (Prevailing passion)। সংশয় অবিশ্বাস, অসরলতা, সেই স্বার্থপরতার নিত্যসহচর। এই অবনতির দোষে আজ মানব হৃদয় মরুময়, কোন শিক্ষাই তাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় সহজে ফলপ্রদ হয় না। অবিশ্বাস, তাহাতে ঋষিবাক্য, ঋষিবাক্যের আদরে গ্রহণ করিতে দেয় না। সে সরল হৃদয় আর নাই, সে সরল-হৃদয়ের অন্ধবিশ্বাস ও আর নাই। এখন তাহার প্রতিপদেই সংশয়, সুতরাং প্রতিপদেই তাহার যুক্তির আবশ্যকতা। সংশয় পূর্ণ হৃদয়ে কোন শিক্ষা ফলপ্রদ করিতে চাও, অখণ্ড্য যুক্তি প্রদান কর, নতুবা তোমার শিক্ষা শ্রেষ্ঠতম হইলেও সন্দিগ্ধ হৃদয়ে স্থান পাইল না। সে শিক্ষা সামাজিকই

হউক, রাজনৈতিকই হউক, আর ধর্ম্মবিষয়কই হউক, সকলেরই প্রতি এক বিচার, যৌক্তিক বিশ্বাস্য, অযৌক্তিক অশ্রদ্ধেয়।

কিন্তু শিক্ষা মাত্রেরই অনুকুল যুক্তি প্রদান করা নিতান্ত অনায়াসসাধ্য ব্যাপার নহে। আবার যখন এই যুক্তি "অবাঙ্মনসোঽগোচর" বিষয়ে দেয় হইয়া পড়ে, তখন তাহা যে অতীব দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আজ থিওসফি, (আর থিওসফি কেন বলিব) আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ প্রবর্ত্তিত আর্য্যধর্ম্ম, এই নব বলে বলীয়ান্। আর্য্যধর্ম্ম অযৌক্তিক, এই মহা ভ্রম, সন্দিগ্ধ হৃদয়ে আর স্থান পাইবে না। থিথসফির প্রতি কথা, প্রতিশিক্ষা আজ অকাট্য, অখণ্ডনীয় যুক্তির বিষয়ীভূত। থিওসফি অধ্যয়ন করুন, তাহার প্রতি পদেই অনুকুল যুক্তি প্রাপ্ত হইবেন। তাহার শিক্ষা, তাহার ক্রিয়া কলাপ, তাহার অনুষ্ঠানাদি সমস্তই যুক্তিসঙ্গত। থিওসফিতে এমন বিষয়ই নাই, যাহার সারবত্তা অখণ্ড্য যুক্তি দ্বারা সপ্রমানীকৃত নহে।

থিওসফির যৌক্তিকতা বলিতে গিয়া, আমাদের বিবেচ্য বিষয় ভুলিয়া গিয়াছি। থিওসফি নব ধর্ম্ম নহে, বেদোক্ত আর্য্যধর্ম্ম। ইহার প্রমাণে কোনরূপ কূটতর্কের অবতারণা করিতে হইবে না। কারণ থিওসফির (Doctrines) নীতি, সমস্তই আমাদের বেদান্তসার, পঞ্চদশী, মুক্তিমীমাংসা প্রভৃতি আর্য্যগ্রন্থ হইতে অবিকৃত ভাবে গৃহীত। ষড়দর্শন ব্যাখ্যা স্থলে আমরা তাহার সারাংশ এক প্রকার প্রদান করিয়াছি। থিওসফিতে আর নূতন কিছুই নাই, কেবল সেই সমস্ত নীতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সারগর্ভ যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে।

একণে আমরা থিওসফি সংক্রান্ত পুস্তক-বিশেষ * হইতে কএকটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া, থিওসফি যে আর্য্য-তত্ত্বগ্রন্থের পদাঙ্ক-সারী তাহা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিব।—

"There are four steps, technically called accomplishments, which lead the neophyte to the rank of an accepted *Chela*"————"সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃপ্রমাতা।"

বে. সা।

(তত্ত্ব-জ্ঞানলাভার্থী শিষ্য হইতে হইলে তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে সাধন চতুষ্টয় শালী হইতে হইবে।)

সাধনানিঃ—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকেহামুত্র-
ফলভোগবিরাগসমদমাদিসম্পত্তিমুমুক্ষুত্বানি।

বে. সা.

"The first accomplishment consists in an intimate intellectual conviction of the fact, that, all and every thing wuich appears to have an existence, seperate from Parabrahma (পরব্রহ্ম), is *merely phenomenal change*, (Maya.)"

"ব্রহ্মৈব নিত্যংবস্তু ততোঽন্যদখিলমনিত্যমিতি বিবেচনং"

বেদান্তসার।

"The second accomplishment is the permanent effect produced on the mind by the theoretical knowledge which forms the preceding accomplishment.

* Man: Fragments of forgotten history. (By two Chelas)

When the neophyte has once grasped the illusive character of the objects around him, he ceases to crave for them ; and is thus prepared to acquire the second accomplishment, which is a perfect indifference to the enjoyment of the fruit of ones actions, both here and here-after.

"ঐহিকানাং স্রক্‌চন্দনাদিবিষয়ভোগানাম্ কর্ম্মজন্যতয়া অনিত্যত্ববৎ আমুষ্মিকানামপ্যমৃতাদিবিষয়ভোগানামনিত্যতয়া তেভ্যঃ নিতরাং বিরতি—ইহামুত্র ফলভোগবিরাগঃ"

বেদান্তসার।

এই সাধনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনেকানেক সারগর্ভ যুক্তি প্রদানের পর, জন্মমৃত্যু সংঘটনকর কর্ম্ম-ফল হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় এইরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

"The only way to free oneself from the of bonds of Karma producing birth and death, is to let the stored-up energy exhaust itself merely as a portion of the cosmic energy, and not to colour it with personality by refering it to self."

তৎপরে, গীতায় যে স্থলে বৈরাগ্য-প্রাপ্ত অর্জ্জুন, আত্মকর্ম্ম-সম্পাদনে অনিচ্ছা প্রদর্শন করিতেছেন এবং ভগবান্ বাসুদেব তজ্জন্য তাঁহাকে অনুযোগ করিতেছেন, সেই স্থলটির উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার, ভগবান্‌চন্দ্রের উপদেশের এই রূপে পক্ষ সমর্থন করিতেছেনঃ—সৎস্বরূপ তুরীয় ব্রহ্ম চৈতন্য সম্বন্ধে জাগতিক সমস্ত ব্যাপারই ভ্রান্তি (মায়া)। সুতরাং এই জগতে

জন্মগ্রহণ জন্য যে সমস্ত অনিত্য কর্ত্তব্য নিষ্পাদনের ভার আমাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে, যদ্যপি আমরা সেই সমস্ত কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে আমরা এই অসৎ জগৎকে সৎস্বরূপ মনে করিয়া, আমাদিগের ভ্রান্তিমূলক অবিদ্যার পোষকতা করি। তজ্জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন

"যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পনম্।" গীতা।

অর্জ্জুন, তুমি নিঃস্বার্থ হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। তোমার দান, ধ্যান, হোম, তপস্যা প্রভৃতি সমস্তই আমাতে সমর্পন কর। আমাদিগের যাগ যজ্ঞ ব্রত হোমাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান সমাপণে ও এই শিক্ষা। তজ্জন্যই তত্ত্ব-দর্শী আর্য্য ঋষিগণ, "এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায় অর্পিতমস্তু," "শ্রীবিষ্ণোঃ প্রীণাতু" প্রভৃতি শিক্ষায়, যজমানের অনুষ্ঠিত কার্য্য সমাহিত করিতেন। কেবলমাত্র কর্ত্তব্যের অনুরোধেই আমরা আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিব, তাহাতে স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশের (কামনার) লেশমাত্রও থাকিবে না। এই রূপ নিঃস্বার্থ হইয়া কর্ম্ম করিলে, উহা পদ্ম-পত্রের উপরিস্থ জলবিন্দুর ন্যায়, পত্রকে আর্দ্র না করিয়াই তাহা হইতে বিচ্যুত হয়। কিন্তু যদ্যপি আমারা কোন রূপ স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশে আমাদিগের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদন করি, তাহা হইলে, তত্তৎ কার্য্যের পুনরনুষ্ঠান জন্য অন্তঃকরণের আসক্তি জন্মে, সুতরাং সেই আসক্তির নিঃশেষ নিরাকরণ জন্য জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয়।

পরে কর্ত্তব্য সমাধান সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে শিষ্যের প্রতি এই রূপ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

" The student, therefore, to begin with, must do every thing in his power to benefit all on the ordinary physical plane, transferring his activity, however, to the higher intellectual and spritual planes as his developement proceeds."

থিওসফির তৃতীয় সাধন, আমাদিগের বেদান্তসারোক্ত "শমদমোপরতিতিতিক্ষাসমাধানশ্রদ্ধা।" আমরা পূর্ব্বে এই ষড় সম্পত্তির বেদান্তোক্ত সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছি, এক্ষণে থিও-সফিষ্টগণ ইহাদের যেরূপ ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, ইঁহারা সর্ব্বাংশে সেই অর্থেরই অনুমোদন করেন। ইঁহারা বলেন,—মন, প্রবৃত্তি এবং কামনার আধার। শম, সেই মনের বশীকরণ মাত্র। অন্তঃকরণ শম-গুণ-সম্পন্ন হইলে, তখন উহা বিবেক-দ্বারা পরিচালিত হয়। মন এই রূপে পরিশুদ্ধ হইলে আর তাহাতে ভ্রান্ত বা অসৎ প্রবৃত্তি আশ্রয় করিতে পারে না। যে সমস্ত পূর্ব্ব-স্মৃতি আমাদের কল্পনা-শক্তিকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, শম সেই সমস্ত চিন্তা-প্রণালী বিশৃঙ্খল করিয়া দেয়। এইরূপে, কল্পনার বিষয়ীভূত অসৎ-চিন্তা-শ্রেণী যখন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহা কল্পনার আর আয়ত্তগত থাকে না। সুতরাং এইরূপে প্রধান বিঘ্ন বিনষ্ট হইলে, কল্পনা (মন) বিশুদ্ধ হইয়া উঠে।

ইঁহাদের মতে দৈহিক ক্রিয়া কলাপের সম্পূর্ণ বশীকরণের নামই দম। শম গুণ অধিকৃত হইলে, তাহার অবশ্যম্ভাবি পরিণাম ফল স্বরূপ, দম গুণ আপনা হইতেই আয়ত্তগত হয়।

তৃতীয় সম্পত্তি উপরতি। বেদান্তসারে উপরতির অর্থ, "নিবর্ত্তিতানাম্ এতেষাং (বাহ্যেন্দ্রিয়ানাম্) তদ্ব্যতিরিক্তবিষয়েভ্য-

উপরমণং"। থিওসফিষ্টগণ, এতদতিরিক্ত আরও কিছু অর্থ ইহাতে সংযোজিত করেন। কোনরূপ ধর্ম্ম-বিশেষের অনুষ্ঠানে বিরতি এবং অন্তঃকরণকে বিকার শূন্য রাখিয়া, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত পদার্থের অনুধাবন। তত্ত্ব-জ্ঞানান্বেষী লোক, কোন বিশেষ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মতানুসারী হইয়া, আপনার সহানুভূতি বা কার্য্যকারিতা, স্বসম্প্রদায় বহির্ভূত জীবের নিকট হইতে নিবর্ত্তিত রাখিতে পারিবেন না। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত পদার্থের রসাস্বাদনে, কেবল মাত্র অসমর্থতা প্রযুক্তই যদি তাহা হইতে নিবর্ত্তিত হই, তাহা হইলে প্রকৃত উপরতির কার্য্য হইল না। অন্তঃকরণ যখন এরূপ বিষয় হইতে স্বতই প্রতিনিবৃত্ত হয়, তখন আর তাহার প্রলোভনের আশঙ্কা রহিল না।

বেদান্তের তিতিক্ষার, ('শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা') ইঁহারা এইরূপ অর্থ করেন। কাম্যের নিবৃত্তি, এবং জাগতিক সমস্ত বিষয় হইতে পৃথক হইবার জন্য, মনের নিরবচ্ছিন্ন উদ্যম। পরকৃত অনিষ্টের প্রতিশোধ প্রদানে অনিচ্ছা, এই গুণের একটী সুন্দর ফল। এই গুণ অধিকৃত হইলে, হৃদয় এক অপূর্ব্ব আনন্দ-সাগরে সর্ব্বদাই ভাসমান থাকে।

সমাধান সম্বন্ধে ইঁহারা বলেন যে একবার এই গুণ অধিকৃত হইলে, সত্য-পথ হইতে বিচ্যুত হওয়া লোকের পক্ষে একপ্রকার সাধ্যের অতীত হইয়া পড়ে। সমাধান দ্বারা, উপরতি প্রকারান্তরে পূর্ণীকৃত হয়। যখন স্বার্থ-সাধনের আকাঙ্ক্ষা আর তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিয়া, তাঁহার নির্ব্বাচিত পন্থা হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে পারে না, তখন তাঁহার অন্তঃকরণ এতদূর নির্ম্মল ও সংযত হইয়া উঠে, যে আত্ম-নির্দ্দিষ্ট কে কোন করণীয়

কার্য্যের আবশ্যক হয়, তিনি অনায়াসে তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া তৎসাধন করিতে পারেন, অথচ তাঁহার সমাহিত এবং সংযত চিত্ত, তাহাতে পূর্ব্বাপর নির্লিপ্ত থাকিতে পারে।

শ্রদ্ধার আবশ্যকতা সম্বন্ধে থিওসফিষ্টগণ বলেন:—An implicit confidence in his (শিষ্যের) master's power to teach and his own to learn. বেদান্তসারে এই ব্যাখ্যায় প্রথমার্দ্ধমাত্র গৃহীত হইয়াছে; "গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা।" কিন্তু থিওসফিষ্টগণ, তাঁহাদের এই উভয় অংশেরই আবশ্যকতা স্বীকার করেন। ইহার প্রথমাংশের আবশ্যকতা, তাঁহারা এইরূপে সপ্রমান করেন যে, হয়ত এক্ষণে ইহাতে এরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, গুরুবাক্যে বিশ্বাসের আবশ্যকতা কি? অতি সহজেই এরূপ আপত্তির খণ্ডন হইতে পারে। যে বিষয় প্রকৃত বলিয়া আমার আদৌ প্রতীতি হইল না, তদধ্যয়নে আমার উদ্যম বা ঐকান্তিক যত্ন কিরূপে সমুদ্ভূত হইতে পারে? যাহার প্রতি আমার বিশ্বাস নাই, তাহার শিক্ষা আমি কখনই সাদরে বা সযত্নে গ্রহণ করিতে পারি না। এরূপ বিশ্বাসে যে আমার নিজ বিচার শক্তিকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে, তাহারও ত কোন কারণ দেখা যায় না।

ইহার দ্বিতীয়ার্দ্ধের অর্থাৎ গুরুদত্ত শিক্ষাগ্রহণে, শিষ্যের নিজ শক্তির প্রতি বিশ্বাসের, প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ইঁহারা বলেন; যে, লোকের স্বসামর্থ্যের প্রতি বিশ্বাস, সর্ব্ব প্রকার উন্নতি চেষ্টার মূল ভিত্তি স্বরূপ। যে মুহূর্ত্তে লোকে আপনার হৃদ্গত উচ্চতম আশার সংসাধনে আপনাকে সম্পূর্ণ অসমর্থ বলিয়া অনুমান করে, সেই মুহূর্ত্তেই সে প্রকৃত-প্রস্তাবে সেইরূপ অসমর্থ

হইয়া পড়ে। আমার হৃদয় দুর্ব্বল, এইরূপ ভ্রান্ত-জ্ঞানে স্থির বিশ্বাস জন্মিলে, হৃদয়ের বল স্বতঃই বিনষ্ট হয়। যাহা আমাদের সাধ্যাতীত বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি জন্মে, তৎপ্রাপ্তির আশয়ে আমরা কখনই কোনরূপ উদ্যম করি না। কিন্তু এদিকে তত্ত্ববিৎ শাস্ত্রকার বলিতেছেন, পূর্ণসর্ব্বাঙ্গীনতা লাভ করা, মানবের সম্পূর্ণ সাধ্যায়ত্ত! আত্মাবজ্ঞাদ্বারা আপনার অন্তর্নিহিত ব্রহ্মের অবমাননা করা মানবধর্ম্ম নহে।

মুমুক্ষুত্ব শেষ সাধন। এই সাধনে সিদ্ধ হইলে জীবের জীবত্ব শেষ হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয়। এই সাধনের ব্যাখ্যায় থিওসফিষ্টগণ বলেন যে, জীবন্মুক্তির জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছারই নাম মুমুক্ষুত্ব। সুতরাং এই সাধন-সম্পন্ন হইতে হইলে জন্মান্তর গ্রহণে সম্পূর্ণ বিরাগ এবং পরব্রহ্মে লীন হওন জন্য, অন্তরাত্মার পূর্ণ একাগ্রতার প্রয়োজন।

ইঁহারা বলেন, যে সাধারণ লোকের, এই চরম সাধন (মুমুক্ষুত্ব), দ্বিতীয় সাধনের অন্তর্নিহিত বলিয়া সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ সংশয় নিতান্ত ভ্রান্ত। নির্ব্বাণ এবং চৈত্যনের সম্পূর্ণ অবচ্ছেদ, এ উভয়ে যেরূপ প্রভেদ, মুমুক্ষুত্ব এবং ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, এ উভয়ের মধ্যেও তদ্রূপ প্রভেদ। ইহামুত্রফলভোগবিরাগের তাৎপর্য্য, ভোগাভিলাষ সাধন জন্য জন্মগ্রহণে অনিচ্ছা;—কিন্তু মুমুক্ষুত্বের অর্থ, চৈতন্য-বিশেষের জন্য চিত্তের আগ্রহ। এরূপ চেতনার স্বরূপ অবগত হওয়া সাধারণের ক্ষমতার বহির্ভূত। তবে যাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী সাধন ত্রয় সম্পন্ন হইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই এই যোগীজন-বাঞ্ছিত চৈতন্যের প্রকৃত তত্ত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন।

তত্ত্ব-শাস্ত্র অধ্যয়নে তত্ত্বান্বেষীর ন্যূন-কল্পে যে রূপ গুণ-সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে থিওসফিষ্টগণের মত এই যে, যে কোন লোকের পূর্ব্বোক্ত সাধন-চতুষ্টয়ের মধ্যে দ্বিতীয় সাধনে পূর্ণ রূপ অধিকার জন্মিবে এবং তৃতীয়-সাধন-নির্দ্দিষ্ট ষড় গুণে শিক্ষা থাকিবে তাঁহার, এই চরম সাধনে কথঞ্চিৎ অধিকার জন্মিলেও, মহাগুরুর অনুগ্রহে পূর্ণ মনোরথ হইবার সম্ভাবনা। আর যে ভাগ্য-বান্ পুরুষ প্রকৃত প্রস্তাবে এই সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইতে পারেন, জীবন্মুক্তির জন্য তাঁহাকে আর জন্মান্তর গ্রহণের ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়না।

কিন্তু বিষয়ী লোকের পক্ষে এইরূপ অবস্থা-লাভ করা দুরূহ ব্যাপার। তাঁহারা যে তত্ত্ব শিক্ষার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন্ না, অথবা মহাজন বাক্য, তাঁহাদের অন্তঃকরণে যে আদৌ প্রবেশ লাভ করিতে পারে না, তাহা নহে। তবে সংসারিক ভোগা-ভিলাষ, প্রবৃত্তির বহির্ভূত করিবার জন্য হৃদয়ে যতদূর দৃঢ়তার আবশ্যক, তাঁহারা হৃদয়কে ততদূর দৃঢ় করিতে পারেন না। তাঁহারা আপন আপন কর্ম্ম ফলে, আপনাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া রাখেন। আর মানব আত্মা যে নির্ব্বিকার সর্ব্বাঙ্গীনতা লাভে সমর্থ, তদ্বিষয়ে ধ্রুব বিশ্বাস থাকিলেও, তাঁহাদের অন্তঃকরণে এরূপ একাগ্রতা নাই যে, তদ্দ্বারা তাঁহারা নিজ নিজ অন্তরাত্মার সুপ্ত সামর্থ্যের উদ্বোধন সাধনে সমর্থ হন। তবে কি সংসারিক লোকের জীবন্মুক্তির আশা এক বারেই নাই, তাঁহাদের কর্ম্ম সূত্র কি নিতান্তই দুশ্ছেদ্য? তাহা নহে, যদি কেহ বহ্বায়াশ-সাধ্য কোন বিষয় লাভ করিতে পারেন, তবে অপরে তাহা কেন না পারিবে? যত্নের সমতা থাকিলে, যত্ন

জনিত ফল লাভেরও সমতা থাকাই সম্ভব। আত্ম-সামর্থ্যে অবিশ্বাসই, সংসারী লোকের মহাভ্রম, এই ভ্রমই তাঁহাদের আত্মোন্নতির প্রধান বিঘ্ন। সংসার-শৃঙ্খল ছেদ করিবার অমোঘ অস্ত্র, চিত্তের একাগ্রতা। সংসারের সমুদয় ব্যাপারই অসার, এ কথা কে না স্বীকার করেন? কিন্তু স্বীকার করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলে তাহাতে ফল লাভের আশা নাই। এই ভাব হৃদয়পটে প্রতিনিয়ত উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া রাখিতে হইবে। এই ভাব হৃদয়ে একবার স্থায়ী হইলেই জানিবেন্ যে, অভীপ্সিত ফল লাভের আর বিলম্ব নাই। এবম্ভূত আত্মার উপর মায়া মোহাদির আর প্রতিপত্তি থাকে না। তখন অজ্ঞান অন্ধকার অল্পে অল্পে অপসারিত হইতে থাকে, এবং বিবেকের বিশুদ্ধ জ্যোতি ক্রমবিকীর্ণ হইয়া সেই হৃদয়কে উদ্ভাসিত করে।

আর যাঁহারা চিত্তের একাগ্রতা-সাধনে একবারেই অসমর্থ? তাঁহাদিগকেও থিওসফিষ্টগণ তত্ত্ব-শাস্ত্র অধ্যয়নে পরামর্শ দেন। এবং আত্মমত সমর্থনে, শঙ্করাচার্য্যের বচন উদ্ধৃত করেন:—সাধনসম্পন্ন অথবা মোক্ষাভিলাষী না হইয়াও তত্ত্বানুশীলনে রত হইলে যে ফল লাভ হয়, যাগ যজ্ঞাদির অশীতিতম অনুষ্ঠানেও তদ্রূপ ফল লাভ হয়না।

থিওসফিষ্টগণ এই আত্মোন্নতির চরম ফল, মোক্ষসাধনে, বর্ণবৈষম্য স্বীকার করেন না। হিন্দু-ধর্ম্ম-নির্দ্দিষ্ট, আচার ব্যবহার বর্জ্জিত হইয়া চলিলেও, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান সাধনে সম্পূর্ণ অধিকার থাকে। আপন আপন বর্ণও সমাজোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করুন আর না করুন, তত্ত্বজ্ঞানানুশীলনে আন্তরিক শ্রদ্ধা জন্মিলেই তিনি তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকারী। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য

যে, এইমত কি আর্য্য ধর্ম্ম বহির্ভুত? এই মতের প্রামাণিকতা সপ্রমান করিতে অধিক দূর যাইতে হইবেনা ঃ—

"অন্তরাচাপিতু তদ্দৃষ্টে।"

বেদান্ত সূত্র। ৩অ। ৪পা। ৯সূ।

বর্ণাশ্রমনির্দ্দিষ্ট আচার পরিত্যক্ত ব্যক্তিরও ব্রহ্ম-জ্ঞান-সাধনে অধিকার আছে। কেন না, রৈক্য, বাচক্নবী প্রভৃতি বর্ণাশ্রম-রহিত ব্যক্তিদিগেরও জ্ঞানোৎপত্তি হইতে দেখা গিয়াছে।

থিওসফির মতের অনুকূলে আরো অনেক প্রমান আছেঃ—

"যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ।"

বেদান্ত সূত্র। ৪অ। ১প। ১১সূ।

যে স্থানে ও যে সময় মন স্থির হয়, সেই স্থানেই ও সেই সময়েই উপাসনা করা বিধেয়; কেননা, ব্রহ্মোপাসনায় দেষ কাল পাত্রের বিচার নাই।

মহাত্মা।

আমরা এই পুস্তকের মধ্যে, স্থানে স্থানে "মহাত্মা" শব্দের উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তাহার কোন রূপ সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত প্রদত্ত হয় নাই। থিওসফি সংক্রান্ত প্রবন্ধে অথবা তৎসম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মুখে, যাহা জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা হইতে মহাত্মাগণের প্রকৃতত্ব কিছুই স্পষ্ট অবগত হওয়া যায় না। ইহাতে সাধারণ লোকের মনে উক্ত মহাত্মাগণ সম্বন্ধে এক প্রকার ভ্রান্ত সংস্কার জন্মিবার সম্ভাবনা। বাস্তবিকও

তাহাই ঘটিয়াছে। মহাত্মাগণের স্বরূপ, তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি, এবং জনসাধারণের সহিত তাঁহাদিগের সহযোগিতা সম্বন্ধে, সাধারণ লোকের মনে এক প্রকার ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে। তাঁহারা মনে করেন, মানবের অপূর্ণতায় অথবা তাহাদিগের হৃদয়-দৌর্ব্বল্যে, মহাত্মাগণের আদৌ সহানুভূতি নাই। মানবের দৈনন্দিন দুঃখে অথবা তাহাদিগের অপরিহার্য্য যন্ত্রণা রাশীতে, তাঁহাদিগের অনুকম্পার লেশমাত্রও নাই। তাঁহারা মমতাবিহীন, কঠোরহৃদয়। মহাত্মাগণ সম্বন্ধে এইরূপ প্রমাদে পতিত হইবার প্রধান কারণ, মানব-স্বভাবজ স্বার্থ-পরতা। স্বার্থপর বলিয়াই, সাধারণ মানবে সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্যতা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে না। মহাত্মাগণ পূর্ণরূপ অহঙ্কার বিহীন, নিঃস্বার্থ। তাঁহারা অবিকৃত সত্যের প্রতিপালক, অপরি-বর্ত্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়মের দাস। তাঁহাদিগের প্রকৃতিতে ব্যক্তিগত অনুকুলতা বা প্রতিকুলতা নাই। তাঁহারা শোক মোহাদিজড়িত মানবের ন্যায় নহেন। তাঁহাদিগের অভাব আবশ্যক, কাম্যকামনা, কিছুই নাই। রক্তমাংসময় মানবের ন্যায়, তাঁহারা স্বল্পায়তনে সীমাবদ্ধ নহেন। তাঁহারা প্রকৃত আত্মজীবী, দেহ-পিঞ্জরের আয়ত্তাতীত আত্মারূপী। সাধারণ মানববুদ্ধির বহির্ভূত, তাঁহাদিগের সেই অত্যুন্নত অবস্থা পূর্ণ শান্তিময়।

মহাত্মাগণ পূর্ণরূপ অহঙ্কার বর্জ্জিত ও স্বার্থবিহীন, সুতরাং যে কার্য্যে আমাদিগের মধ্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের ও সামান্যমাত্র অনিষ্ট হয়, তাহা, অপর সহস্র সহস্রের ইষ্টসাধক হইলেও, তদ্রূপ কার্য্য, তাঁহাদিগের বিচারানুমোদিত নহে। অধিক কি, কেবল

মাত্র আত্ম-মোক্ষসাধনেচ্ছু মুমুক্ষু ব্যক্তিকেও তাঁহারা এক প্রকার স্বার্থান্বেষী বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন, কেবল আত্ম-মোক্ষসাধনেচ্ছা, প্রকৃত তত্ত্ব-জ্ঞানীর কার্য্য নহে। যতদূর সাধ্যায়ত্ত, অপরাপরকে, সেই মুক্তির পন্থা প্রদর্শন করাই প্রকৃত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুর ধর্ম্ম।

যদি কেহ, সম্পূর্ণ সাংসারিক চিন্তাশূন্য জীবনের কল্পনা করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি এই মহাত্মাগণের উন্নীত আধ্যাত্মিক অবস্থার কথঞ্চিৎ আভাস অনুমান করিতে সমর্থ হইতে পারেন। যে দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া, আমরা আমাদিগের অসংখ্য সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া থাকি, যে দুস্ত্যজ্য মায়ার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া আমরা অসারকে সার ভাবিয়া, ছায়ার অনুসরণে দুর্লভ মানব জন্মের অপব্যয় করি; সেই দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির, সেই দুর্জ্জেয় মায়ারও নিরাকরণ আছে। আমাদিগের নিষ্পীড়িত অন্তরাত্মার অস্ফুট স্বর, ইহা আমাদিগকে অনবরতই জানাইয়া থাকে। যখনই আমরা জাগতিক সমস্ত পদার্থের নশ্বরত্ব ভাবিয়া দেখি, তখনই ইহার অসারতার জ্ঞান, আমাদিগের মনে স্বতঃই উদ্ভূত হইয়া থাকে; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের কল্পনা-পটে, এরূপ একটি মনোহর চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাই, যেখানে ঐ দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি পরাজিত, এবং মায়ার আবরণ উন্মোচিত। যেখানে জীবন-সংগ্রাম নাই, যেখানে সংসার চিন্তা নাই। মহাত্মাগণ আমাদিগের মানব-স্বভাবসুলভ দৌর্ব্বল্যের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছেন, তাঁহারা আমাদিগকে এই অসার সংসার-ক্লেশে ক্লিষ্ট দেখিয়া, তজ্জন্য সহানুভূতিও করেন; কিন্তু আমাদিগের আত্মচেষ্টা ব্যতীত

তাঁহাদিগের ঐস সহানুভূতির দ্বারা কোন ফললাভ হয় না। তাঁহারা অবনতি প্রাপ্ত হইয়া, আমাদের অবস্থায় পুণরানীত হউন, এরূপ আশা নিতান্ত অসঙ্গত। আমাদিগকে, আত্মচেষ্টায় সেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদিগকে এই-রূপ যত্নপর দেখিলেই তাঁহারা অযাচিত হইয়াও আমাদিগের সেই সাধু উদ্যমের সহায়তা করেন। মহাত্মাগণ সৃষ্টিক্ষম নহেন, সুতরাং আমরা তাঁহাদিগের নিকট হইতে,আমাদিগের একবারে পূর্ণাবস্থায় সৃষ্টির আশা করিতে পারি না। তাঁহারা তাঁহাদিগের অন্তর্যামী আধ্যাত্মিক চক্ষে প্রত্যেক মানব-হৃদয় সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছেন। কিন্তু লোকের কর্ম্ম জন্য ফলের বহিভূর্ত সহায়তা প্রদানে তাঁহারা অসমর্থ। মহাত্মাগণ প্রাকৃতিক নিয়মের সহযোগী, তাঁহারা ইহার প্রতিরোধী নহেন।

তত্ত্বজ্ঞানী-জীবন্মুক্ত।

—o:*:o—

প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ জীবন্মুক্ত। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্য কি কি অনুষ্ঠান প্রয়োজনীয় তাহা বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং যে কেহ তৎসমুদয় সম্পাদনে সমর্থ, পরম পুরুষার্থ লাভে তাঁহার অবিসম্বাদী অধিকার। এই পুরুষার্থ সাধন জন্য মানবের আকৃতি বা প্রকৃতিতে, স্বভাবতঃ যাহা প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নূতন উপাদানের আবশ্যক হয় না। সুতরাং আপাতঃ দৃষ্টিতে তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষে এবং সংসার জালবদ্ধ, কর্ম্মফল সেবী মনুষ্যে, কোনই বিভিন্নতা লক্ষিত হয় না। হয়ত আমরা

শত শত বার এরূপ মহাপুরুষগণকে সন্দর্শন করিয়াছি, হয়ত তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের বাক্যালাপ পর্য্যন্ত হইয়াছে,অথচ অজ্ঞ আমরা তাঁহাদিগের সারতত্ত্ব অনুমান করিতে পারি নাই।

থিওসফিমতে এই সমুদয় তত্ত্ব-জ্ঞানী পুরুষ সপ্তশ্রেণীতে বিভক্ত। এক্ষণে কেহ এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন যে সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইলেই যদি তত্ত্ব-জ্ঞানী হয়, তবে তাঁহাদিগের আবার শ্রেণী বিভাগ কেন? ইহার উত্তরে থিওসফিষ্টগণ এইরূপ যুক্তি প্রদান করেন।--

Seven is the mystic number, not because it is seven but because it is a universal law that every natural order is completed by sevens. The absolute wisdom in the universe is the spiritual central sun mentioned in the mysticcal treatsses. When the day of nature arrives this sun sends out seven rays, which are each subdivided in the series of seven. All men or rather their spiritual selves lie along some one or other of these seven main rays of wisdom. Hence is the necessity for the seven types of Adepts.

এই সপ্তশ্রেণীর মধ্যে, পঞ্চশ্রেণী মাত্র সাধারণে বিদিত, অপর দুইটী শ্রেণী, কেবল মাত্র উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত অধিকারীগণের গোচরীভূত। কথিত পঞ্চশ্রেণীর শ্রেষ্ঠতম পুরুষগণ, তিব্বতস্থ চুটুকটু অর্থাৎ জ্ঞান-নিধিগণের অন্যতমের আজ্ঞানুবর্ত্তী। ইঁহারা কোন বিশেষ তত্ত্ব-জ্ঞানী সম্প্রদায়ের আশ্রমভুক্ত নহেন, অথচ সমস্ত আশ্রমেই ইঁহাদিগের প্রভুত্ব। এই আশ্রম সংখ্যা আপাঁ-

ততঃ তিনটী, তন্মধ্যে প্রথমটি তির্ব্বতে, দ্বিতীয়টী মিসরে; তৃতীয় আশ্রমটি যে স্থানে অবস্থাপিত, থিওসফিষ্টগণ তাহার নাম সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে নিষিদ্ধ। জ্ঞাননিধিগণ, সময়ে সময়ে এই আশ্রমত্রয় পরিদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা সাধারণতঃ তির্ব্বতেই বাস করেন। আর পূর্ব্বোক্ত অপর দুইটি শ্রেণীর শিরোভূষণ তত্ত্ব-জ্ঞানী, গোবিনামক মরু-ভূমির অন্তর্ব্বর্ত্তী কোন প্রদেশে অবস্থিতি করেন।

তত্ত্ব-জ্ঞানী পুরুষেরা কোন বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত নহেন। বস্তুতও তাঁহাদিগের পূর্ণতা-সাধনের অবস্থা বিশেষে, সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইতে হইবে। আর কোনরূপ তান্ত্রিক কার্য্যেরও তাঁহারা অনুষ্ঠান করিতে পাইবেন না। এতদ্ব্যতীত তত্ত্ব-জ্ঞান-সাধন, কোন জনপদ বিশেষে নিরুদ্ধ নহে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ইহার অনুষ্ঠান হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। বর্ত্তমানে এই তত্ত্বজ্ঞানিগণের মধ্যে, এসিয়ার প্রায় সর্ব্বদেশীয় লোকই আছে। তদ্ব্যতীত ইংলণ্ড, গ্রীস, জার্ম্মেনি, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানেও তত্ত্ব-জ্ঞানীর অপ্রতুল নাই।

তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষগণের নয়টি অবস্থা বা পর্য্যায়, এবং প্রত্যেক পর্য্যায়ের সাতটি বিভাগ আছে। আর্য্যশাস্ত্রে এই নয়টি পর্য্যায় নবনিধি নামে খ্যাত। যখন কেহ দশমাবস্থায় উপনীত হন, তখন এই পৃথিবী, আর তাঁহার বিবর্ত্তন সাধনে সমর্থ হয় না। এই নবাবস্থার প্রথমাবস্থা, তন্ত্রোক্ত কালিরূপ। অদূরদর্শী অজ্ঞ লোকে এই প্রতিকৃতির মর্ম্ম না বুঝিয়া, আর্য্য-ধর্ম্ম মৃৎপিণ্ড পূজামাত্র বলিয়া অবজ্ঞা করে; কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে যে কি মহান্, নিগূঢ় উপদেশ অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, যদি তাহা হৃদয়-

দম করিতে সমর্থ হয়, তবেই তাহারা আর্য্য-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব জানিতে পারে। কালিমূর্ত্তির অধঃশায়ী পুরুষ, মুমুক্ষু যোগী, ঐ শয়ান পুরুষের শরীর ব্যাপী সর্প, বিবেক; এই সর্পরূপা বিবেকের সহায়তায় তিনি আপনার শরীর (Physical body) সংযত করিয়া রাখিয়াছেন। যোগীর আধ্যাত্মিক শক্তি, কালিমূর্ত্তিতে বিরাজিত। এই আধ্যাত্মিক শক্তি (প্রকৃতি) স্বয়ং অকর্ত্রী, তজ্জন্যই স্ত্রীমূর্ত্তি। মুমুক্ষু যোগীর শরীর-ধর্ম্মের উপর তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তির প্রাদুর্ভাব আবশ্যক, তজ্জন্যই ঐ কালিমূর্ত্তি (প্রকৃতি), শয়ান, ইন্দ্রিয়-জ্ঞান রহিত অচৈতন্য যোগিবরের (পুরুষের) উপরে দণ্ডায়মানা। তাঁহার হস্তস্থিত কৃপাণ, দিব্য-জ্ঞান। আর ঐ যে অসংখ্য নরমুণ্ড, তাহা অজ্ঞান-জাত কাম, ক্রোধাদি রিপুগণের আদর্শ মাত্র। সুতরাং প্রতিকৃতি হইতে আমাদের শিক্ষিতব্য বিষয় এই যে, মোক্ষ-ফলাকাঙ্খী ব্যক্তিকে, রক্ত মাংস-নির্ম্মিত দেহের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম, কাম-ক্রোধাদিজনিত প্রবৃত্তিকে, বিবেক-বলে সম্পূর্ণরূপ বশীভূত করিতে হইবে। কিন্তু এই প্রকার প্রবৃত্তি-দমন অনায়াস-সাধ্য ব্যাপার নহে। ইহাতে যে কতদূর চিত্তৈকাগ্রতা এবং আন্তরিক অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তাহা কেবল সিদ্ধ-মনোরথ তত্ত্ব-জ্ঞানী ব্যক্তিই অনুভব করিতে পারেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রথমাবস্থা প্রাপ্ত হইলে পর, ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি, মুমুক্ষু-সম্প্রদায় ভুক্ত হয়েন এবং তখন তিনি অবিচ্ছিন্ন পর্য্যায়-ক্রমে ক্রমোন্নতি লাভে সমর্থ হন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এই জগৎ, দশমাবস্থা-সাধনের যোগ্য-স্থান নহে। যে মুহূর্ত্তে কেহ উক্ত দশমাবস্থা প্রাপ্তির উপ-

যোগী হয়েন, তিনি তৎক্ষণাৎ ভিন্ন জগতে নীত হয়েন। এই দশমাবস্থার প্রতিকৃতি হিন্দু-সন্তানের পক্ষে নূতন নহে। কিন্তু উঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় তাহার অন্তর্নিহিত উপদেশের মর্ম্মগ্রহণে সচেষ্ট হন নাই। একটি অর্দ্ধ-বিকশিত শতদলের উপরে একটি দণ্ডায়মানা রমণী মূর্ত্তি। স্বকর-স্থিত-কৃপাণ-বিচ্ছিন্ন, রমণীর নিজ মস্তক, একহস্তে, উন্মুক্ত-বক্ষে, শোভা পাইতেছে; রমণীর বাম দক্ষিণ উভয়পার্শ্বে, অপর দুইটি রমণি মূর্ত্তি বদন ব্যাদান করিয়া দণ্ডায়মান আছে। রমণীর শূণ্য-শির-দেহ হইতে, শোণিত-স্রোত, ত্রিধারা হইয়া উচ্ছ্বসিত হইতেছে। তন্মধ্যে একধারা রমণীর হস্তস্থিত নিজ-মুখে ও অবশিষ্ট ধারাদ্বয়, পার্শ্বচারিণী রমণীদ্বয়ের ব্যাবৃত্ত বদন যুগলে নিপতিত হইতেছে। এই প্রতিকৃতির পদ্ম, এই জগতের অবভাসক। চরমাবস্থায় উপনীত হইবার পূর্ব্বে, পুরুষ এই জগতের স্বরূপ (ভ্রম), পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারে না; তজ্জন্যই উহা অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত। রমণীর মস্তক ছেদনের গূঢ় অর্থ এই যে, সম্পূর্ণরূপ অহং-শূণ্য না হইলে মোক্ষলাভ হয় না। ত্রিধার শোণিতের অর্থ এই যে,সম্পূর্ণরূপ অহঙ্কার (আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা প্রভৃতি জ্ঞান), বিহীন হইলে লোকে এক কালেই ত্রিজগতে চৈতন্য সঞ্চার করিতে সমর্থ হয়।

এক্ষণে আমরা থিওসফি মতে তত্ত্ব-বিদ্যা শিক্ষার প্রণালী ও তদ্বিষয়ে থিওসফিষ্টগণের মন্তব্য সংখেপে বিবৃত করিয়া পুস্তকের উপসংহার করিব। তত্ত্ব-জ্ঞানিগণ যে নয়টি ক্রমোন্নত শ্রেণীতে বিভক্ত, সে সমুদয় শ্রেণীর মধ্যে নিম্নতম শ্রেণীতে ও কোন সংসারিক ব্যক্তি একবারে প্রবেশলাভ করিতে পারেন না।

তাঁহাকে সর্ব্ব প্রথমে শিক্ষার্থী হইয়া তত্ত্ব-জ্ঞানী-জীবন্মুক্ত পুরুষের নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। এবং এই সাধু উদ্যমে তাঁহাদিগের অনুমোদন প্রাপ্ত হইতে হইবে। কিন্তু তাঁহার এই উদ্যমে, তিনি নিজের হৃদয় বল এবং আন্তরিক অধ্যবসায় হইতে, আপনার উদ্দেশ্য-সাধন পক্ষে যে পর্য্যন্ত উন্নতি লাভে সমর্থ হন, তদ্ব্যতিরিক্ত গুরুগণের নিকট হইতে স্বতন্ত্র সহায়তার প্রত্যাশা করিতে পারিবেন না। পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানিগণ থিওসফির এই শিক্ষা প্রণালীতে দোষারোপ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাদিগের স্মরণ করা উচিত যে, তত্ত্ব জ্ঞান শিক্ষা সম্পূর্ণ পরাপেক্ষী হইতে পারে না। একজন সঙ্গীতাধ্যাপক, শিষ্যকে যন্ত্রে মূচ্ছর্না, মেড়, গমক, বোল প্রভৃতি সমস্তই শিখাইতে পারেন; কিন্তু তিনি তাহাকে "লয়" শিখাইতে পারেন না। কারণ লয় বোধ পরাপেক্ষী হইতে পারেনা, তাহা আত্মগত। তত্ত্ব জ্ঞানী গুরু, শিষ্যকে পথ প্রদর্শন করিতে পারেন; কিন্তু স্বপদে নির্ভর করিয়া না চলিলে শিষ্যের গন্তব্য স্থানে যাওয়া হইল না।

অস্থির-মতি, অব্যবস্থিত-চিত্ত লোকে, আকস্মিক আগ্রহের বশবর্ত্তী হইয়া তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইতে পারে বটে, কিন্তু যদ্যপি সে জানিতে পারে যে, গুরূপদেশ প্রাপ্তিসত্ত্বেও, তাহার কতদূর আত্ম-চেষ্টার আবশ্যক, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ এতাদৃশ বিফল চেষ্টা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। এই প্রকৃতির লোকে মনে করে যে, উপযুক্ত গুরুগ্রহণ করিলেই, তত্ত্ব-জ্ঞান লাভার্থে যাহা কিছু প্রয়োজন, তৎসমুদয়ই সুসাধিত হইল; কারণ প্রকৃত গুরু, প্রাকৃতিক রহস্যজ্ঞ, এবং অলৌকিক ক্ষমতা-শালী। কিন্তু কেবলমাত্র গুরু ক্ষমতাশালী হইলেই যে শিষ্যের নিজ উদ্যম ব্যতী-

তাহাতে তাহার কোনই উদ্দেশ্য-সিদ্ধ হইবে না, ইহা তাহারা বুঝিতে পারেনা। গুরু, শিক্ষা প্রদান করিলেন, কিন্তু শিষ্য যদ্যপি নিজহৃদয়ে, সেই শিক্ষার সারগ্রহণে অসমর্থ হয়, তবে গুরুদত্তশিক্ষায় কি ফল?

গুরু দত্ত শিক্ষার সারগ্রহণ করা শিষ্যের প্রথম কার্য্য। পরে সেই গুরু-প্রাপ্ত জ্ঞানালোকে নিজ-হৃদয়কে উত্তরোত্তর উদ্দীপিত করা, শিষ্যের উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার এক মাত্র উপায় ও অবলম্বন। এইজ্ঞান লালসার পরিমানানুসারেই শিষ্যের উন্নতি বা অবনতি। শুদ্ধশরীরী, সদসৎ জ্ঞান সম্পন্ন এবং সংযত-চিত্ত লোকে, যদ্যপি গুরু-প্রদর্শিত পন্থানুসারী হইয়া, কতকগুলি আপাত কঠোর, পরিণাম শুভকর নিয়ম প্রতিপালনে সমর্থ হন, তবেই তাঁহার পরিণামে সিদ্ধমনোরথ হইবার সম্ভাবনা। নতুবা সমস্তই বিফল। অনেকে আবার এইরূপ আদেশ গ্রহণে, এবং কার্য্যতঃ তাহার প্রতিপালনে, আগ্রহ প্রকাশ করেন। কারণ, তাঁহারা মনে করেন যে, আপন আপন গন্তব্য পথ স্বয়ং নির্দ্ধারণ করা অপেক্ষা, পথপ্রদর্শকের আদেশানুসারে অগ্রসর হওয়া, অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়াস-সাধ্য। কিন্তু ইহা তাঁহাদিগের মহাভ্রম; উন্নত কারিনীশক্তি শিষ্যের নিজ হৃদয়ে থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়; তাহার অন্যথা হইলে, সঙ্গীতের "লয়" শিক্ষার মত, সমস্তই নিষ্ফল। কিন্তু যদ্যপি মোক্ষ-সাধনেচ্ছা, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার পার্থিব প্রবৃত্তির উপর বলবতী হয়, তাহা হইলে তাঁহার উন্নতির পথ ক্রমশঃ পরিষ্কৃত হইতে থাকে। কিন্তু তখনও তাঁহার নিরস্ত হইয়া থাকিলে চলিবেনা, আরাধ্য বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব রিয়া, তাঁহাকে অবিচলিত অধ্যবসায়শালী হইতে হইবে; নতুবা

তাঁহার পুনঃ পতন অনিবার্য্য। আবার অন্তঃকরণের প্রকৃতি অনুসারে এই উদ্যম ও অধ্যবসায়ের তারতম্য হইয়া থাকে; একের পক্ষে যাহা স্বল্পায়াস-মাত্র সাধ্য, অপরের, তাহা সংসাধন করা অতীব দুরূহ বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু যদি এক জন সিদ্ধ মনস্কাম হইতে পারেন, তাহা হইলে অপরের তদ্রূপ না হইবার কোনই কারণ নাই। সুতরাং সফল বা বিফল হওয়া, সম্পূর্ণরূপে শিষ্যের আয়ত্তাধীন। ইহাতে এক মাত্র আবশ্যক, বিঘ্ন বিনাশ পূর্ব্বক অবিচলিত চিত্তে সত্য পথে ধাবমান। শিষ্যের এই শিক্ষার্থিকাল যখন অবসিত হয়, তখনও তাঁহার সম্পূর্ণ বিঘ্নবিনাশ হয় নাই, গন্তব্যপথে তাঁহাকে নূতন নূতন বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়; কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে আর ভগ্নোৎসাহ করিতে পারেনা। মোক্ষসাধন বাসনায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে, এবং অবিচ্ছিন্ন আন্তরিক যত্নে, সেই বাসনার উদ্দীপন করিতে পারিলে, গুরুকে শিষ্যের গুণগ্রামের মর্ম্মগ্রহণ করিতে ও তাহার ভবিষ্যৎ কার্য্য-প্রনালীর পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে বাধ্য হইতে হয়। তখন শিষ্যের মনশ্চক্ষের গোচরে প্রকৃতির জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার অল্পে অল্পে উন্মোচিত হইতে থাকে, তখন তাঁহার চিরবাঞ্ছিত রত্নের প্রাপ্তি লালসায়, হৃদয় বল দ্বিগুণিত হইতে থাকে। পার্থিব বিঘ্ন, তাঁহার সেই হৃদয় বল, আর কোনরূপে প্রতিরোধ কারতে পারে না।

সমাপ্ত।
